পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 274 Thursday, 4 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৭৪ সংখ্যা ❋ ১৮ ভাদ্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সিএএ-তে নাগরিকত্বের আবেদনের সময় ১০ বছর বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ অসমের মতো সব রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার! আর এই ঘোষণায় একদিকে যেমন আলোচনা হচ্ছে, অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্ক। এরই মধ্যে সিএএ নিয়েও বড় ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুরনো বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা ভারতে ধর্মীয় কারণে ঢুকেছেন, তাঁরা সবাই সিএএ-তে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারতেন। তবে নয়া বিজ্ঞপ্তিতে সেই সময়ই বাড়িয়ে করে দেওয়া হয়েছে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর অর্থাৎ তা বেড়ে গেছে ১০ বছর। সিএএ নিয়ে প্রথম থেকেই হাজারো অভিযোগ রয়েছে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের। তবে সেইসব অভিযোগকে পাত্তা না দিয়েই ২০২৪ সালের মার্চ মাসের গেজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সিএএ কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র। তারপর স্বাভাবিকভাবেই দেশজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসেনি কেন্দ্রীয় সরকার। এবার সিএএ সংক্রান্ত আরও বড় ঘোষণা করা হল। এই ঘোষণাকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল

কংগ্রেস। দলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ''এসআইআর থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যু থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এইসব ঘোষণা করা হচ্ছে।'' তিনি আরও বলেন, ''দেশের নানা জায়গায় যখন বাঙালিকে অপমান করা হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার রা কাড়ে না। তবে এনআরসি, সিএএ, এসআইআর নিয়ে ঘোষণা করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।'' এই আবহে ডিটেনশন ক্যাম্প ইস্যুতেও আতঙ্কিত অনেকে। কারণ এতদিন ডিটেনশন ক্যাম্পের বিষয়টি অসমেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে রাজ্যে বিদেশি বলে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সেখানে আটক করে রাখা হয়। তবে এখন অভিবাসী ও বিদেশি বিষয়ক নয়া আইনে সব রাজ্য সরকারকেই ডিটেনশন ক্যাম্প চালু করতে বলা হয়েছে। সোমবার রাত থেকে সারা দেশে চালু হওয়া ওই আইনে বলা হয়েছে প্রাথমিক তদন্তে কোনও ব্যক্তি নিজেকে ভারতীয় প্রমাণে ব্যর্থ হলে বা নথিপত্র সন্দেজনক মনে হলে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে পারে। এই সংক্রান্ত মামলাও আর সাধারণ আদালতের বিচারের এক্তিয়ারে থাকছে না। অসমের মতো সন্দেহজনক বিদেশিদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কাছে পেশ করা হবে। প্রশাসনের তরফে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন জেলাশাসকেরা। প্রাথমিক তদন্ত তদারকের ভার জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে সদ্য চালু হওয়া আইনে। দু'দিন আগে আইনটি সারা দেশে কার্যকর করেছে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নয়া আইনটি এমন সময় চালু করা হল যখন দেশ জুড়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। অসম বাদে বাকি রাজ্যগুলিতে ডিটেনশন ক্যাম্প না থাকায় ধৃতদের পুশ ব্যাক বা ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় সব রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প খোলার নির্দেশ অর্থবহ।

সেকুলারিজম ততক্ষণই থাকবে, যতক্ষণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ নাগরিকত্ব আবেদনের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়িয়েছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এবার কলকাতা আইসিসিআর-এ 'এক দেশ এক নির্বাচন' ছাত্র সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বললেন, ওপার থেকে আসা দলিতদের জন্য আগে কেউ কখনও ভাবেননি। এই প্রথম নরেন্দ্র মোদি ভাবলেন। তাঁর কথায়, ''সেকুলারিজম, প্লুরাজিম, কমিউনিজম ততক্ষণই থাকবে, যতক্ষণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, নচেৎ থাকবে না।'' এদিনের মঞ্চে বক্তৃতা রাখার সময়ে সিএএ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুকান্ত বলেন, ''এসসি সমাজের মানুষ যোগেন মণ্ডলের ওপর বিশ্বাস করে থাকেন ওপার পাকিস্তানে। কী হল, যোগেন মণ্ডল হলেন পাকিস্তানের প্রথম আইন মন্ত্রী। পাকিস্তানে ফ্ল্যাট পেলেন। কয়েক মাস পরই ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে এলেন স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে ইজ্জত বাঁচাতে। পাকিস্তানের প্রথম বাঙালি মন্ত্রী আশ্রয় নিলেন এপার বাংলায়। এই বাংলা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তৈরি করা। তখন থেকেই দলিত ভাইরা

ওপার বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।'' এর আগেও বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খুলেছিলেন সুকান্ত। বালুরঘাটের পালিনগরে নিজের দফতরেই ক্যাম্প খুলেছিলেন। সিএএ আবেদন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শরণার্থীদের সাহায্যের চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি বলে এসেছিলেন কীভাবে ওপারে অত্যাচারিত হয়ে এপারে এসেছিলেন দলিতরা। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তাঁর সংযোজন, ''১৯৪৭ সালের পর থেকে ক্রমাগত ভারতে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। মহিলাদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার করা হচ্ছে। তাঁদের অনেকে এখন বামপন্থী নেতা হয়েছেন। সেকুলারিজম শিখিয়েছেন. কিন্তু সত্যি হল, সেকুলারিজম, প্লুরাজিম, কমিউনিজম ততক্ষণই থাকবে, যতক্ষণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, নচেৎ থাকবে না।'' সুকান্তর কথায়, ''বছরের পর বছর তাঁরা ভারতে আসছেন, কেউ ভাবেননি। প্রথম নরেন্দ্র মোদি ভেবেছেন ও সিএএ অ্যাক্ট পাশ করিয়েছেন।'' উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব আবেদনের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়িয়েছে কেন্দ্র। ২০২৫ এর আগে ধর্মীয় কারণে আসা শরণার্থীদের জন্য পদক্ষেপ। ধর্মীয় কারণে আসা অমুসলিমরাও আবেদন করতে পারবেন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের অমুসলিম শরণার্থীদের ছাড়। এই সময়সীমা আগে ছিল ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

মার্চের মধ্যেই নকশালবাদের অবসান, বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল নকশালবাদ। দীর্ঘদিন ধরে নকশালবাদ দেশের বিভিন্ন অংশে উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছেন যে, মোদি সরকার আগামী মার্চের মধ্যে দেশে থেকে নকশালবাদ সম্পূর্ণ নির্মূল করবে। অমিত শাহ বলেছেন, ''নকশালবাদ আমাদের দেশের অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে, এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া হবে আগামী মার্চের মধ্যে।'' এই বক্তব্যের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর অবস্থান এবং কার্যকরী নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট হয়েছে। নকশালবাদ মূলত দেশের প্রত্যন্ত এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অসামাজিক কার্যকলাপ, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টি করে। ফলে, এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। মোদি সরকারের লক্ষ্য এই সমস্যা থেকে দেশকে মুক্ত করে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা। সরকার ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনীকে শক্তিশালী করেছে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নকশাল প্রভাবিত এলাকাগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কাজ শুরু করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সংলাপ এবং সমঝোতা তৈরির মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অমিত শাহ আরও বলেন, ''আমরা শুধু নকশালবাদ দমন করব না, বরং এই অঞ্চলের মানুষকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করব যাতে তারা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে। আমাদের এই প্রচেষ্টা দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'' বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই ঘোষণার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে তারা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন ধরনের আপস করবে না। পাশাপাশি, এটি দেশের দূরবর্তী ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে প্রমাণ করে। অবশ্য, নকশালবাদ নির্মূল একটি জটিল প্রক্রিয়া। শুধু নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তিশালী পদক্ষেপ নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক উন্নয়ন কার্যক্রমও অত্যন্ত প্রয়োজন। মোদি সরকার এই তিনটি স্তম্ভে কাজ করে যাওয়ায় আশা করা যাচ্ছে মার্চের মধ্যে নকশালবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে সফলতা আসবে। সুতরাং, অমিত শাহের ঘোষণার মাধ্যমে মোদি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পষ্ট হয়েছে, যা দেশের দীর্ঘদিনের একটি সংকট মোকাবিলার জন্য দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করবে।

নিজের বাবার দল থেকেই সাসপেন্ড! ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে দল ছাড়লেন কবিতা

হায়দরাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বরঃ নিজের বাবার দল ছাড়লেন কে কবিতা। তেলঙ্গানা জাগ্রুতি প্রেসিডেন্ট কে কবিতা আজ, বুধবার তিনি বিধান পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। গতকালই তাঁর বাবা তথা তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দল, বিআরএস থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় দলের প্রবীণ নেতাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করায়। তেলঙ্গানার প্রাক্তন শাসক দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি-র অন্দরে অনেকদিন ধরেই টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে। কে কবিতা প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন যে দলেরই নেতা হরিশ রাও এবং প্রাক্তন সাংসদ জে সন্তোষ কুমার তাঁর বাবা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। এই অভিযোগ আনার পরই মঙ্গলবার তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়। দলের তরফে বলা হয়, তার কার্যকলাপ দলের নীতি বিরুদ্ধ। এ দিন, ৩ সেপ্টেম্বর স্পিকারের কাছে নিজের ইস্তফা জমা দেন কে কবিতা। নিজের ভাই তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কেটি রামা রাওয়ের উদ্দেশে কবিতা বলেন, রাম আন্নার কাছে অনুরোধ করছি কেসিআরের স্বাস্থ্য ও দলের কার্যকর্তাদের খেয়াল রাখতে। সাংবাদিক বৈঠকে কে কবিতা নিজের বাবা কেসিআর-কে অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেন। তেলঙ্গানার দলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের তিনি সুবিচার এনে দিয়েছেন। কিন্তু এরপরই তিনি বোমা ফাটান। কবিতা বলেন যে দলের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তিনি বলেন, ''আমি রামান্নার কাছে অনুরোধ করছি, পার্টি অফিস থেকেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে। যখন নিজের দাদা, দলের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কোনও জবাব পাইনি, তখন আমি পরিস্থিতিটা বুঝেছি।'' দলের নেতা হরিশ রাওয়ের দিকে আঙুল তুলে কে কবিতা দাবি করেন যে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন। হরিশ রাওয়ের সঙ্গে অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস রাজাশেখর রেড্ডির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি করেন। বলেন, দিল্লি সফরের সময় রেবন্তের পা ধরেছিলেন হরিশ রাও। সেখান থেকেই ষড়যন্ত্রের বীজ রোপণ হয়েছিল। হরিশ রাওয়ের এত টাকা কোথা থেকে এসেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কে কবিতা। কালেশ্বরম প্রকল্পে দুর্নীতিতে সামিল তিনি, এই অভিযোগই করেন। এমনকী, এও বলেন যে সেই দুর্নীতির টাকা বিধায়কদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবহার করতেন বলে দাবি করেন কবিতা। দলের প্রবীণ নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগও করেন। নিজের বাবা ও দাদাকে হরিশ রাও ও সন্তোষের থেকে সতর্ক থাকতে বলেন প্রকাশ্যে। বলেন যে এরা তাদের ক্ষতি করতে চায়। এদের সরিয়ে দিলেই একমাত্র দল টিকে থাকতে পারবে। প্রসঙ্গত, আবগারি দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছিল কেসিআর কন্যার। একাধিকবার ইডি, সিবিআই তলবের পর তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল।

অসমের মতো সব রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প, নয়া আইনে ভারতে বসবাসকারী বিদেশিদের উপর কঠোর হল শর্ত

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ ডিটেনশন ক্যাম্প বা আটক শিবির এতদিন অসমেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে রাজ্যে বিদেশি বলে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। অভিবাসী ও বিদেশি বিষয়ক নয়া আইনে সব রাজ্য সরকারকেই ডিটেনশন ক্যাম্প চালু করতে বলা হয়েছে। সোমবার রাত থেকে সারা দেশে চালু হওয়া ওই আইনে বলা হয়েছে প্রাথমিক তদন্তে কোনও ব্যক্তি নিজেকে ভারতীয় প্রমাণে ব্যর্থ হলে বা নথিপত্র সন্দেহজনক মনে হলে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে পারে। এই সংক্রান্ত মামলাও আর সাধারণ আদালতের বিচারের এক্তিয়ারে থাকছে না। অসমের মতো সন্দেহজনক বিদেশিদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কাছে পেশ করা হবে। প্রশাসনের তরফে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন জেলাশাসকেরা। প্রাথমিক তদন্ত তদারকের ভার জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে সদ্য চালু হওয়া আইনে। দু'দিন আগে আইনটি সারা দেশে কার্যকর করেছে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নয়া আইনটি এমন সময় চালু করা হল যখন দেশ জুড়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। অসম বাদে বাকি রাজ্যগুলিতে ডিটেনশন ক্যাম্প না থাকায় ধৃতদের পুশ ব্যাক বা ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিএসএফ-বিজিপি বৈঠকে বাংলাদেশের তরফে এই ব্যাপারে আপত্তি করা হয়। নয়া আইনে বিদেশি নাগরিকদের জন্য বেশ কিছু অতিরিক্ত শর্ত চাপানো হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কর্মসূত্রে ভারতে আসা বিদেশি নাগরিকদের সরাসরি পেট্রোলিয়াম-সহ যাবতীয় জ্বালানি ক্ষেত্র, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে যুক্ত করা যাবে না। এই সব ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিশেষ অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলত করা হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য। বলা হয়েছে, ভারতের কোনও পর্বতের চূড়ায় বিদেশি নাগরিকেরা সরাসরি যেতে পারবেন না। এই ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। খুন, ধর্ষণ-সব গুরুতর অপরাধে যুক্ত কোনও বিদেশি নাগরিককে ভারতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না। ভারতে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে ওই জাতীয় অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগ থাকলেও তাদের এ দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। নতুন আইনের বিধান অনুযায়ী একমাত্র নেপাল ও ভুটানের নাগরিকেরা নিজের দেশের পাসপোর্ট দেখিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন। তাদের ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে ওই দুই দেশের নাগরিক চিন, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাদের সর্বদা নিজেদের দেশ থেকে ভারতে আসতে হবে।

নিয়োগ দুর্নীতির একটি মামলায় জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়! পুজোর আগে জেলমুক্তি কি হবে

নয়াদির্ল্লি, ৩ সেপ্টেমম্বরঃ নবম দশম নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালত থেকে জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, ৭ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে নিম্ন আদালত। যদিও সিবিআই-এরই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর জামিন মামলা বিচারাধীন রয়েছে। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে পার্থর মতোই স্বস্তি মিলেছে ইমাম মোমিন, পঙ্কজ বনসল, নীলাদ্রি দাস, আব্দুল খালেক, পর্ণা বসু, সমরজিৎ আচার্য, দিলীপ ভৌমিক, রোহিত ঝা, সুবীর ঘোষ, জুঁই দাস এবং সৌমিত্র ঘোষদের। তবে জামিনের আর্জি খারিজ হয়েছে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোক সাহার। এই মামলায় জামিন পাওয়ার পাশাপাশি আগে ইডির প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় জামিন পেয়েছেন পার্থ। কিন্তু এভাবে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-সহ একাধিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম থাকায় জামিন হয়ে জেলমুক্তি হচ্ছে না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। আর এই বিষয়টি নিয়েই তাঁর আইনজীবী ক্ষুব্ধ। তাঁর যুক্তি, একই মামলায় অভিযুক্ত অন্যান্য একাধিকজন ইতিমধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। শুধু তাঁর

মক্কেলকেই ছাড়া হচ্ছে না। আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৯ জুন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলা রুজু হয়। এরপর ২৪ জুন ইডি তাঁকে হেফাজতে নেয়। একাধিক মামলায় পার্থ জামিন পেলেও পিএমএলএ মামলায় এখনও মুক্তি মেলেনি। অভিযোগ, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর গ্রেফতারের পর থেকে কেবল ১৫ অক্টোবর ছাড়া আর কোনওদিনই তাঁকে হেফাজতে জেরা করা হয়নি। অথচ ওই মামলায় ইতিমধ্যেই ১২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১১ জন জামিনে মুক্ত। পার্থের আইনজীবীর অভিযোগ, তাঁর মক্কেলকে 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' বলে চিহ্নিত করে জামিন আটকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলেছে - আইনের চোখে সবাই সমান। আইনজীবীর যুক্তি, যদি অন্যরা জামিন পান, তবে একই শর্তে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও জামিন দেওয়া উচিত। তাঁর আরও বক্তব্য, ইডির মামলা আসলে একটিমাত্র নথিকে কেন্দ্র করে, যেটি নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হচ্ছে। অথচ এতদিনে সেই মামলায় তদন্তের অগ্রগতি নেই। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''আমাকে যদি গ্রেফতার করা হয়, তবে জিজ্ঞাসাবাদও করতে হবে। শুধু হেফাজতে রেখে দেওয়া মানে ইচ্ছে করে শাস্তি দেওয়া।'' এই আবহে নবম দশম দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন পাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ।

মেয়েকে অঙ্কিতাকে নিয়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলেন তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী ও তাঁর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী। একইসঙ্গে গ্রুপ সি মামলায় আত্মসমর্পণ করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব সুকান্ত আচার্য। আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলেন এসএসসির কর্তা সমরজি আচার্য ও পর্ণা বসু। জামিন চেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এসপি সিনহা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, প্রসন্ন রায়, জীবন সাহা-সহ প্রত্যেকেই। এসএসসি গ্রুপ সি, নবম দশম ও একাদশ দ্বাদশ মিলিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির তিন মামলায় সম্প্রতি চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই মামলায় নাম থাকা ৭৫ জন অভিযুক্তকে সমন পাঠায় বিশেষ সিবিআই আদলত। বেশিরভাগ অভিযুক্তই আজ আদালতে হাজিরা দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বিচারকের কাছে জামিনের আবেদন করেন। তবে সিবিআইয়ের তরফ থেকে প্রত্যেকের জামিনের বিরোধিতা করা হয়। সিবিআইয়ের যুক্তি, প্রত্যেকটি মামলার চরিত্র আলাদা। তবে এই দুর্নীতি সমাজে বড়সড় প্রভাব ফেলেছে। তাই অভিযুক্তদের জামিনে আপত্তি রয়েছে। তবে সবপক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশ দেয়নি আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদলত। অর্ডার রিজার্ভ রাখা হয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এই মামলায় দ্রুত বিচার শুরু করতে হবে। প্রত্যেকের হাজিরা সম্পূর্ণ হলে এই মামলায় চার্জ গঠনের দিন ধার্য্য করবে আদালত। তারপর শুরু হবে বিচার। অন্যদিকে ওএমআর শিট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা নাইসার দুই ডাইরেক্টর হাজিরা দেন আজ।

নতিস্বীকার 'সবচেয়ে দক্ষ'দের! ছত্তীসগড়ে আত্মসমর্পণ ২০ মাওবাদীর, মাথার দাম ছিল মোট ৩৩ লক্ষ

ছত্তীসগড়, ৩ সেপ্টেম্বরঃ সরকারি আহ্বানে সা৷৷ দিয়ে ফের ছত্তীসগড়ের বস্তার ডিভিশনে মাওবাদীরা মূল স্রোতে ফিরল। বুধবার সুকমা জেলায় ২০ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন, যাদের মধ্যে ন'জন মহিলাও রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এদের ১১ জনের মাথার দাম ছিল ৩৩ লক্ষ টাকা। পুলিশ সুপার কিরণ চৌহান জানিয়েছেন, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র সশস্ত্র শাখা পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র ১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সদস্যরাও রয়েছেন। মাওবাদীদের মধ্যে এই বাহিনীটিই সবচেয়ে দক্ষ সামরিক শক্তি হিসেবে পরিচিত। আত্মসমর্পণকারীরা পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে জানিয়েছেন, তারা মাওবাদী মতাদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা, নিরীহ উপজাতিদের ওপর নিজেদের বাহিনীর অত্যাচার এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে বাড়তে থাকা মতবিরোধের কারণে হতাশ। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের 'নিয়াদ নেল্লানার' (তোমার ভাল গ্রাম) প্রকল্পও তাদের আত্মসমর্পণে উৎসাহিত করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ করা।

সেই সঙ্গে সরকারের নতুন আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতিও তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে পিএলজিএ-র ১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সদস্য শর্মিলা ওরফে উইকা ভীমে (২৫) এবং পশ্চিম বস্তার ডিভিশনের সদস্য তাতি কোসি ওরফে পারমিলার (২০) মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা করে। আর এক মাওবাদী নেতা মুচাকি হিদমার (৫৪) মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া, চার জনের মাথার দাম ৪ লক্ষ টাকা করে এবং আরও চার জনের ১ লক্ষ টাকা করে। আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক মাওবাদীকে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সরকারি নীতি অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। পুলিশ সুপার কিরণ চৌহান মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে হিংসা ত্যাগ করে মূলস্রোতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, তারা নিরাপত্তা এবং একটি সম্মানজনক জীবন ফিরে পাবে। পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভর জীবনের ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশ সুপার আরও বলেন, ''অস্ত্র ছেড়ে সমাজের এবং পরিবারের সুখকে গ্রহণ করুন। আপনাদের এই পদক্ষেপ আগামী প্রজন্মের জন্য নতুন পথ তৈরি করবে।'' মাওবাদী কার্যকলাপ দমনে আলাদা করে জোরদার পদক্ষেপ নিয়েছে ছত্তীসগড় প্রশাসন। মাওবাদী নেতা-কর্মীদের মূল স্রোতে ফেরাতে রাজ্য পুলিশ 'নিয়া নার নিয়া পুলিশ' (আমাদের গ্রাম, আমাদের পুলিশ) নামক সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। পাশাপাশি, ২০২০ সাল থেকে চলছে 'লোন ভারাতু' পুনর্বাসন প্রকল্প। এই দুই কর্মসূচির পাশাপাশি লাগাতার যৌথবাহিনীর অভিযানে ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে হাজারের বেশি মাওবাদী। নিহত হয়েছে সংগঠনের বহু শীর্ষ নেতা-নেত্রী।

৩৬৬ মিটারের জন্য আটকে মেট্রো-রুট, চিংড়িহাটার জট কাটাতে এবার রাজ্যকে কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ মাত্র ৩৬৬ মিটারের জন্যই চালু করা যাচ্ছে না একটা আস্ত মেট্রো রুট। রাজ্যের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েও ফিরতে হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে। শুধু তাই নয়, আদালতে আবেদন জানানোর পরও কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। চিংড়িহাটার ওই অংশের কাজের জন্য এবার রাজ্যকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই ৩৬৬ মিটার জুড়ে গেলেই চালু হয়ে যাবে, কবি সুভাষ থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। সেই রুটের জট কাটাতে এবার উদ্যোগী হল আদালত। মেট্রো রেল, রাজ্য, আরভিএনএল, রাজ্য পুলিশ এবং কেএমডিএ-কে বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। কবে আলোচনায় বসা হবে, সে বিষয়েই বৃহস্পতিবারই জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'ডিভিশন বেঞ্চ বলে, জনস্বার্থের জন্য আলোচনায় বসুন।' শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে শনিবার সকাল ৭টা, শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সকাল এবং রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কাজ করা সম্ভব। এই ভাবে দু'সপ্তাহ কাজ করলেই সমস্যা মিটে যাবে বলে আদালতে জানাল। মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার কয়েকদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, চিংড়িহাটার মাত্র ৩৬৬ মিটার এবং নব দিগন্ত থেকে সিটি সেন্টার পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পের জন্য যে জমি প্রয়োজন ছিল, তা দেয়নি রাজ্য। বারবার এই জমি নিয়ে সওয়াল করেছে মেট্রো। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এই বিষয়ে সংসদে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

সেমিকন ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় দিন, বুধেও যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

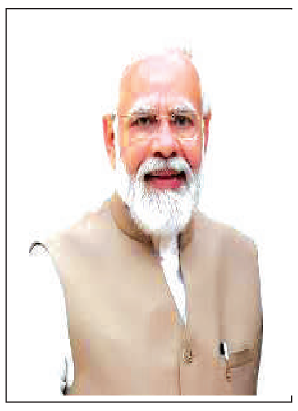

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন দিল্লির যশোভূমিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে, চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর দ্বিতীয় দিনেও অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী, তিনি বিভিন্ন পণ্য প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করেছেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও।মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর চতুর্থ সংস্করণের উদ্বোধন করেছেন। ভারতের বৃহত্তম সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স শো ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যশোভূমিতে অনুষ্ঠিত হবে। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এ ৩৩টি দেশ, ৫০-এর বেশি গ্লোবাল সিএক্সও, ৩৫০ জন প্রদর্শক এবং ৫০-এর বেশি দূরদর্শী গ্লোবাল বক্তা অংশ নেবেন।

করম পূজায় রাষ্ট্রপতি মুর্মুর শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সকল দেশবাসীকে 'করম পূজা'র আন্তরিক শুভেচ্ছা। এক্সবার্তায় লিখলেন ভারতের ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।রাষ্ট্রপতি বুধবার এই সঙ্গে লিখেছেন, ভাই-বোনের মধ্যে স্নেহ ও সম্প্রীতির প্রতীক, এই উসব আমাদের প্রকৃতি সংরক্ষণের বার্তাও দেয়। এই শুভ উপলক্ষে, আমি সকল দেশবাসীর জীবনে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করি।প্রসঙ্গত, করম পরব ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অসম, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং বাংলাদেশ ও নেপালে পালিত একটি ফসল কাটার উৎসব। এই উসবে করম দেবতার উপাসনা করা হয়। যিনি শক্তি, যুব ও যৌবনের দেবতা। করম পরব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিযা, ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার কুড়মি, ভূমিজ, রাজপুত, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত বা চাঁই, সরাক, লোহার, বাউরি, বীরহড়, বীরনিয়া, খেরওয়ার, হো, খেড়িয়া, শবর, কোড়া, মাহালি, পাহাড়িয়া, হাড়ি, বাগদি, বেদে, ঘাসি, লোধা ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আরণ্যক ও কৃষিভিত্তিক লোকউৎসব।

ঝেঁপে বৃষ্টি কলকাতায়, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই চলছে বৃষ্টিপাত

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ঝেঁপে বৃষ্টি নামল কলকাতায়! মহানগরীর পাশাপাশি বুধবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও। তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। আকাশে মেঘ জমে রয়েছে, সকাল থেকে আকাশের মুখভার। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি চলবে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।উত্তর

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

একাধিক রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণার আর্জি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি,৩সেপ্টেম্বরঃদেশের একাধিক রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেওয়ায় সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজের আর্জি জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস নেতার দাবি, এখনই যদি কেন্দ্র সরকার দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পঞ্জাব-সবকটি রাজ্যের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। তাই প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়েই বিপর্যস্ত মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যকরী পথ খুলে দেওয়া সম্ভব।রাহুল গান্ধী বুধবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন রেখেছেন যাতে বন্যাকবলিত রাজ্যগুলির জন্য অবিলম্বে বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ভয়াবহ সময়ে রাজনৈতিক মতভেদ গৌণ হয়ে যায়, সামনে থাকে শুধু মানুষের জীবন বাঁচানোর ল।াই। সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক। তাই সময় নষ্ট না করে যেন অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেই আবেদনই করেছেন রাহুল। বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অস্বাভাবিক বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী কয়েকদিন আরও প্রবল বর্ষণ হতে পারে। হিমাচল প্রদেশে পাহাড়ি ধস এবং আকস্মিক বন্যায় বহু গ্রাম কার্যত ভেসে গেছে। স।াক যোগাযোগ বিপর্যস্ত, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, এমনকি একাধিক জায়গায় পর্যটকরাও আটকে পড়েছেন। উত্তরাখণ্ডে পরিস্থিতি প্রায় একই রকম। গঙ্গা এবং তার উপনদীগুলি ফুলেফেঁপে উপচে প।ছে। নদীর চরম বাড়বাড়ন্তে ভাঙন এবং জলঢল একসঙ্গে মারাত্মক সমস্যা তৈরি করেছে। বহু গ্রামীণ এলাকায় ফসল ডুবে গেছে, বাড়িঘর ভেসে গেছে, গবাদি পশু মারা পড়েছে।পঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো সমতল অঞ্চলেও বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। পঞ্জাবের একাধিক জেলা, বিশেষত অমৃতসর, লুধিয়ানা, জালন্ধর প্রভৃতি জায়গায় হাজার হাজার একর জমির ধান ও গমের ক্ষেত জলের তলায় চলে গেছে। কৃষকেরা কার্যত পথে বসতে চলেছেন। অনেকেই বলছেন, এই ক্ষতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানো আগামী কয়েক বছরে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। হরিয়ানার পরিস্থিতিও অনুরূপ। রাজধানী চণ্ডীগড়ের চারপাশে বন্যা পরিস্থিতি তীব্র হয়ে ওঠায় শহরবাসীও আতঙ্কিত।জম্মু-কাশ্মীরেও প্রবল বৃষ্টির কারণে ঝরনা ও নদীগুলি হঠাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পাহাড়ি গ্রামগুলিতে ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে, বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ। সেনা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের দল দিনরাত চেষ্টা চালাচ্ছে উদ্ধারকাজে। কিন্তু আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হচ্ছে। রাহুলের সরব হওয়া ও রাজনৈতিক তাৎপর্যএই পরিস্থিতিতে বিরোধী শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ রাহুল গান্ধী সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, মানবিক বিপর্যয়ের সময় রাজনৈতিক ভেদাভেদকে সরিয়ে রাখতে হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের পাশে দাঁ।ানো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন অবিলম্বে বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে চলা উদ্ধারকাজ যেন আরও জোরদার করা হয়, সেই আবেদনও করেছেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাহুলের এই পদক্ষেপ আসলে একদিকে যেমন বিরোধী দলের দায়িত্বশীল ভূমিকার নিদর্শন, অন্যদিকে তা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর একরকম চাপ সৃষ্টি করার কৌশলও বটে। কারণ বন্যা কবলিত রাজ্যগুলির মধ্যে পঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। সেখানকার মানুষ যদি ক্ষতিপূরণ ও সাহায্যের দাবিতে কেন্দ্র সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর সময়মতো পদক্ষেপ না আসে, তবে তার রাজনৈতিক খেসারত বিজেপিকেই দিতে হতে পারে। মানুষের দু ঃখ-দুর্দশাযেখানে চোখ যায়, সেখানে শুধু জল আর জল। নদীর বাঁধ ভেঙে বহু গ্রাম গ্রাস করেছে বন্যার জল। কৃষকের ফসল তলিয়ে গেছে। গৃহস্থের ঘরে কাদামাটি জমে অচল অবস্থা। স্কুল, হাসপাতাল, বাজার-সব জায়গাই কার্যত বিপর্যস্ত। বহু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণ শিবিরে। শিশুরা পড়াশোনার বইখাতা হারিয়ে ফেলেছে, বয়স্করা ওষুধের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।পঞ্জাবের এক কৃষকের কথায়, ' ধানখেতই আমাদের সব। কিন্তু এখন সব শেষ হয়ে গেল। সরকার যদি সাহায্য না করে, তবে আমাদের সামনে ভিক্ষা ছা।া অন্য রাস্তা থাকবে না।'' অন্যদিকে হিমাচলের এক গ্রামবাসী বলেছেন, ' পাহাড়ে অভ্যস্ত হলেও এবার যা হল, তেমন আগে কখনও হয়নি। এক রাতের মধ্যে নদী গ্রাম ভাসিয়ে নিল।'' কেন্দ্র সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নএর আগেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির অভিযোগ, কেঃদ্র থেকে সাহায্য পেতে নানা জটিলতা তৈরি করা হয়। রাজনীতির এই অস্থির পরিবেশের মধ্যেই রাহুলের সরাসরি আবেদন নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি যে শুধু সমালোচনা করছেন না, বরং বাস্তবসম্মত সমাধান চাইছেন, তা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট। ভবিষ্য পথ কী?ভারতবর্ষে প্রায় প্রতিবছরই বর্ষাকালে কোনও না কোনও অংশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। কখনও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, কখনও গঙ্গার অববাহিকায়, আবার কখনও হিমালয়ের পাদদেশে। প্রশ্ন উঠছে, এতবার একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলেও কি সরকার যথেষ্ট দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিচ্ছে? শুধুমাত্র ত্রাণ দিয়ে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব? বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এখন সময় এসেছে একটি সর্বভারতীয় বন্যা প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ করার। যেখানে নদীর বাঁধ সংস্কার থেকে শুরু করে জলাধার তৈরি, পাহাড়ি অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ, নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ-সব দিককে গুরুত্ব দিতে হবে।রাহুল গান্ধীর এই আবেদন হয়তো তাৎক্ষণিক ত্রাণ ঘোষণার দাবি তুলেছে, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রশ্নও সামনে এসেছে। যদি সত্যিই কেঃদ্র সরকার এই সংকটকে গুরুত্ব দেয়, তবে শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, ভবিষ্যতের জন্য একটি সুদূরপ্রসারী নীতি গ্রহণ করা জরুরি। উপসংহার-একদিকে প্রবল বৃষ্টি আর বন্যা, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা-এর মাঝখানে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের জীবন-জীবিকা বিপর্যস্ত, ভবিষ্য অনিশ্চিত। তাই রাহুল গান্ধীর আবেদন আসলে কোটি কোটি মানুষের আকুতির প্রতিফলন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা কেবল কংগ্রেস বা বিরোধী দলের বক্তব্য নয়, বরং বন্যাকবলিত প্রতিটি পরিবারের কণ্ঠস্বর। এখন দেখার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কত দ্রুত এবং কীভাবে এই আর্জির জবাব দেন।

জম্মুতে প্রবল বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি ধস, চেনাবের তীব্র স্রোতে বিপর্যস্ত জনজীবন, বহু মানুষ এখনও আটকে

জম্মুঃজম্মুতে আকাশ ভেঙে পড়েছে বৃষ্টির জল। একের পর এক দিন টানা মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। পাহাড়ি এই অঞ্চলে বর্ষার প্রকোপে এক ভয়ঙ্কর চিত্র দেখা দিয়েছে বুধবার। দিনের শুরু থেকে চলা অবিরাম বৃষ্টির দাপটে জম্মুর বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পাহাড়ি ঢাল ভেঙে ধসে যাচ্ছে মাটির ঘরবাড়ি, ভেঙে ড়ছে পাকাবাড়িও। ঠিক এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা-একটি বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ে প্রাণ গেল মা-মেয়ের। মৃত্যু সংবাদ ঘিরে এলাকায় নেমে এল গভীর শোকের ছায়া।প্রশাসন সূত্রে খবর, বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। একটি গ্রামে বাড়ি ভেঙে চাপা পড়েন এক মহিলা ও তাঁর কন্যা। স্থানীয় মানুষ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু ভারী ধ্বংসস্তূপ সরানোর আগেই মৃত্যু ঘটে দু'জনের। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিল, পাহাড়ি অঞ্চলে টানা বর্ষণের কী ভয়াবহ প্রভাব প।তে পারে। শুধু জমি ধস বা রাস্তা বন্ধ নয়, সরাসরি মানুষের জীবনও চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দিনে আরও তীব্র বর্ষণআবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, জম্মু-কাশ্মীরে সেপ্টেম্বরের শুরুতে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সেই সতর্কবার্তা বাস্তব হয়ে দাঁড়াল গত দুই দিনে। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছিল প্রবল বর্ষণ, তার প্রভাবেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে গিয়েছিল। বুধবার আরও বেড়ে যায় পরিস্থিতির ভয়াবহতা। সকাল থেকে ঝেঁপে বৃষ্টি চলায় গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। অফিস, স্কুল, বাজার-সব ক্ষেত্রেই অচল অবস্থা তৈরি হয়।অন্যদিকে অবিরাম বৃষ্টির প্রভাবে জম্মুর পাহাড়ি নদীগুলি তীব্র স্রোতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। বিশেষ করে চেনাব নদীর জল হঠাই মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়ে প্লাবনের রূপ নেয়। আখনুর অঞ্চলে নদীর জল উপচে পড়ে আশপাশের গ্রাম প্লাবিত হয়। জিয়া পোটা ঘাট সম্পূর্ণভাবে ডুবে যায়। এর ফলে ঘাট সংলগ্ন প্রাচীন মন্দিরগুলিও আংশিকভাবে জলের নিচে চলে যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে পুজো ও দর্শন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে সাধারণ মানুষ-বৃষ্টির প্রকোপে সাধারণ মানুষের অবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব শত্রুঃতাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

বিশেষপ্রতিবেদনঃপৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাল্টাচ্ছে না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য-তিনটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাস্তবতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রে আনতে পারিনি।তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাঁসফাঁস করছে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুবিহীন ঘর, পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যাচারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দু ঃস্বপ্ন।শিশুদের দেহতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দু ঃখজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিঘাত সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পড়ে না। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, ঠান্ডা পানি বা বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা খোলা টিনের চালের নিচে বসে, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুয়ারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ' সংকট'-যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সংকট রোধে নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, স্কুল পরিকাঠামোকে জলবায়ু-সহনশীল করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। ছায়াযুক্ত ভবন, ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তৃতীয়ত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজনে ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে ' হিট আইল্যান্ড' প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গাছপালা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়-এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্য জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এই শিক্ষার ভিত যদি ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুসাহী শিশুদের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের এখনই এই সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাপপ্রবাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা শুধু এক প্রকার প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার নৈতিক দায়িত্বও-যা আমাদের মানবিকতাকে আজ এবং আগামীতে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাবে।এই তাপপ্রবাহে পুড়ে পুড়ে বড় হওয়া প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা কি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিসংখ্যান জোগাড় করব? না কি তারা যেন নিজেদের শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে ও শান্তভাবে শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থাও এখন থেকেই শুরু করব?তবে দেরি করলে তার মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যকে। আর ভবিষ্য মানে-এই ছোট্ট, ঘেমে ওঠা, ক্লান্ত কিন্তু জানার আগ্রহে ভরপুর মুখগুলো। যারা আজ স্কুলে বসে তপ্ত বাতাসে পড়ছে ' সোনার বাংলা', তাদের সুরক্ষাই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টে ঐতিহাসিক সাফল্য, দিল্লিতে জওয়ানদের সম্মান জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লিঃদেশের নিরাপত্তা ইতিহাসে আরেকটি গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত হল। ছত্তিশগড়ের দুর্গম অরণ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সফলভাবে সম্পন্ন হল ' ব্ল্যাক ফরেস্ট'। সিআরপিএফ, ডিআরজি, কোবরা কমান্ডো এবং ছত্তিশগড় পুলিশের অসামান্য সাহসিকতা ও কৌশলগত দক্ষতার ফলে এই অভিযান সফলভাবে সমাপ্ত হয়। সেই সাফল্যের স্বীকৃতি দিতেই বুধবার দিল্লিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষা করে তাঁদের বীরত্বকে সম্মান জানান তিনি।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এবং উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা। তাঁদের উপস্থিতি শুধু প্রশাসনিক নয়, প্রতীকী দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ছত্তিশগ। দীর্ঘদিন ধরেই মাওবাদী সমস্যায় আক্রান্ত। সেই রাজ্যে মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কারেগুত্তালু পাহাড়ে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। সাফল্যের ফলে শুধু একটিমাত্র অভিযান শেষ হয়নি, বরং মাওবাদবিরোধী লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃঢ় বার্তা পৌঁছে গেছে। অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টের পটভূমিকারেগুত্তালু পাহাড় ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের অন্তর্গত। ঘন জঙ্গল, দুর্গম পাহাড়ি পথ আর সীমিত যোগাযোগের কারণে এই এলাকা বহু বছর ধরেই মাওবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিচিত। একাধিকবার প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী এই এলাকায় অভিযান চালালেও টানা সাফল্য পাওয়া কঠিন ছিল। মাওবাদীরা এখানে আধিপত্য কায়েম করে রেখে স্থানীয় গ্রামবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করত।কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ পরিকল্পনায় তাই বিশেষ অভিযান শুরু হয়। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় ' ব্ল্যাক ফরেস্ট'। নামের মধ্যেই যেমন রহস্য, তেমনই প্রতিফলিত হয়েছে এর ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা প্রস্তুতির পর নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য হাতে পেয়েই অভিযান শুরু করে সিআরপিএফ, ডিআরজি ও কোবরা বাহিনী।অভিযান চলাকালীন পাহাড়ি এলাকায় লুকিয়ে থাকা মাওবাদীদের সঙ্গে তীব্র গোলাগুলি চলে। জঙ্গিদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও নিরাপত্তা বাহিনী কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আধুনিক সরঞ্জামের সাহায্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযানে বহু মাওবাদী ঘাঁটি ধ্বংস হয়, অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করা হয় এবং বেশ কিছু জঙ্গিকে আটক করা হয়। জওয়ানদের বীরত্ব' ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর মূল শক্তি ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করে কয়েকদিন ধরে অবস্থান করা সহজ কাজ নয়। প্রতিটি মুহূর্তে ছিল প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা। বৃষ্টিভেজা জঙ্গল, পিচ্ছিল পাহাড়ি পথ, চারদিক অন্ধকার আর মাওবাদীদের ফাঁদ-এসব সত্ত্বেও জওয়ানরা অটল সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেছেন।সিআরপিএফ ও কোবরা বাহিনীর সদস্যরা আগেও বহু অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছেন, কিন্তু ব্ল্যাক ফরেস্ট ছিল একেবারেই আলাদা চ্যালেঞ্জ। কারণ এখানে শুধু জঙ্গিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ নয়, তাদের দীর্ঘদিনের প্রভাব ভাঙা ছিল প্রধান লক্ষ্য। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ভরসা তৈরি করাও ছিল সমান জরুরি। তাই অভিযানের পরে দ্রুত পুনর্বাসন ও ত্রাণ কার্যক্রমও শুরু করা হয়। অমিত শাহের বক্তব্যদিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জওয়ানদের সম্মান জানিয়ে আবেগঘন বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ' ব্ল্যাক ফরেস্ট প্রমাণ করেছে, আমাদের জওয়ানদের সাহস ও আত্মত্যাগ দেশের গর্ব। ছত্তিশগড়ের দুর্গম পাহাড়ে যেভাবে আপনারা অভিযান পরিচালনা করেছেন, তা সত্যিই ঐতিহাসিক। দেশের ১৪০ কোটির মানুষ আজ আপনাদের জন্য গর্বিত।''অমিত শাহ আরও বলেন, ' শুধু একটি সশস্ত্র আন্দোলন নয়, এটি আসলে দেশের উন্নয়ন ও ঐক্যের বিরুদ্ধে ষ।যন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, খুব শীঘ্রই মাওবাদকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে।''তিনি জওয়ানদের উদ্দেশে বলেন, ' ত্যাগ বৃথা যাবে না। সরকার প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাদের পাশে আছে। দেশের প্রতিটি নাগরিক আজ আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।'' রাজনৈতিক তাৎপর্যঅপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টের সাফল্যকে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন নিরাপত্তার দিক থেকে বড় জয় হিসেবে দেখছে, তেমনই এর রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তৃত। বহু বছর ধরে মাওবাদ সমস্যায় জর্জরিত ছত্তিশগড়ের মানুষ এই অভিযানের সাফল্যে নতুন আশার আলো দেখছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই অনুষ্ঠানে বলেন, ' সাফল্য শুধু প্রশাসনের নয়, ছত্তিশগড়ের প্রতিটি মানুষের। এখন থেকে জঙ্গলও ভয়ের প্রতীক থাকবে না, বরং শান্তি ও উন্নয়নের পথে এগোবে।'' নিরাপত্তা নীতির দিকনির্দেশঅপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টের মাধ্যমে আবারও প্রমাণ হল, মাওবাদবিরোধী লড়াই কেবল সেনা অভিযানেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রয়োজন উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়। তাই কেন্দ্র সরকার একদিকে যেমন নিরাপত্তা জোরদার করছে, অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও এগিয়ে নিচ্ছে।অভিযানের সাফল্য শুধু একটি যুদ্ধজয়ের প্রতীক নয়, এটি আসলে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের সূচনা। কারণ যেকোনও সশস্ত্র আন্দোলনকে শেষ করার জন্য প্রথমে মানুষের মনে আস্থা তৈরি করতে হয়। স্থানীয় মানুষ যদি বুঝতে পারেন যে সরকার তাঁদের পাশে আছে, তবে জঙ্গিদের প্রভাব কমতে বাধ্য। উপসংহার' ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর মাধ্যমে ছত্তিশগড়ের কারেগুত্তালু পাহাড়ে এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। জওয়ানদের সাহসিকতা, আত্মত্যাগ এবং কৌশলগত সাফল্যকে সসম্মানে স্মরণ করল দিল্লি। অমিত শাহের হাত থেকে সম্মান গ্রহণ শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং দেশের নিরাপত্তা ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা।এখন দেখার, এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কীভাবে মাওবাদী সমস্যার চূড়ান্ত অবসান ঘটে এবং দেশের শান্তি ও উন্নয়ন আরও সুদৃঢ় পথে এগোয়।

ফের জন শুনানি শুরু করলেন রেখা গুপ্তা, কড়া নিরাপত্তারও ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফের জন শুনানি শুরু করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। বুধবার কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জন শুনানির দায়িত্ব পালন শুরু করেন। শোনেন মানুষের অভাব ও অভিযোগের কথা।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বুধবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁর ক্যাম্প অফিসে জন শুনানির দায়িত্ব পালন শুরু করেন। কয়েকদিন আগে জন শুনানি অনুষ্ঠানের সময় এক ব্যক্তির মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলা চালায়। তারপর জন শুনানি বন্ধ ছিল, অবশেষে হামলার দুই সপ্তাহ পর ফের এই দায়িত্ব পালন শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।

ফের ইডির অভিযান, হিন্দমোটরে এক বেসরকারি কর্মীর ফ্ল্যাটে হানা

হুগলি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বুধবার হিন্দমোটর এলাকায় হানা দিল ইডির হানা। দেবাইপুকুরের এমিনেন্ট কমপ্লেক্সের সি ব্লকের প্রথম তলায় একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা।স্থানীয় সূত্রে খবর, তিনটি গাড়িতে পাঁচ জন ইডি আধিকারিক এবং ছ'জন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী এসে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেন। ওই ফ্ল্যাটে থাকেন বিকাশ লাচিয়া নামে এক ব্যক্তি। জানা গেছে, তিনি মূলত ঝাড়খণ্ডের জামতারার বাসিন্দা।

রাশিফল

মেষঃযেকোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য আজকের দিনটি শুভ। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে অর্থ লাভ ঘটতে পারে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

বৃষঃ আজ স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে বৃষ রাশির জাতকদের। কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ববোধ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রবীণ আত্মীয়ের স্বাস্থ্যহানির সংবাদ পেতে পারেন।

মিথুনঃ বড় বিনিযগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। আর্থিক বিষয়ে কিছুটা সতর্ক থাকুন। নিজের শারীরিক সুস্থতার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটান। কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।।

কর্কট রাশি ঃনিখাদ বন্ধুত্বের স্বাদ উপভোগ করবেন কর্কট রাশির জাতকরা। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। ব্যবসায় সঠিক পদক্ষেপ করলে মুনাফা বাড়বে।

সিংহঃ মুক্তির স্বাদ নিন। পুরনো আইনি সমস্যা থেকে আজ অব্যাহতি পাবেন। নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি চমকার। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সন্তানের জন্য উদ্বেগ হবে

কন্যা ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে।

তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।

বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ

ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।

মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।

কুম্ভঃ সামাজিক মর্যাদা ফিরে পাবেন। ব্যবসায় ভালো লাভ পাবেন। সন্তানের জন্য গৃহে সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে। সর্দি-কাশিতে ভোগার সম্ভাবনা। প্রেমে বাধা অবধারিত। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক খারাপের দিকে যাবে।

মীনঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পদ এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। সোজাসাপটা কথা বললে সমস্যার সমাধান হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুপরামর্শ পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে পারেন।

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে বৃহঃবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বহড়ুর বিডিও অফিস থেকে জয়নগর এক নম্বর ব্লকের অধীন ১২ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬ টি পঞ্চায়েতের আম গাছের চারা, সবেদা গাছের চারা ও পাতি লেবু গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।এদিন এই বিতরণে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারী সভাপতি সুহানা পারভিন বৈদ্য, জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলী মোল্লা, কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক, শিশু নারী উন্নয়ন ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পাপিয়া মন্ডল সহ আরো অনেকে।এদিন এ ব্যাপারে

জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস বলেন, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আম গাছের,পাতিলেবু গাছের ও সবেদা গাছের চারা ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রথম দফায় ৬টি পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হলো। আগামীকাল আরো বাকি ছয়টি পঞ্চায়েতের হাতে বাকি গাছগুলি তুলে দেওয়া হবে। এবং গাছগুলি পঞ্চায়েত থেকেই এলাকার মানুষের হাতে বিতরণ করা হবে।এদিন রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েত, উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েত, দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত, জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতে খাকুরদহ পঞ্চায়েতে ও ধোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মোট ৩৬ হাজার গাছের চারা দুদিনে তুলে দেওয়া হচ্ছে ১২ টি পঞ্চায়েতের হাতে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে মাইক বাজানোর প্রবণতা নিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পরীক্ষা চলাকালীন স্কুল বা পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে মাইক বাজানোর প্রবণতা নিয়ে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিধানসভার অধিবেশনে আজ তিনি জানান, মাইক ব্যবহারের ফলে পরীক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । এরকম অভিযোগ তাঁর কাছেও এসেছে। বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন,বছরে মাত্র কয়েকটি বিশেষ উৎসবে সীমিত সময়ের জন্য মাইক ও আতশবাজি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। দীপাবলীতে রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত, ছটপুজোয় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত এবং বড়দিনে রাত ১১টা ৫৫ থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই ছাড় প্রযোজ্য। এই সময়সীমার বাইরে নিয়ম ভঙ্গ হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পরিবেশে দূষণ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সংবিধানে পরিবেশ আলাদা কোনও তালিকাভুক্ত বিষয় নয়। অর্থাৎ এটি না কেন্দ্রের এক্তিয়ারে, না রাজ্যের। তবুও দপ্তর এ নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে নাগরিকেরা সরাসরি জানাতে পারেন দপ্তরের টোল ফ্রি নম্বরে। সেই নম্বর হল ১৮০০৩৪৫৩৩৯০।

হুগলির হাটপুকুরে রহস্যজনক খুনের ঘটনায় আটক মৃতের স্ত্রী

বনস্পতি দে, চণ্ডীতলা,৩সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশের অনুমান, টুম্পার হয়ত কোনও বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক ছিল। আর সেই কারণেই খুন হতে হয়েছে পেশায় রাজমিস্ত্রি শ্রীমন্ত কোড়াকে। হুগলির চণ্ডীতলার হাটপুকুরে রহস্যজনক খুনের ঘটনায় আটক মৃতের স্ত্রী টুম্পা ক্ষেত্রপাল। পুলিশ সূত্রে খবর, গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে। উল্লেখ্য, রবিবার রাতে চণ্ডীতলার হাটপুকুর এলাকায় আটটা নাগাদ রক্তাক্ত একটি স্কুটি দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি রাস্তায় পড়েছিল চাপ চাপ রক্ত। এই দৃশ্য দেখার পরই তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন এলাকাবাসী। রাত এগারোটা নাগাদ রক্তাক্ত ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত স্কুটি ছাড়াও, অ্যাসিডের ভাঙা বোতল, রক্তমাখা চটি এবং হেডফোন উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই ঘটনার তদন্তে নেমে মৃতের স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের স্ত্রী টুম্পার সঙ্গে অন্য পুরুষের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন ধরে। যদিও, সেই প্রেমিকের খোঁজ এখনও মেলেনি। এই খুনের ঘটনার পিছনে মৃতের অভিযুক্ত প্রেমিকের ভূমিকা আদৌ ছিল কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বস্তুত, মৃত শ্রীমন্ত কোড়ার বাড়ি পাণ্ডুয়ার চাঁদপুর এলাকায়। পান্ডুয়ারই টুম্পা ক্ষেত্রপালকে বিবাহ করে গত তিন বছর ধরে চণ্ডীতলার কুমির মোরার কাছে ঘড় ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন শ্রীমন্ত। জানা গিয়েছে, শ্রীমন্ত আর টুম্পা দু'জনেরই এটা দ্বিতীয় বিবাহ ছিল। দুজনেরই আগের পক্ষের দুটি করে সন্তান রয়েছে।

বেণী মাধব দাসকে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

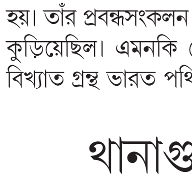

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রাজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিত, শিক্ষক এবং মহান দেশপ্রেমিক বেণী মাধব দাস মহাশয়ের প্রয়াণ দিবসে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য ও প্রণাম। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি লিখেছেন, শরচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের শিক্ষাগুরু ছিলেন তিনি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষকতায় নিবেদিতপ্রাণ বেণী মাধব দাস ছিলেন এক অনন্য আদর্শ শিক্ষক। দর্শনের পাশাপাশি অর্থনীতি ও ইতিহাসে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাকিনাডা (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ) অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া থেইস্টিক কনফারেন্স-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণ পরবর্তীকালে Modern Theistic Movement in India শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধসংকলন Pilgrimage through Prayers সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এমনকি নেতাজি সুভাষচন্দ্রও তাঁর উল্লেখ করেছেন নিজের বিখ্যাত গ্রন্থ ভারত পথিক-এ।

থানাগুলির নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের থানাগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে আধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়টি কমিশনারেটের ৫০টি থানায় নতুন ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি থানায় ২০টি উন্নতমানের ক্যামেরা বসানো হবে। নতুন ক্যামেরাগুলিতে নাইট ভিশন, স্পষ্ট অডিও এবং ৩৬৫ দিনের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি থাকবে। বর্তমানে প্রতিটি থানায় গড়ে ছয়টি ক্যামেরা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি থানায় কুড়িটি ক্যামেরা থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের সমস্ত থানায় নতুন ক্যামেরা বসাতে খরচ পড়বে একশো কোটির বেশি। প্রাথমিকভাবে কলকাতা সংলগ্ন কমিশনারেটগুলো বাছাই করা হয়েছে।এই প্রকল্পের জন্য খরচ ধরা হয়েছে সাত কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ রয়েছে পাঁচ কোটি টাকা, বাকি ব্যয ভার রাজ্য সরকার বহন করবে।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে গ্রামের মানুষের সমস্যা শুনলেন জয়েন্ট বিডিও

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে মঙ্গলবার গ্রামের মানুষের সমস্যা শুনলেন জয়েন্ট বিডিও,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়নগরের হরিনারায়ণপুরে। ২রা আগষ্ট থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'কর্মসূচি। ২০২৬-এর ভোটের আগে মমতার মাস্টারস্ট্রোক গ্রামের ছোট সমস্যার সমাধানে এবার নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে,২০২৬সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামীণ এলাকার মানুষের সঙ্গে আর ও নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তুলতেই এই ধরনের জনমুখী প্রকল্পের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। তবে সরকারি সূত্রের দাবি, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, পাড়ায় পাড়ায় প্রশাসনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং সরাসরি মানুষের সমস্যার মাটিতে দাঁড়িয়ে তার সমাধান করা। দুয়ারে সরকারের পরে এবার 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে নয়া আন্দোলনের ঘোষণার পরদিনই নবান্নে নয়া সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা করে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।প্রতিটি নির্বাচনের আগেই কোনও না কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও দিদিকে বলো, কখনও দুয়রে সরকারের আওতায় নিয়ে আসাই সরকারের লক্ষ্য।ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে রাজ্যের সমস্ত বুথের মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাইছেন মমতা। অতীতের তিন বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামবাংলা থেকে ভরপুর ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে এই পদক্ষেপ মমতার ' বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।কারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক দিকে যেমন স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব, অন্য দিকে রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রকল্পের কথা সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে গিয়ে জনসংযোগ

করতে পারবে। যার ফল দেখা যেতে পারে ভোটবাক্সে।আর এই কর্মসূচিতে মঙ্গলবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচঃদ্রপুর এফ পি স্কুলে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ও দুয়ারে ক্যাম্প হয়ে গেল। হরিনারায়ণপুর অঞ্চলের ২৫,২৬ ও ২৯ নম্বর বুথের মানুষদের সমস্যার সমাধানের অভিযোগ গ্রহন করা হয় এদিন।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের জয়েঃট বিডিও নিমাই বিশ্বাস, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত্ সমিতির বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলী মোল্লা, হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সুজাউদ্দিন সেখ,মাতিন হালদার সহ আরো অনেকে।এদিন এই শিবিরে গ্রামের মানুষের সমস্যা মন দিয়ে শোনেন জয়েন্ট বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।এবং সমস্ত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় সমাধানের উদ্দেশে।এদিন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের শ্রীপুর পঞ্চায়েতের উওরপাড়া নিজ এলাকায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস,জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত্ সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ভূমির কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলী মোল্লা, শ্রীপুর অঞ্চলের বাবু গাজী সহ আরো অনেকে।

রাস্তা ও নিকাশির সমস্যা সমাধানের দাবিতে হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় কংগ্রেসের অবরোধ

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ নবী দিবস ও দুর্গাপূজার আগে

বেহাল রাস্তা ও নিকাশির সমস্যা সমাধানের দাবিতে হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় কংগ্রেসের অবরোধ। প্রশাসনের আশ্বাসে পরে ওঠে অবরোধ। হাওড়া পুরসভার ২০নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত টিকিয়াপাড়া ও সংলগ্ন বাইপাস এলাকায় রাস্তাঘাটের বেহাল দশা নিয়ে এবার পথে নামলো কংগ্রেস। তাদের আরও অভিযোগ, এলাকায় জমে রয়েছে জল। অনেকের ঘরের ভিতরেও জল ঢুকছে। হাওড়া পুরসভাকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার কংগ্রেসের তরফ থেকে বাইপাসে পথ অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। অবরোধ তুলতে পুলিশ আসে। প্রশাসনের আশ্বাসে পরে অবরোধ উঠলেও আন্দোলনকারীরা জানান, যত দ্রুত সম্ভব রাস্তা সারাই এবং নিকাশি ব্যবস্থার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে মেহমুদ শাহ বলেন, আমরা গত এক মাস ধরে চিঠি দিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে আমাদের সমস্যার কথা জানাচ্ছি। সামনেই নবী দিবস এবং দুর্গাপুজোর মতো বড় উসব। কিন্তু এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমাদের দাবি, রাস্তাঘাট যেভাবেই হোক ঠিক করে দিতে হবে। যখনই আমরা যাচ্ছি তখনই রাস্তা ঠিক করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। ৫ সেপ্টেম্বর নবী দিবস। হাতে আর মাত্র দুটো দিন। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আমাদের ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস অবরোধ করতে হলো। এরপরে হাওড়া থানার আধিকারিকের উদ্যোগে চেয়ারম্যানের সাথে কথা হয়। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এদিন রাত্রি থেকেই অস্থায়ীভাবে রাস্তা সংস্কার করা হবে।

কলকাতায় ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভাঙার প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতায় ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভাঙার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সারা বাংলা জুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল, হাওড়া জগবল্লভপুর ব্লকেও মিছিল। সোমবার কলকাতায় ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভাঙার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ হাওড়ায় ডোমজুড়ের ফোকর দোকান থেকে ডোমজুড় থানা পর্যন্ত প্রায এক কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তায় এক প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান প্রায় কয়েকশো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। সোমবার কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির সামনে তৃণমূলের ধর্ণা মঞ্চ সেনার পক্ষ থেকে খুলে দেওয়ার প্রতিবাদেই এদিন রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি হাওড়াতেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল হয়। মঙ্গলবারের ওই প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন জগবল্লভপুর ব্লকের সভাপতি সুবীর চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, যেভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এবং বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া

হচ্ছে তার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে। তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, 'গতকাল (সোমবার) সেনাবাহিনী আমাদের দলকে না জানিয়ে শুধুমাত্র বিজেপির কথায় আমাদের ধর্না মঞ্চকে যেভাবে তুলে দিয়েছে তারই প্রতিবাদে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা বাংলা জুড়ে আজ মঙ্গলবার প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনে আমরা জগবল্লভপুরে মিছিল করছি। জগবল্লভপুরে বিজেপি বলে কিছু নেই। ওরা হাওয়ায় বাতাসে থাকে। আমরা ২০২৬-এ জগবল্লভপুর এর মাটিতে তৃণমূল প্রার্থীকে ৪০ হাজারের বেশি ভোটে জেতানো হবে। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

আন্দোলনের মঞ্চ খোলার বিরুদ্ধে নববারাকপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরাট প্রতিবাদী মিছিল ও সভা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপির ভাষা সন্ত্রাস ও বাংলা ভাষীদের উপর হেনস্থার প্রতিবাদে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ভাষা আন্দোলন করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন সংগঠন। ভাষা আন্দোলন রুখতে সেনা নামাল বিজেপি । ভাষা আন্দোলন ভাঙতে নোংরা রাজনীতি করল বিজেপি। সেনা বাহিনী দিয়ে বাংলার আওয়াজ বন্ধ করা যাবে না। ১২ ঘন্টার নির্দেশে মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঝড় তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নববারাকপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সেনাকে ব্যবহার করে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খোলার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন প্রতিবাদী মিছিল ও সভায়। পুরপ্রধান প্রবীর সাহার

নেতৃত্বে নববারাকপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয় এদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের প্রতিবাদ মিছিলে। পুরপ্রধান থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে গর্জে ওঠেন বলেন ভোট চোর মোদী চোর। গলি গলি মে শোর হ্যায় মোদি সরকার চোর হ্যায়। পুরপ্রধান বলেন লড়াই এর ময়দানে এক ইঞ্চি ও জমি ছাড়া যাবে না। প্রতি শনিবার ও রবিবার লাগাতার প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হবে বাংলা ভাষা বাঙালির প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের প্রতিবাদে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের তীব্র ধিক্কার জানান নেতৃত্বরা । সকলকে আরো সংঘবদ্ধ হতে হবে। প্রতিবাদী মিছিল ও সভায় হাজির ছিলেন উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি, ছাত্র যুব মহিলা শ্রমিক, পুরকর্মী থেকে ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষও।

চালু উৎসব বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৮৫০৮ / ০৮৫০৭ বিশাখাপত্তনম-শালিমার-বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ০৮৫০৮ বিশাখাপত্তনম-শালিমার স্পেশাল ট্রেনটি ০৯.০৯.২০২৫ থেকে ২১.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার বিশাখাপত্তনম থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৩.০০ টায় শালিমারে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৫০৭ শালিমার-বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ট্রেনটি ১০.০৯.২০২৫ থেকে ২২.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার শালিমার থেকে ০৫.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে রাত ৮.৫০ টায় বিশাখাপত্তনম পৌঁছাবে।স্পেশাল ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাঁতরাগাছি, খড়গপুর এবং বালেশ্বরে স্টপেজ করবে।

বাংলার শিক্ষা পোর্টালে তথ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের বাইশটি জেলার চল্লিশ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দুই হাজারের বেশি স্কুলের কোথাও শিক্ষক শূন্য আবার কোথাও একজন শিক্ষক রয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বাংলার শিক্ষা পোর্টালে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। এইরকম দুই হাজার ২১৫টি বিদ্যালয়ের কোথাও শিক্ষক শূন্য আবার কোথাও একজন শিক্ষক রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

গরীব মানুষের পাশে এসে কাজ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ গরীব অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন হাফেজ আবুল কালাম মন্ডল। জয়নগর থানার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের দক্ষিণ বারাশত অঞ্চলের পদ্মের হাট গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবিক হাফেজ আবুল কালাম মন্ডল তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তায় মানব সেবা সংগঠনের মাধ্যমে জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকায় বিভিন্ন মহামারি রোগে আক্রান্ত গরীব দু ঃস্থদের ওষুধ কেনার টাকা,সাংসারিক কিছু খরচ বহন করে আসছে। তিনি গত দশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন।কোভিড সময়কালেও তিনি বহু মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার জমিয়াতে উলামা হিন্দের সম্পাদক তথা মাদানি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা মুফতি ইমদাদুল ইসলাম কাসেমীর উপস্থিতিতে ১০জন অসহায় মানুষের ওষুধ কেনার টাকা ও ৩ জন পরিবারের হাতে চাল তুলে দিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক মানব সেবার কর্ণধার হাফেজ আবুল কালাম মন্ডল।এ দিন হাফেজ আবুল কালাম মন্ডল বলেন, হাক্কানিয়া মানব সেবা এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী ধর্ম নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক সেবামূলক সংগঠন। আমার এই সংগঠন কোনো N.G.O ট্রাস্টের দ্বারা পরিচালিত হয়না। কেবলমাত্র আর্থিক স্বচ্ছলতা মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে দীর্ঘ ১০বছর ধরে এইরকম ভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে আসছি।আমি চাই যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে তাহারা যদি আমার পাশে এসে সহযোগিতা করেন তাহলে আমি আরো অনেকটা এই রকম সমাজ মূলক কাজে এগিয়ে যেতে পারবো।

তাপপ্রবাহকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকায় আনা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ তাপপ্রবাহকে রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে হিট স্ট্রোক বা সান স্ট্রোকে রাজ্যে কারও মৃত্যু হলে মৃতের পরিবার দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। সম্প্রতি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বাধীন বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ক এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । কেন্দ্রীয় স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স গাইডলাইন অনুযায়ী বন্যা, সাইক্লোন, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি ঘটনাকে সাধারণত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধরা হয়। তবে ওই গাইডলাইনেই রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে রাজ্য সরকারকে। সেই বলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিটওয়েভ, নদীভাঙন, ভারী বৃষ্টি, বন্য পশুর আক্রমণ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, জঙ্গলে আগুন-সহ মোট ১৪টি ঘটনাকে রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘোষণা করেছে।

মেট্রোয় রেক রিভার্সালের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ১. কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে, শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং খালি রেকগুলিকে কবি সুভাষ ডিএন প্ল্যাটফর্মে উল্টানোর জন্য আনা হচ্ছে এবং শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের ইউপি প্ল্যাটফর্মে রাখা হচ্ছে। এর ফলে রেক রিভার্সালের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিড়ের সময় পূরণের জন্য, দক্ষিণেশ্বরের দিকে ইউপি লাইনে রেকটি উল্টানোর জন্য মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে বেশ কয়েকটি ডিএন ট্রেনকে সংক্ষিপ্তভাবে থামানো হচ্ছে। যদিও নিরাপত্তার কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কবি নজরুল থেকে আসা ইউপি ট্রেন বা রবীন্দ্র সরোবর থেকে আসা ডিএন ট্রেন উভয়ই মহানায়ক উত্তম কুমারে পৌঁছাতে পারেনি। এই সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সিস্টেমে আরও যানজট তৈরি করছে। রেকের দরজা বন্ধ করার অসুবিধাগুলি আরও যানজট তৈরি করার জন্য একটি ক্যাসকেডিং প্রভাব তৈরি করছে।

২. ক্যাসকেডিং প্রভাবের উপরোক্ত যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য, মেট্রো রেলওয়ে পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে-(ক) ইয়েলো লাইন পরিষেবা, অর্থাৎ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত ব্লু লাইন পরিষেবা, অর্থা নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত, আলাদা করা হয়েছে যাতে কলকাতার পুরাতন জীবনরেখা, অর্থা ব্লু লাইন, ইয়েলো লাইনের পরিষেবা থেকে ঠিক একইভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে যেভাবে গ্রিন লাইন এবং ব্লু লাইন পরিষেবাগুলিকে একে অপরের ক্যাসকেডিং প্রভাব থেকে পৃথক করা হয়।(খ) কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন বন্ধ হওয়ার কারণে উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উপর অযৌক্তিক চাপ অপসারণের জন্য ব্লু লাইনের পরিষেবার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।(গ) যানজট কমাতে, বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হওয়ার অনেক আগে নোয়াপাড়া স্টেশনে ০৩টি রেক এবং মহানায়ক উত্তম কুমারে ০৩টি রেক স্থাপন করা হবে।(ঘ) সমস্যা কমাতে, মেট্রো ট্রেন পরিচালনা উন্নত করার জন্য টালিগঞ্জ কারশেড পুনরায় পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার আগেই এই ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩. অধিকন্তু, সপ্তাহান্তে বাণিজ্যিক নয় এমন সময়ে কলকাতার মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক উপরোক্ত বিষয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সপ্তাহের দিনগুলিতে নির্ধারিত সকালের পরিষেবা ব্যাহত না হয়।

বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরন প্রতিযোগিতা শেষ হল ভাগীরথীর জলে

মলয় সুর ঃ ভাগীরথী নদীর জলে বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল গত রবিবার বহরমপুর গোরাবাজার কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। ৭৯তম ঐতিহ্যবাহী এই সন্তরন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ৮০ জন সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৮১ কিমি প্রতিযোগিতায় ৩ জন মহিলা সহ ২১জন,১৯কিমি প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৩৮জন এবং মহিলা বিভাগে ২১জন সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন। ৮১ কিমি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন বর্ধমানের প্রত্যয় ভট্টাচার্য, তিনি সময় নেন ১০ ঘন্টা ৫৫ মিনিট ৩৭সেকেন্ড । ১১ঘন্টা ১৬মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশের মোঃ নুরুল ইসলাম। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশের নয়ন আলি, তিনি সময় নেন ১১ঘন্টা ১৯ মিনিট২ সেকেন্ড। অপরদিকে ১৯কিমি সন্তরন প্রতিযোগিতা শুরু হয় জিয়াগঞ্জ সদর ঘাটে। প্রথম হন কলকাতার মৌবনী পাত্র,তিনি সময় নেন ২ ঘন্টা ২১মিনিট ৫২সেকেন্ড। দ্বিতীয় হন বাঙলাদেশের মুক্তি খাতুন , তিনি সময় নেন ২ঘন্টা ২২মিনিট ০২সেকেন্ড। ২ঘঃটা ২২মিনিট ২৮সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় হন বাংলাদেশের সোনিয়া আক্তার। পুরুষ বিভাগে প্রথম হন লেক টাউনের গৌরব কাবেরি, তিনি সময় নেন ২ঘন্টা ১৩মিনিট ২৫সেকেন্ড ।দ্বিতীয় হন বাংলাদেশের ফয়সাল আহমেদ , তিনি সময় নেন ২ঘন্টা ১৫মিনিট। তৃতীয় হন জুয়েল আহমেদ তিনি সময় নেন ২ঘন্টা ১৭মিনিট। বিশ্বের এই দীর্ঘতম সন্তরন প্রতিযোগিতা দেখার জন্য ভাগীরথী তীরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসার সভাপতি রামানুজ মুখার্জি , মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান, বহরমপুর পঞ্চায়েত্ সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মন্ডল,জেলা পরিষদ সদস্য অশেষ ঘোষ, মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ দাস, মহম্মদ মনিরুল আলম ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

কৌশল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

রেজিঃ অফিসঃ ১. বান্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, রুম নং ডি-৩ কলকাতা-৭৩০০০১

ইমেলঃ info@kaushalinvest.com ওয়েবসাইটঃ www.kaushalinvest.com

CIN : LE5990WB1981PLC033383

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বইয়ের সমাপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স কৌশল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ('কোম্পানি') এর ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় বিবিডি ব্যাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কমার্স হাউস, ২এ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৮ম তলা, কক্ষ নংঃ ১, কলকাতা-৭০০০১৩-এ অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা (বিজ্ঞপ্তি) আহ্বানের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬ (তালিকাবদ্ধকরণ প্রবিধান) এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃ প্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাতত বলবৎ), ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর বিজ্ঞপ্তি।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সেইসব সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট **(RTA)**, মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, যথাসম্ভব, নিবন্ধিত এবং যাদের ই-মেইল আইডি ২২শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীঅংশগ্রহীতা ২০১৩ সালের সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ২০ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত তালিকাভুক্তি বিধিমালা এবং সচিবালয়ের মানদণ্ডের ৪৪ (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ) অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বুধবার বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ারধারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হল। নোটিশ।

যে কোনও ব্যক্তি, নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করতে পারেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং এই নোটিশটি পান, তিনি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে একই আচরণ করবেন। কোম্পানি সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপারব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে।

তবে, যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না। যদি কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোটদান জায়েজ হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে করা ভোটদান অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। মিঃ আনন্দ খান্ডেলিয়া **(FCS: 5841)**, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান যাচাই করার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি প্রবিধানের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভায কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

যে কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য শেয়ারহোল্ডার এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী **(FAQs)** দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ এ কল করতে পারেন অথবা মিস পল্লবীর কাছে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। মহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, **NSDL atevotingnsdl.co.in**

কৌশল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
রাধিকা মহেশ্বরী
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ ভাদ্র, ১৪৩২

উমিচাঁদ ও পলাশির যুদ্ধ

উমিচাঁদ- পলাশির চক্রান্তে এক প্রতারিত বণিকরাজ! বাংলার ইতিহাসে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ কেবলমাত্র একটি যুদ্ধ নয়, বরং এক মহাদুর্যোগ; যেখানে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, অর্থলোলুপতা আর বিদেশি শক্তির ধূর্ততা মিলেমিশে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে যেমন ছিলেন জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও খোজা ওয়াজিদ, তেমনি এক অদৃশ্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন কলকাতার হিন্দু বণিক উমিচাঁদ। উমিচাঁদ ছিলেন আগ্রার অধিবাসী। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সওদাগর বিষ্ণুদাস শেঠের তত্ত্বাবধানে তিনি বাণিজ্যে প্রবেশ করেন। ধীরে ধীরে দাদনি ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং, সোরা ও আফিং বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে কলকাতার অন্যতম ধনী বণিক হয়ে ওঠেন। বিহারের পাটনা অঞ্চলে সোরা উৎপাদন প্রায় একচেটিয়াভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আলিবর্দি খানের প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এমনকি হাজি আহমদ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানিকে লিখে উমিচাঁদের পুনর্বহালের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। এসব প্রমাণ করে মুর্শিদাবাদ দরবারে তাঁর প্রভাব কতটা গভীর ছিল। উমিচাঁদ শুধু ধনবানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান। মুর্শিদাবাদ দরবারের অন্তর্দৃষ্টি, অমাত্যদের সম্পর্ক ও অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ সম্পর্কে তিনি সম্যক ধারণা রাখতেন। ফলে ইংরেজদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন অপরিহার্য এক এজেন্ট। ওয়াটস নিজেই লিখেছিলেন যে, উমিচাঁদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোম্পানির কাজে সাহায্য করছেন এবং কোম্পানির অনুগ্রহ পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য মানুষ তিনি। কলকাতা দখলের পর ক্লাইভ যখন পুনরায় ক্ষমতা কায়েম করেন, তখন উমিচাঁদ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দেশ প্রমাণ করতে চান। ক্লাইভও তাঁকে ষড়যন্ত্রে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। উমিচাঁদ প্রতিদিন দরবারে যেতেন, অমাত্যদের সঙ্গে গোপন আলাপ করতেন এবং চেষ্টা করতেন নবাব বিরোধী অসন্তোষকে উস্কে তুলতে। তিনি চাইতেন সিরাজকে সরিয়ে ইয়ার লতিফকে নবাব করা হোক; কারণ ইয়ার লতিফ দুর্বল অমাত্য, তাঁকে নিজের প্রভাব বলয়ে রাখা সহজ হতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীরজাফরকেই বেছে নেন ইংরেজরা, যা উমিচাঁদের জন্য বড় ধাক্কা। উমিচাঁদ ছিলেন কেবল মধ্যস্থতাকারী নন; তিনি চাইছিলেন ক্ষমতার লড়াই থেকে নিজের আর্থিক লাভ নিশ্চিত করতে। তিনি দাবি করেন, বিপ্লব সফল হলে নবাবের ধনভাণ্ডারের পাঁচ শতাংশ তাঁর হাতে দিতে হবে; যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা! কিন্তু তাঁর এই দাবি দেখে ওয়াটস পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে লেখেন, উমিচাঁদের মধ্যে ধূর্ততা ও অর্থলোলুপতার নগ্নরূপ প্রকাশ পেয়েছে। ইংরেজরা তাই এই দাবিকে মান্য না করে চাতুরির আশ্রয় নিল। ১৭ মে ১৭৫৭ সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো; দুটি চুক্তি হবে। একটিতে (লাল কাগজ) উমিচাঁদের প্রাপ্যর উল্লেখ থাকবে, আর একটিতে (সাদা কাগজ) তাঁর নামই থাকবে।

বোড়াই চণ্ডী মন্দির

চন্দননগরে বোড়াই চণ্ডীতলায় রয়েছে মা বোড়াই চণ্ডী মন্দির। বর্তমান মন্দিরটি উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। মন্দিরটি জোড়বাংলা শৈলীর। অর্থাৎ দুটি দোচালা বা এক বাংলা মন্দির পাশাপাশি, জোড়া লাগানোর মতন করে তৈরি বলে এই ধরনের মন্দিরকে জোড় বাংলা মন্দির বলা হয়। মন্দিরের প্রথম দোচালাটি অলিন্দ হিসেবে এবং দ্বিতীয় দোচালাটি মন্দিরের গর্ভগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অংশটি ত্রিখিলানযুক্ত। মন্দিরটি উঁচু ভিতের ওপর স্থাপিত। মন্দিরের ওপরে একটা পাথরের ফলকে লেখা আছে, শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী বোড়াই চণ্ডী মাতার মন্দির, বোড়াই চণ্ডীতলা, চন্দননগর। গর্ভগৃহে উঁচু বেদীর ওপর মায়ের মূর্তি। শায়িত মহাদেবের ওপর মা বসে আছেন। মূর্তিটি নিম কাঠের তৈরী। তার ওপর অষ্ট ধাতুর পাত জড়ানো। চোখ দুটো টানা টানা, বড়ো বড়ো। মা এখানে ত্রিনয়নী। ওপরের ডান হাতে চক্র। নীচের ডান হাতে ত্রিশূল। ওপরের বাঁ হাতে শঙ্খ। নীচের বাঁ হাতে খাঁড়া। মা'কে সব সময় শাড়ী পরিয়ে রাখা হয়। মাথায় রূপোর মুকুট পরানো। মায়ের বেদীর সামনে শিবলিঙ্গ। তারও মাথায় রৌপ্য নির্মিত মুকুট। শোনা যায়, আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে এই অঞ্চলে ছিলো মহাশ্মশান। শ্মশান আজও আছে। মন্দির থেকে গঙ্গার ঘাটের দিকে যেতে বাঁ হাতে পড়বে শ্মশান, একেবারে গঙ্গার গা ঘেঁষে। এই পুরো অঞ্চলটায় ছিলো বেতের বন। আর ছিল বড়ো বড়ো অসংখ্য সরু মোটা ঝুরি পরিবৃত হয়ে থাকা অনেক বট গাছ। আজও শ্মশানের উল্টো দিকে একটা সেইরকম ঝুরি পরিবৃত বটগাছ আছে। আর এই শ্মশানে এক সাধুর ডেরা ছিল। তিনিই ছিলেন মা চণ্ডীর পুজারী। তবে প্রায় সব সময়ই তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। ধনপতি সওদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর তাঁর জননীর কাছ থেকে সংবাদ পেলেন যে, তাঁর পিতাকে সিংহলে আটকে রাখা হয়েছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি তাঁর বিশাল বাণিজ্যতরী, আর লোকজন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন সিংহলের উদ্দেশ্যে। তিনি এই বোর অঞ্চলে চণ্ডী মায়ের কথা জানতেন। ভাবলেন যাওয়ার পথে মা'কে পুজো দিয়ে যাবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। এখানে এসে সাধুর সঙ্গে দেখা করে মায়ের মন্দির তৈরি করে, মায়ের মূর্তি স্থাপনা করে, মায়ের পুজো দিয়ে, সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে রওয়ানা দিলেন সিংহলে আটক তাঁর পিতাকে মুক্ত করার জন্য। এই যাত্রাপথে তিনি যেখানেই তাঁর বাণিজ্যতরীর ভিড়িয়েছিলেন, সেখানেই কোনো না কোনো মন্দির তৈরি করেছিলেন। কলকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়ার মহাশ্মশানে তাঁর তৈরী জোড়া শিব মন্দির আছে। তবে পুরানো মন্দির আর নেই। বলা হয় থাকে এই আদি গঙ্গা দিয়েই শ্রীমন্ত সওদাগরের নৌকা সিংহল অভিমুখে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারণ করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। বেদান্ত সব কিছু মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পিতৃ তাই। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত মাতা। স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করতে হবে। কিছু দান

ভারতের অর্থনীতির ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা

কৌশিক দাস

বিশ্বজোড়া মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্য ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই ট্যারিফ-ওয়ারের নামে একতরফা অর্থনৈতিক যুদ্ধে নামতে হয়েছে ওদের গোটা প্রশাসনকে। এই হিংস্র আক্রমণের মুখে ভারত ও রয়েছে। বিগত প্রায় আড়াই দশক ধরে ভারত সরকারের মার্কিন ভজনা সত্ত্বেও বিরাট শুল্ক বসানো হয়েছে ভারত থেকে ওদের দেশে রপ্তানী করা হয় এমন বহু পণ্যের ওপর। আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, মীন চিংড়ি, গয়না শিল্পের বড় বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৭শে আগস্ট থেকে এই ৫০ শুল্কনীতি লাগু হওয়ার পর থেকে এই সকল শিল্পক্ষেত্র গুরুতর সঙ্কটের আশঙ্কায় দিন গুনছে। শ্রমনিবিড় এই সব শিল্পে ব্যাপক কর্মী ছাটাইয়ের আশঙ্কাও করা হচ্ছে। এই শুল্কনীতির ফলে আমাদের দেশের জিডিপি বৃদ্ধি অন্তত: ১-এর খানিক বেশি পরিমাণেই নেমে যাবে, এমন পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের তরফে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এইসব শিল্পক্ষেত্রকে নির্দিষ্টভাবে কী সাহায্য করা হবে তা নিয়ে কোন বক্তব্য এখনো শোনা যায়নি অর্থমন্ত্রীর মুখে, এমনিই কিছু গোল গোল কথা ছাড়া। বিজেপি মন্ত্রীসভার যে নীতির গড়কড়ির ওপর দেশের বহু বড় শিল্পপতির বেশ আশা ভরসা আছে, তার মুখে শোনা যাচ্ছে যে এটি অবশ্যই ... বিজেপির হাত ধরে সেই ... যে বিশেষ করে ভারতের বড়-মাঝারি বেশ কিছু রপ্তানিকারক শিল্পগোষ্ঠীর সাথে গড়কড়ির মাখামাখি বাণিজ্যিক মহলে সুবিদিত। সেই নীতিন গড়কড়ির নিজের ছেলেই পেট্রোলিয়ামে ইথানল মিশ্রণ সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় beneficiar, তা নিয়ে এখন বহু অ-বাম রাজনীতিক এবং পত্র পত্রিকাও কথা বলতে শুরু করেছে। কাজেই তাঁর পক্ষে এই মুহূর্তে নিজের ঘর সামলানো বাদে আর কোনো বিষয়ে খুব একটা উদ্যোগ আশা করা যায় না। সাথে কী আর মাথাব্যথা, আর ট্রাম্পের দয়ায় আশা করা যায় কিনা সন্দেহ।

এখন বিজেপিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সরকারে বসাতে পেরেছে। সরকারে এসেই ওড়িয়ায় জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাড়িয়েছে। ওড়িশাকে আর এক উত্তর প্রদেশের মতই দুর্বৃত্ত-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আনতে চাইছে বিজেপি। পশ্চিম বাংলায় প্রশাসনের দুর্বৃত্তায়নের কাজটা মমতা ব্যানার্জী নিজেই অনেকখানি এগিয়ে রেখেছেন। এ রাজ্যে NRC এবং (IR– এই দুইকেই একসাথে চালানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। দুর্বৃত্ত-পরিচালিত প্রশাসন এবং করুণ অর্থনীতি ক্লিষ্ট এই রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে মেইনস্ট্রীম করে ফেলাটা যতখানি

নয়া-ফ্যাসিবাদী দক্ষিণপন্থী আগ্রাসনের এই উলঙ্গ, হিংস্র আক্রমণের মুখে এ সময়ে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের কোনো রকম ডিফেন্সিভ অবস্থান ভারত বর্ষকে আরো সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে। ওদের হিংস্রতা যত বাড়বে বুঝতে হবে ওদের পতন ততখানি আসন্ন। প্রত্যাঘাতের জোর বাড়ানোই সময়ের দাবি এখন। মার্কিন তাঁবেদারি করার বিদেশনীতি ভীষণ ভাবে ব্যাকফায়ার করেছে বিজেপির দিকে। কয়েক মাস আগেই যে পহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলা পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক লড়াইয়ে নিজেদের

নীতিকে, তাতে খুব দ্রুত কোন সমাধান (স্বল্পমেয়াদী হলেও) পাওয়া সম্ভব হবে না। ফ্যাসিস্ট রাজনীতির চিরাচরিত নিয়ম মেনেই শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজন নিত্য নতুন spectacle! যা কিনা একই সাথে নজর ঘোরাতে এবং জাতিসত্তাভিত্তিক রাজনীতির নতুন কোন পথ খুলে দেয়। অতএব কাশী এবং মথুরা নিয়ে উন্মাদনা এখন জরুরি শাসকের জন্য। কিন্তু একই সাথে সুযোগ তৈরি হচ্ছে বামপন্থীদের জন্য। এক চেটিয়া পুঁজিপতি বাদে অর্থনীতির আর কোনো অংশই কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বিশেষ কিছু সমর্থন পায় না এই মুহূর্তে। অপরিকল্পিত GST implementation, নোটবন্দী, কোভিডের লকডাউনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত ক্ষুদ্র/মাঝারি শিল্প যেটুকু দাঁড়িয়েছিল, ট্রাম্পের এই শুল্কযুদ্ধে আরো মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তামিল নাড়ুর বস্ত্রশিল্প, পশ্চিম বাংলার চর্মশিল্প, shrimp feed– গুজরাটের গয়নাশিল্প ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে। এই প্রত্যেকটি শিল্পক্ষেত্র শ্রমনিবিড়। বহু ক্ষেত্রেই শিল্পের মালিকপক্ষও বর্তমান বিশ্বের আর্থিক নিরিখে খুব বৃহৎ পুঁজির মালিক নয়। তার ওপর একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও গিলে খেতে চাইছে এই সকল ক্ষেত্রকে। গোটা জায়গাটায় বামপন্থীদের intervention এর বহু সুযোগ রয়েছে। এই সকল ছোট-মাঝারি শিল্পকে সরকারি সহায়তা, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি এবং তা সম্ভব। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত বুঝে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই আন্দোলন বামপন্থীরা ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয় সেই সকল দলের নির্বাচনী বও পুষ্ট শ্রেণীগত অবস্থানের ফলেই। পপুলিস্ট রাজনীতি করা এক জিনিস আর দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক নীতির দাবিতে লড়াই আন্দোলন আর এক ব্যাপার। এ দেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক পপুলিস্ট রাজনীতি করা দল যারা প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুত্ববাদীদের সাথে বোঝাপড়া করে চলে, তাদের তরফে এই ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প বা তার শ্রমিকদের স্বপক্ষে কোনো দৃঢ় নীতিগত অবস্থান নেওয়া তাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই খুব বেশি দূর সম্ভব না। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে (ক্রমশ)

কঠিন মনে করা হত' এক সময়, এখন আর ততখানি কঠিন মনে হচ্ছে না। গোপাল পাঁঠার মত এক চরম বিতর্কিত চরিত্রের সিনেমার পর্দায় নবনির্মাণ যা ১৯৪৬ এর কলকাতায় ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্দেশ্য প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রচার আসলে বহু কষ্টে অনেকখানি নিরাময় করা পুরনো ঘা'কে খুঁচিয়ে দিতে চাইছে। এ পরিবেশে উত্তর ভারতে এবং সামাজিকভাবে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বলয়ে থাকা রাজ্যগুলোতে কাশী মথুরা নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে পশ্চিম বাংলাও সেই সর্বনাশা আগুনের বাইরে থাকতে পারবে না, এই কথা আজ হলপ করে বলা যায়। বামপন্থী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির একসাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় আসন্ন। এই প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য সংঘ পরিবার হলেও তাদের তাঁবেদার বা প্রচ্ছন্ন enabler দলগুলিকেও বাদ দেওয়া চলবে না ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রত্যাক্রমণের থেকে। ওড়িশায় সংঘ বাড়তে বাড়তে

সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন অবস্থায় পেয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের আমন্ত্রিত আসনে পাকিস্তান উঠে এসেছে। নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি পূর্ণকালীন সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে কেও প্রতিবাদ করেনি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবে। IMF নতুন করে এক বিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে পাকিস্তানকে, ভারতের তীব্র বিরোধীতা সত্ত্বেও। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধে আর কোন উপায় না দেখে শেষে চীন সফরে যেতে হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীকে। হাত ধরতে হচ্ছে শি জিনপিং বা ভ্লাদিমির পুতিনের। বামপন্থীরা যে কথা এতদিন ধরে বলে আসছে মার্কিন তাঁবে না থেকে চীন বা ব্রিক্স গোষ্ঠীর সাথে, গ্লোবাল সাউথের সাথে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়াতে, এখন ঢোঁক গিলে সেই পথেই যেতে হচ্ছে বিজেপির সরকারকে। এই ব্রিক্স গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত অভিন্ন মুদ্রার বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিল ভারত সরকার এই কিছুদিন আগেও। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা অতি দক্ষিণপন্থী ঝোঁক যে জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে ভারতের অর্থ

পাঠকদের কলমে

বাঙালির তেলেভাজা

রতন হাজরা, হাবরা

নয়াসমাজ সাইনবোর্ড মোড়ের উল্টোদিকেই কালভার্টের পাশে ছিল সাধনকাকুর ছোট্ট তেলে ভাজার দোকান। দিনের বেলা সাইকেলে পেছনে ঝুড়ি আটকে উনি মাছ বিক্রি করতেন আর বিকেলের দিকে ঝাঁঝরি দিয়ে ভাজতেন আলুর চপ, ফুলুরি, বেগুনি। উনুনে কয়লার গনগনে আঁচের ওপর বেশ বড় তেল ভর্তি লোহার কালো হয়ে যাওয়া কড়াই বসানো থাকতো। দিনের বেলা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত এসব কাজ চলতো। উনি তৈরি করতেন এক অসাধারণ রাবড়ি আর বেগুনি মধ্যে ডোবানো রসগোল্লার মতো গরম তেলের মধ্যে অর্ধেক ডুবে টিমে আঁচে ভাজা হতো ফুলুরি। টিউশনি যাবার আগে হাফপ্যান্ট পরে হাতেখুচরো পয়সা নিয়ে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। কাগজের ঠোঙায় বিট লবন ছড়িয়ে পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা কুচি, বাদাম দেওয়া গরম গরম ফুলুরিতে এক কামড় দিয়েই ছুটতাম টিউশন পড়তে আশেপাশে চপের দোকান ছিল হাতে গোনা, তাও আবার সবাই ফুলুরি ভাজতো না। দাম ছিল মোটে ৬০ পয়সা করে।

২০০১ এর শুরুর দিকে আমার নিজের কাকাই আমাদের রাস্তার মোড়ে তেলেভাজার দোকান দিয়েছিল। হাবরা অশোকনগর বাইপাসের ওপর ছোট্ট বেড়া আর প্লাস্টিকের ঘেরা ছাউনি। আর সামনে কাঁচের একটি ছোটো বাক্স। ভেতরে ৬০ ওয়াটের হলুদ বাল্ব জ্বলে থাকতো আমি ছিলুম বেশ দামাল প্রকৃতির আর বেশ খাইয়ে তো বটেই। এটা-ওটা-সেটা, মায় লোহা খেয়েও বোধহয় হজম করে দিতে পারতুম। অগত্যা কাকার তেলেভাজার দোকান থেকে ইচ্ছেমতো চপ পেঁয়াজি বেগুনী খেতে পারব, মনের আনন্দে আমাকে আর পায় কে। মেধাবী ছিলুম, তাই টিউশনিতে গিয়ে তাড়াতাড়ি পড়া দিয়েই পরের দিনের পড়াও গোগ্রাসে মুখস্থ করে সন্ধের দিকে চপের দোকানে বসতুম। বেচাকেনা করতুম কখনো বা খুন্তি নাড়ানোটাও কাজের মধ্যে ছিল। আলুর চপ, বেগুনী, পেঁয়াজি আর বেসনের ডিমের চপ বা মোচা আর ডিমসেদ্ধ বিক্রি হতো। ব্রেডক্র্যামস বা বিস্কুটের গুঁড়ো মাখানো চপ মফস্বলে তখন অনেক দূর কি বাত।

বেড়ার রান্নাঘর ছিল কাকাদের। বাবা আর কাকা দুজনেরই কাঁচামালের দোকান ছিল গোল বাজারে। বেলার দিকে বাড়ি এসে তেলেভাজার উপকরণ তৈরির কাজ হত। তাতে মাটির উনুনে শুকনো পাতা-ডালপালার জ্বালে পাক হতো চপের আলুর। সেদ্ধ আলুর সাথে রসুন, আদা, পেঁয়াজের আর মশলার মিশনের উঠোন থেকে ঘর পর্যন্ত সুগন্ধে ম ম করতো। শেষে বড় একটি স্টিলের গামলায় আলুর মিশ্রনের ওপর ভাজা মশলা দিয়ে রেখে দেওয়া হতো। কখনো ঘরে তরকারি না রান্না হলে বিকেলে আসতাম একটু মশলা আলু। ডাল আর ভাত দিয়ে মেখে মশলা আলুর সেই স্বাদে যদি তোমাদের খাওয়াতে পারতাম! কখনো মুড়ি দিয়ে একটু মেখে খেলে অবিকল সেই অসাধারণ আলুর চপের স্বাদ। আর ছিল কাকার দোকানের হালকা মিষ্টি স্বাদের পেঁয়াজি। পেঁয়াজি জিনিসটি আবার গরম তেলে ভাজলে হবে না। কম উষ্ণতার ডুবো তেলে টিমে আঁচে পেঁয়াজি ভাজলে তবেই হবে মুচমুচে পেঁয়াজি ভাজা। হালকা ওই মিষ্টি একপিস পেঁয়াজি দিয়ে দুশো গ্রাম মুড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারতাম। তবে ব্যবসা তো রোজ ভালো যাবে এমন কোনো কথা নেই। কখনো অনেক তেলেভাজা বিক্রিই হতো না, হয়তো কাকার পক্ষে সেটা অবশ্যই ক্ষতি। কিন্তু আমার পক্ষে বিজাতীয় আনন্দের। রাতে স্টিলের থালায় ভাত, ডাল আর সেই বিক্রি না হওয়া আলুর চপ, পেঁয়াজি বা বেগুনী থালা আলো করে থাকতো। আমাদের স্কুল বিদ্যামন্দিরের সামনে এখন বেশ বিখ্যাত চপের দোকান এবং আশেপাশেও অনেক রয়েছে। হরেকরকম চপের সমাহার কাঁচের বাক্সে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। মন তেলেভাজা তেলে ভাজা করবে, সেটাই স্বাভাবিক। সন্ধ্যের একটু বৃষ্টি ধরতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম স্কুলের সামনে। কাঁচের বাক্সে থরে থরে সাজানো বিস্কুটের গুঁড়ো চিকেন চপ, চিকেন পকোড়া, মাছের চপ, ডিম, ক্যাপসিকাম, স্যালিন সবকিছুর চপ। প্লেটে কাসুন্দি বা সস আর স্যালাড দিয়ে খেতে বড্ডই সুস্বাদু। কিন্তু নেই লম্বা বেগুনী বা পেঁয়াজি। ফুলুরি তো দূর অস্ত। অনেক কষ্ট করে দেখলাম কয়েক পিস আলুর চপ। তাও সবসময় ভাজা থাকে না। বৃষ্টির সন্ধ্যায় মুড়ি, কাঁচালঙ্কা আর আলুর চপের স্বাদটাই খুঁজছিলাম। যদিও বা পেলাম কিন্তু কাকার হাতের আলুর চপের স্বাদের সাথে তো ঠিক মিললো না। খাওয়া অনেক কমে গেছে, তবুও গ্রাম বা পল্লীতে কিংবা হাটে খুঁজি সাধারণ আলুর চপ, মুচমুচে পেঁয়াজি, বিটলবন দেওয়া বেগুনী বা ফুলুরির দোকান। গ্রামের বটতলায় বর্ষার অন্ধকার সন্ধ্যায় টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় বাঁশের বেঞ্চির ওপরে বসে।

বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষ

বিশেষ প্রতিবেদক

আমাদের বাড়িতে ছিল ছোট থেকে বেড়াতে যাওয়ার চল। বাবা ঠিক শখের টুরিস্ট ছিলেন না। কোথাও গেলে সেখানের স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলতেন সারাক্ষণ, অটোওয়ালা থেকে দোকানদার, চায়ের দোকানের সাধারণ মানুষ থেকে কোন স্কলার, সৌভাগ্য হলে। পুণেতে কেলকর মিউজিয়াম দেখতে গিয়ে তার প্রতিষ্ঠাতা কাকাসাহেব কেলকরের সঙ্গে কথা বলে এসেছিলেন। পরে যখন আমি দেখতে যাই, বহু জিনিস বাবার বলা গল্প দিয়ে চিনতে পেরেছিলাম। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! বাবা বলত, ইতিহাস লুকোনো থাকে এইসব মানুষের মাঝে, সেই ইতিহাস, যা কেউ জানে না, বা জানতে জানাতে চায় না, সেসব ইতিহাস মানুষ তার মধ্যে ধরে রাখে বংশানুক্রমে।

বড় হয়ে বুঝেছি এ কত বড় সত্য কথা। বিয়ের আগে অবধি মেইন স্ট্রিম ইতিহাসের দৌলতে টিপু সুলতানকে একজন আদর্শ রাজা হিসেবেই জেনে এসেছি। তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনমের মন্দিরে দান দিতেন, সেই মন্দিরের জ্যোতিষীর তাঁর প্রভূত দান পেত। বিয়ের পরে প্রথম ধাক্কা লাগে দক্ষিণে গিয়ে। দক্ষিণে, বিশেষত ব্রাহ্মণদের মধ্যে টিপু সুলতান প্রায় নরপশুবিশেষ বলে পরিগণিত হন। আমি প্রথম প্রথম যুক্তি ইত্যাদি দিতাম, একে জন্মাবধি স্বভাব আমার, তায় শ্বশুরঘর, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। তারপর একদিন আমার খুড়তুতো দেওরের এক বন্ধুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয় হল কাকাদের বাড়িতেই। সে ছেলে মেলকোটের আইয়াঙ্গার, চাকরিসূত্রে চেন্নাই এসেছে। দুদিন বাদে দিওয়ালি, আমাদের বাড়িতে তার প্রস্তুতি চলছে, তারই অংশ হিসেবে আমরা গেছি দেওরের বাড়ি জামাকাপড় ফলমিঠাই ইত্যাদি দিতে। আইয়াঙ্গার ছেলেটিকে, অভিলাষ

তার নাম, আমার দেওর বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এখানেই থেকে যাক সে দিওয়ালিতে, বাড়িতে বলবেই হবে অফিসের কাজ আছে। আমি খানিক বাদে বলেই ফেললুম, সে ও কী করে থাকবে ভাই, বাড়িতে বাবা-মা আছেন, বহুরকার দিন, বাড়ি না গেলে হয় কী? তাইতে আমার দেওর বলল, আরে আন্নি, তুমি জানো না, ওদের তো আর দিওয়ালী হয় না, খালি নরক চতুর্দশী, তাও কোন অনুষ্ঠান হবে

না, খালি শোকপালন। আমি তো অবাক! কেন ভাই? অভিলাষ বলল, শোকপালনে বলেই যাওয়া জরুরি। নাহলে পরের প্রজন্মে কেউ মনে রাখবে কেন যে দুশো বছর আগে এই দিনে টিপু বিনা কোন কারণ ছাড়াই আমাদের গ্রামের আটশো জন আইয়াঙ্গারকে কেটে ফেলে ছিল? বুড়ো, মহিলা, বাচ্চা, কাউকে রেহাই দেয় নি। আনন্দ হলে না গেলেও চলে রে ভাই একবছর। শোক বলেই যাওয়া জরুরি।

এ হল মেলকোটের আইয়াঙ্গারদের ইতিহাস ধরে রাখার প্রথা। দুশো বছর ধরে দিওয়ালি উদযাপন না করা। যাদের ইতিহাস কেউ মনে রাখে নি, মহামান্য ভারত সরকার যাদের ইতিহাস কার্পেটের তলায় চালান করে দিয়েছেন টিপু সুলতানকে মহীশূরের বাঘ বানিয়ে

তোলার জন্য, তাদের নীরব প্রতিবাদ। সিদ্দিদের দেখেছি তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখত। প্রত্যেক বংশের খাতা রাখা হয় তাদের বয়োজ্যেষ্ঠর কাছে। তারা অধুনা পাকিস্তানের কোন গ্রাম থেকে এসেছিল, সেই গ্রামের অন্য পরিবার কারা ছিল, সেই সব পরিবারের কোন কোন মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কারা ফেরে নি, কারা ফিরেছিল। সব কিছু লেখা থাকে সেসব খাতায়। উঠায়ি হয়ি ঘর কি লড়কির সঙ্গে বিয়ে হওয়া ইজ্জতের ব্যাপার, আশ্চর্য জনকভাবে। সব ট্যাবু ভেঙে তারা ইতিহাস বাঁচিয়ে চলেছে এভাবে, আপনার চলেছেন কি রাখি না? দেখেছেন তো কোন দেখেগা? এ কথা বলেছিল প্রসাদের এক বন্ধু আর আমার মুহ-বোলি ভাই, মনু ভাইয়া। সেইজন্যই সিদ্দিদের ঘরে এখনো মেয়েদের বিয়ের পরে নাম বদলে যায়, এও সেই প্রথার অবশেষ, উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া আইডেন্টিটি যেন সুরক্ষিত থাকে। মহারাষ্ট্রে তেমন চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা। আমার এক অসমবয়সী বন্ধু পেশায় ডাক্তার। বন্ধু বটে, তবে আন্না আন্দোলন থেকে পাওয়া বন্ধু, ফলে বয়স তার অনেক কম। তার সঙ্গে একবার সবাই মিলে যাওয়া

হয়েছিল তার দেশের বাড়ি, সাংলিতে। সে সেই পুরোনো আমলের ট্র্যাডিশনাল মারাঠি ঘরবাড়ি, মাঝখানে খোলা উঠোন, তাকে ঘিরে চারিদিকে ঘর। সেই উঠোনে আগের দিনে কুয়ো থাকত, আজকাল জলের কল থাকে। তাছাড়া থাকে চারপাই পাতা, আর চারপাইয়ের চাদ্দারে দড়িতে বোনা ছোট ছোট মোড়া। ঘরের বড়রা, বিশেষত জ্যাঠা বা দাদুর জন্য বরাদ্দ চারপাইটি, আর অন্যরা বসবে মোড়ায়। তার বাড়িতে যেহেতু দাদু জীবিত নেই, কাজেই সন্ধের আড্ডায় চারপাইটি বরাদ্দ হয়েছিল তার আজ্জির (ঠাকুমা) জন্য। রাতের খাওয়ার আমরা সবলাম তাঁকে ঘিরে, আজ্জি গল্প শোনাবেন। শিবরা রাওকে দিয়ে শুরু হল, শিবাবাও আর তাঁর মা-সাহেবের গল্প, চিরচেনা আফজল খাঁয়ের গল্প, কিভাবে মা-সাহেবের কথায় আফজল খাঁয়ের কাটামুণ্ড তাঁর পায়ে ভেট চড়িয়েছিলেন শিবাবাও। যেমন লোকে দেবীর পায়ে চড়ায়। ছেলে বলি তো শিবাবাওকে, আর মা বলি তো জিজামাতা। ধন্য মহারাষ্ট্র-ভূমি, যে এনাদের জন্ম দিয়েছে! সেখান থেকে বীর সাভারকর এল, কে কে জানে বীর সাভারকররা তিন ভাই, আর তিন ভাইই মা-ভারতীকে স্বাধীন করার যুদ্ধে লড়েছিল? মারাঠি ছেলেপুলেরা মি, আজ্জি। মি, আজ্জি- কে কানের পোকা নাড়িয়ে দিল। আমরা অমারাঠিরা বোকা হয়ে বসে রইলুম। আজ্জি শুধোলেন, কে কে জানো স্বাধীন ভারতে প্রথম পিটিয়ে মারা কাকে হয়েছিল? আজ্জির নাতি ছাড়া আরেকটি ছেলে হাত তুলল। আজ্জি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তু চিৎপাবন আহেস কা? ছেলেটি একগাল হেসে হো আজ্জি জবাব দিল। আমরা আজ্জির দিকে প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে রইলুম। টাইপ করা নিয়ে তাকিয়ে রইলুম।

'দৃষ্টিকোন'

রেনেসাঁ'র ছবি

দু বছর আগে একবার গিয়েছিলাম METS MetropolitanV Museum– New York এ। অসাধারণ সব গ্যালারি, বিশেষতঃ গ্রীস, রোম, মিশরের 'কালেকশন' তো দুর্দম। এই মিউজিয়ামের একটা বড় অংশ এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। খুব সুন্দর দৃষ্টিনন্দন সব কালেকশন 'ওশিয়ানিয়া' সেকশনে পাপুয়া, ভানুয়াটু প্রভৃতি প্রশান্ত মানুষ ও ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক অসাধারণ নিদর্শন। সর্বশেষ, এই ভানুয়াটুর একটা দ্বীপে গিয়ে সেখানের নাগরিকত্ব নিয়ে রয়েছেন আমাদের এক বিখ্যাত কয়লাচোর। জানি না দ্বীপটার পুরো বা আংশিক অংশ কিনেই নিয়েছে কিনা। CBI অবশ্য তাকে সেখানে ধাওয়া করেনি, কে জানে তাকে বেশি ঘাঁটালে আবার কোন নাম সামনে এসে যেতো! যাক, এসব

মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের। বরং, যথেষ্ট অপ্রস্তুত অবস্থা কেন জানি না Indian subcontinent section এ, যদিও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংগ্রহ ও ভাস্য বেশ ভালো।

প্রসঙ্গতঃ, ভানুয়াটু নামটা দেখে কয়েকটা কথা(বেশিটাই অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক) মনে পড়ে গেল'। এখানকার জনসংখ্যা(সব দ্বীপ মিলিয়ে) তিন লক্ষের কিছু বেশি, আর ethnic language এর সংখ্যা একশ এর বেশি(১৩৮)। Language density মানে নির্দিষ্ট ইউনিট স্থানে ভাষার সংখ্যায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ। এখানকার রমনীরা সমুদ্রের জলে দাঁড়িয়ে হাতের মুদ্রায় জলের মধ্যে এক অনন্যসাধারন বিচিত্র ধ্বনিমাধুর্য তৈরি করে সমবেত গীত ও নৃত্যের সঙ্গে; প্রকৃতি,

বিশ্রম্ভালাপ করে কোনো লাভ নেই। বয়স হলে যা হয় আর কি! আগের বার যখন এসেছিলাম, তখন সম্ভবতঃ 'ইউরোপীয়ান পেন্টিং' সেকশনটা বন্ধ ছিল, কোনো renovation এর কাজ চলছিল বোধহয়। এবার ওখানে গিয়ে ঐ সেকশনটাই বেশি সময় নিয়ে দেখলাম। মুশকিল হলো, নন্দন তত্ত্বে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, আর পেন্টিংও তো শূন্য বললেও বেশি বলা হয়ে যায়। আমার মায়ের একমাত্র এবং অত্যন্ত প্রিয় ভাই (দুজনেই এখন জীবনের রোলকলে অনুপস্থিত) মানে আমার মামা অপূর্ব পাল ছিলেন পেশাদার চিত্রশিল্পী। কিন্তু, মামার ভাগ্নে হয়েও এ বিষয়ে কি জানি কেন, আমি পুরো অন্ধকারেই রয়ে গেছি। আমাদের সংগ্রহ, 'নবজাগরণের যুগ'(রেনেসাঁ)।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে আরও ৭ জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আসন্ন উৎসব মরশুমে কয়েকটি গন্তব্যস্থলের জন্য আরও ৭ জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উৎসব বিশেষ ট্রেনগুলির মধ্যে - ট্রেন নং. ০৮০৪৭ /০৮০৪৮ (শালিমার - রাঙাপাড়া নর্থ - শালিমার) ১৯

সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ৩টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৩০০৫ /০৩০০৬ (হাওড়া - লামডিং - হাওড়া) ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ১০টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৫৭৪২ /০৫৭৪১ (নিউ জলপাইগুড়ি - গোমতি নগর - নিউজলপাইগুড়ি) ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ৬টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৩১২৯ /০৩১৩০ (কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা) ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ১০ টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৫৭৩৮ /০৫৭৩৭ (নিউ জলপাইগুড়ি - নারকটিয়াগঞ্জ - নিউ জলপাইগুড়ি) ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ৭টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৫৭৪০ /০৫৭৩৯ (নিউ জলপাইগুড়ি - পাটনা জং. - নিউ জলপাইগুড়ি) ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ৮টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ /০৫৭৩৩ (কিষানগঞ্জ - অমৃতসর - কিষানগঞ্জ) ২ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ৭ টি ট্রিপের জন্য চলবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৮০৪৭ (শালিমার - রাঙাপাড়া নর্থ) স্পেশাল প্রত্যেক শুক্রবারে শালিমার থেকে ১৭.৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ১৩.৪০ ঘন্টায় রাঙাপাড়া নর্থ পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৮০৪৮ (রাঙাপাড়া নর্থ - শালিমার) স্পেশাল প্রত্যেক শনিবারে রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ১৬.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ১২.৩০ ঘন্টায় শালিমার পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৩০০৫ (হাওড়া - লামডিং) স্পেশাল প্রত্যেক বৃহস্পতিবার হাওড়া থেকে ০৭.১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ০৮.০০ ঘন্টায় লামডিং পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৩০০৬ (লামডিং - হাওড়া) স্পেশাল প্রত্যেক শনিবারে লামডিং থেকে ১১.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ১২.৩০ ঘন্টায় হাওড়া পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৭৪২ (নিউ জলপাইগুড়ি - গোমতি নগর) স্পেশাল প্রত্যেক রবিবারে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৭.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০৭.১৫ ঘন্টায় গোমতি নগর পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৭৪১ (গোমতি নগর - নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল প্রত্যেক সোমবারে গোমতি নগর থেকে ০৯.৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৯.২৫ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৩১২৯ (কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল প্রত্যেক রবিবারে কোলকাতা থেকে ২৩.৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ১০.৪৫ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৩১৩০ (নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা) স্পেশাল প্রত্যেক সোমবারে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১২.৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০০.৪০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৭৩৮ (নিউ জলপাইগুড়ি - নারকটিয়াগঞ্জ) স্পেশাল প্রত্যেক রবিবারে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১৪.০৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০৫.০০ ঘন্টায় নারকটিয়াগঞ্জ পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৭ (নারকটিয়াগঞ্জ - নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল প্রত্যেক সোমবারে নারকটিয়াগঞ্জ থেকে ০৭.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে ২১.৩০ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৭৪০ (নিউ জলপাইগুড়ি - পাটনা জং.) স্পেশাল প্রত্যেক শনিবারে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৫.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে একইদিনে ১৭.৪০ ঘন্টায় পাটনা জং. পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৯ (পাটনা জং. - নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল প্রত্যেক রবিবারে পাটনা জং. থেকে ১৯.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০৯.৩০ ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কিষানগঞ্জ - অমৃতসর) স্পেশাল প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে কিষানগঞ্জ থেকে ০৯.১০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ০০.১০ ঘন্টায় অমৃতসর পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর - কিষানগঞ্জ) স্পেশাল প্রত্যেক শনিবারে অমৃতসর থেকে ০৪.২৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ১৭.৩০ ঘন্টায় কিষানগঞ্জ পৌঁছাবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পদত্যাগ করলেন না মসিউর রহমান, সাগরদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির 'খোঁজ' শুরু পুলিশের, 'কড়া' পদক্ষেপের সম্ভবনা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সাগরদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে এখনও নিজের পদ থেকে সরে না দাঁড়ানোই এবার তাঁরই বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান ইতিমধ্যে সাগরদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমানকে দু'বার চিঠি লিখে পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। খলিলুর রহমানের চিঠিতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, 'সাগরদিঘি ব্লকে কিছু বিক্ষুব্ধ ঘটনা প্রসঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি আপনাকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।' যদিও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে নিজের পদ থেকে সরে না দাঁড়িয়ে মসিউর রহমান এখন কোথায় রয়েছেন তা এখন সাগরদিঘির সাধারণ মানুষের কাছেও সব থেকে বড় প্রশ্ন। তবে মসিউর রহমানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জানিয়েছেন, ' উনি কোনও দুর্নীতি করেননি, তাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না। বর্তমানে উনি অসুস্থ থাকায় কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি বিকাশ নন্দ বলেন, 'দলের হুইপ মেনে মসিউর রহমানের উচিত ছিল এতদিনে নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ানো। ব্যক্তি কখনও দলের থেকে বড় হতে পারে না।' গত ২৬ আগস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সমস্ত বিধায়ক এবং সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন পদাধিকারীদের সঙ্গে কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে অভিষেক ব্যানার্জি এবং সুব্রত বক্সীর বৈঠকের সময় মসিউর রহমানের প্রসঙ্গ উঠে আসে। মসিউর রহমানের বিরুদ্ধে সাগরদিঘি ব্লকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের একাধিক মহিলা তৃণমূল সদস্যার সঙ্গে 'দুর্ব্যবহার' এবং 'কটূ' কথা বলার অভিযোগ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছিল। মহিলাদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের অপরাধের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলায় অভিষেক ব্যানার্জি ওই বৈঠকের মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের পদ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিষেক ব্যানার্জির কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর সেদিন রাতেই খলিলুর রহমান, মসিউরকে ফোন করে তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে মসিউর রহমান তাতে কান না দেওয়ায় সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদে অভিষেক ব্যানার্জির দেওয়া নির্দেশের কথা উল্লেখ করে নিজের পদ থেকে সরে যাওয়ার জন্য আবারও ফোন করে ও চিঠি লিখে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মানছেন না মসিউর রহমান। পদত্যাগ না করে তিনি নিজের ফোন বন্ধ করে 'পালিয়ে' বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে সূত্রের খবর, তৃণমূল দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে মসিউর রহমান নিজের পদ থেকে সরে না দাঁড়ানোই পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে তাঁর 'খোঁজ' শুরু হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার যে অভিযোগ উঠেছে সেই সংক্রান্ত একটি মামলায় তিনি ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এক মহিলা কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে 'দুর্ব্যবহার' এবং 'কটূ' কথা বলার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করছেন এক ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক। সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই সেই মামলায় পুলিশ মসিউরের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ধরে তাঁর 'খোঁজ' শুরু করেছে। মসিউর জেলায় ফিরলেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে পারেন এই আশঙ্কা থেকে তিনি বর্তমানে আত্মগোপন করে জামিনের চেষ্টা করছেন।

গোঘাটে ভাবাদিঘিতে কাজ শুরুর নির্দেশ দিল কোর্ট

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভাবাদিঘিতে কাজ শুরুর নির্দেশ দিল কোর্ট। হুগলির ভাবাদিঘিতে রেল ব্রিজের কাজ শুরু করেছিল রেল দফতর। তবে তাতে গ্রামবাসী বাধা দিতেই আটকে যায় কাজ। সেই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। বুধবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভাবাদিঘির ব্রিজের কাজ শুরু করতেই হবে। কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে হুগলি জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৭ নভেম্বর উভযপক্ষকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কাজ কতদূর এগিয়েছে। আদালত এও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, রেললাইন বন্ধ করা নিয়ে কোনও ধরনের বিক্ষোভ বরদাস্ত করা হবে না। পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করতে হবে। মূলত, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের ৮২.৪৭ কিলোমিটারের মধ্য মাত্র ৬০০ মিটারের কাজ হচ্ছিল না কিছুতেই। ভাবাদিঘি জটেই আটকে ছিল ওই কাজ। বারবার বাধা আসছিল প্রোজেক্টে। একপ্রস্ত বৈঠকের পর সেই কাজও শুরু হয়। কিন্তু ফের শুরু হয় গণ্ডগোল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁরা যে দাবি করেছিলেন তা মানেনি রেল। তাই ফের বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। মূলত, এলাকার লোকজনের দাবি, জলাশয় বাঁচিয়ে রেখে রেলপথ তৈরি করা হোক। তাঁরা দিঘিটিকে তাঁদের জীবিকা ও পানীয় জলের উৎস হিসেবে মনে করে। তাই দিঘি ভরাট করে রেলপথ নির্মাণের বিরোধিতা করছেন

তাঁরা। তারকেশ্বর -বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প চালু হলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সঙ্গে হাওড়ার দূরত্ব অনেকটাই কমবে। ইতিমধ্যেই ভাবাদিঘির ৬০০ মিটার বাদ দিয়ে গোঘাট ও কামারপুকুর পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তারকেশ্বর থেকে গোঘাট পর্যন্ত ট্রেন চলছে ও অন্যদিকে বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত রেলের সিআরএস হয়ে গেছে। কামারপুকুর ও জয়রামবাটির মধ্যে রেললাইনের কাজ জোরকদমে চলছে। তৈরি হয়ে গেছে কামারপুকুর রেল স্টেশনও। কাজ আটকে শুধু এই ভবাদিঘিরই।

সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ল বর্ধমান রাজপরিবারের ঐতিহাসিক মন্দির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সাড়ে তিনশো বছরের ইতিহাস এক নিমেষে ধুলোয় মিশে গেল। বর্ধমান রাজপরিবারের রাজা মেহতাব চাঁদের সময়ে নির্মিত ঐতিহাসিক লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দির হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় স্তম্ভিত জেলা জুড়ে। মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজবাটি এলাকায় ঘটে এই ঘটনা। মন্দিরের বিশাল দেওয়াল ভেঙে পড়ায় রাজপরিবারের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে। তবে সৌভাগ্যবশত রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটায় বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গেছে। বুধবার সকাল থেকেই ভাঙা মন্দির দেখতে ভিড় জমায় এলাকাবাসী ও দর্শনার্থীরা।

আপাতত পর্যটকদের প্রবেশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে, কারণ অবশিষ্ট অংশও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবেই এই ধ্বংস। পুরোহিতদের আক্ষেপ-সামান্য মেরামতির কাজ হলে আজও দাঁড়িয়ে থাকত মন্দিরটা। অনেকেই ভেঙে যাওয়া প্রাচীন গোল ইট সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। রাজাদের আমলে দুর্গাপুজো, রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই মন্দির। আজও নিয়মরক্ষার জন্য উৎসব পালিত হয়। নাটমন্দিরের একাংশ ভেঙে পড়ায় এবছর দুর্গাপুজো ও ঐতিহ্যবাহী ডান্ডিয়া উৎসব আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিতেই দেওয়ালে ধস নামে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। রাজপরিবারের সদস্যদের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। তারা দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন কি না, সেই দিকেই তাকিয়ে বর্ধমানবাসী। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে মন্দির বর্ধমানের ঐতিহ্যের প্রতীক ছিল, আজ তা কেবল অতীতের স্মৃতি।

মেট্রো পরিষেবা মসৃণভাবে চলছে

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার মেট্রো পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে চলছে। প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর কবি সুভাষ স্টেশনে রেক রিভার্সেলেরও উন্নতি হয়েছে। ফলস্বরূপ, পরিষেবাগুলির উন্নতি হয়েছে এবং যাত্রীরা মেট্রো পরিষেবা গ্রহণে খুশি। উপলব্ধ তথ্য অনুসারে, আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ের সমস্ত করিডোরে মোট ৫.০৪ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে ৩.৭০ লক্ষ যাত্রী ব্লু লাইনে এবং ১.২৪ লক্ষ যাত্রী গ্রিন লাইনে ভ্রমণ করেছেন। বেগুনি এবং হলুদ লাইনে প্রায় ৩৮০০ জন যাত্রী মেট্রো পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

সম্পত্তির লোভে মাকে পিটিয়ে খুন করল ছেলে ও বউমা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মায়ের নামে রয়েছে দশ কাঠা ধানজমি ও দেড় কাঠা জমির উপরে বাড়ি। এই নিয়েই এক বছর ধরে বাড়িতে বিবাদ চলছিল। জানা গিয়েছে, ওই মহিলার ছেলে বহুদিন ধরেই মাকে কখনও ভালোভাবে বুঝিয়ে আবার কখনও মারধর করে ওই সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির জন্য নিজের মাকেই পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলে ও বউমার বিরুদ্ধে। ছেলে-বউমাকে খুনে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে বউমার মায়ের বিরুদ্ধেও। বুধবার মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার কুমরাই গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম অঞ্জলি মণ্ডল। তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর। বৃদ্ধার মেয়ে চিন্তা মণ্ডলের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আমার মাকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করত আমার দাদা, বউদি এবং বউদির মা। চিন্তা মণ্ডল সরাসরি দাদা এবং বউদির বিরুদ্ধে মাকে খুনের অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, আমার মাকে তিনজন মিলে খুন করেছে। এই অভিযোগের পরেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামবাসীদের দাবি, বৃদ্ধার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বড়ঞা থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

করোনা সময় কালে ভালো কাজের জন্য শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন মগরাহাটের এক শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ করোনা সময় কালে স্কুলছুটদের ক্লাসে ফেরানো, বাল্যবিবাহ রোধে ভালো কাজের জন্য শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন মগরাহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল মতিন মল্লিক। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁকে এবছর শিক্ষারত্ন পুরস্কারে ভূষিত করবে রাজ্য সরকার। কোভিড সময় কাল। স্কুল বন্ধ। বাড়িতে আর্থিক অনটন। পেটের খিদের কাছে পড়াশোনা বিলাসিতা মনে হয়েছিল ওদের। কেউ করছিল পরিচারিকার কাজ। কারও পরিবার মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কোভিডের শিকলের বাঁধন কিছুটা কমতেই ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন, ছেলেরা। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলছুটের কারণ জানতে পেরেই এগিয়ে আসেন মগরাহাটের মড়াপাই সেন্ট প্যাট্রিকস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল মতিন । শিক্ষক ও কর্মী, স্থানীয় ক্লাব সংগঠন, অভিভাবক, পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক করেন। রুখে দেন অনেক বাল্যবিবাহ। স্কুলছুটদের ফিরিয়ে আনেন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। এবার শিক্ষক দিবসে শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন সেই প্রধান শিক্ষক আবদুল মতিন মল্লিক। মগরাহাটের মড়াপাই সেন্ট প্যাট্রিকস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল মতিন। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে রাজ্য সরকার তাঁকে এবছর

শিক্ষারত্ন পুরস্কারে ভূষিত করবে। করোনা কালে তাঁর স্কুলে ক্রমেই বাড়ছিল ড্রপ আউটের সংখ্যা। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ১০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী স্কুল ছেড়ে দেয়। পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে ছাত্ররা গোয়া, দমন, দিউ ও অসমের বিভিন্ন হোটেলে কাজে যোগ দেয়। ছাত্রীরা পরিচারিকার কাজও শুরু করে। এছাড়াও স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বেশ কিছু অভিভাবক নাবালিকা ছাত্রীদের বিয়েরও বন্দোবস্ত করেন। এই কথা জানতে পেরে স্কুলছুটদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগী হন আবদুল মতিন বাবু। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মী, স্থানীয় ক্লাব সংগঠন, অভিভাবক, পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক করেন। অভিভাবকদের সঙ্গে লাগাতার আলোচনা করে তাঁদের বোঝান উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব। প্রধান শিক্ষকের কথায় অভিভাবকরা ছাত্রদের ভিনরাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনে ফের বিদ্যালয়ে পাঠান। ছাত্রীদের পরিচারিকার কাজ থেকে বিরত করে ও বাল্যবিবাহ রুখে দিয়ে. স্কুলছুট ছাত্রীদেরও স্কুলে ফিরিয়ে আনেন প্রধান শিক্ষক। এই প্রচেষ্টা ৭০ শতাংশ স্কুলছুট পড়ুয়াকে নতুন করে স্কুলে নিয়ে আসেন। পুরস্কার পাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, ২৮ তারিখে শিক্ষাদপ্তর থেকে একটি মেইল পান তাঁকে এবছর শিক্ষারত্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। পরের দিন ডিআই অফিস থেকেও তাঁকে এবিষয়ে জানানো হয়। আমি স্কুল ছুট ও বাল্যবিবাহ রুখতে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করেছি। সমাজের জন্য কিছু করতে পেরে ভালোই লেগেছে। আমার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করব ভেবে খুব ভালো লাগছে। এই পুরস্কার আমার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

হাওড়া সদরে সংখ্যালঘু সেলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ৬ সেপ্টেম্বর রানী রাসমণি রোডের মঞ্চে রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সভার সমর্থনে বুধবার হাওড়া সদরে

সংখ্যালঘু সেলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননা ও এসআইআর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতার রানী রাসমণি রোডের মঞ্চে রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সভা সফল করতে বুধবার বিকেলে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া জেলা সদর সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ গোলাম মোরসালিম (শিমুল) এর নেতৃত্বে। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সংখ্যালঘু সেলের সহ সভাপতি গুরুচরণ সিং, দক্ষিণ হাওড়া সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ইশাক মল্লিক চন্দন, জগবল্লভপুর ব্লকের সভাপতি শামসুদ্দিন লস্কর, বালি ব্লকের সভাপতি সারফরাজ হোসেন, মধ্য হাওড়া ব্লকের সভাপতি কাইয়ুম আনসারি সহ জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃবৃন্দ।

দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার সিপিএম পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার সিপিএম পঞ্চায়েত প্রধান। তেহট্টে থানার কানাইনগর গ্রাম পঞ্চায়েত ঘটনা। পঞ্চায়েত প্রধান টগরি ঘোষকে গ্রেফতার করে তেহট্ট থানার পুলিশ। জানা যাচ্ছে, বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রধানকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কানাইনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টগরী ঘোষের বিরুদ্ধে সজল ধরার প্রকল্পের টাকা তছরুপের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, জেনারেটরের টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে। এরপর বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জানা যাচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো ভাউচার তৈরি করে বেআইনিভাবে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও একাধিক টেন্ডার দুর্নীতিতে অভিযোগে নাম জড়িয়েছিল এই প্রধান টগরী ঘোষের। গতকাল তাঁকে গ্রেফতার করে তেহট্ট থানা পুলিশ। বুধবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়। নদীয়ার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুমিত বিশ্বাস বলেন, এটা চক্রান্ত। এর নায়ক তৃণমূল কংগ্রেস ও তার নেতারা। আসলে শাসকদলের চক্রান্তের পরও উনি তো পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছিলেন তখন থেকেই বলছিল যাতে দল বদল করে। কিন্তু প্রধান সেটা করেননি। তাই প্রতিহিংসার জন্য এই কাজ করল।

টিআই প্যারেডে দেশরাজকে শনাক্ত করে ফাঁসির দাবি ঈশিতার পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ কৃষ্ণনগরের ছাত্রী ঈশিতা মল্লিক খুনে টিআইডি প্যারেড হল কৃষ্ণনগর জেল সংশোধনাগারে। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন নিহত ছাত্রীর মা কুসুম মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন ঈশিতার বাবা দুলাল মল্লিকও। দুপুরের পর সাংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কুসুমদেবী ও দুলালবাবু অভিযুক্ত দেশরাজ সিংয়ের ফাঁসির শাস্তির দাবি করেছেন। মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণনগর মানিক পাড়ার ঈশিতা মল্লিককে গুলি করে খুনের ঘটনায. দোষীকে শনাক্তকরণের জন্য কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারে টিআই প্যারেড করে পুলিশ। নিয়ে যাওয়া হয় নিহত ছাত্রীর বাবা ও মাকে। সেখানে অভিযুক্ত দেশরাজ সিংকে শনাক্ত করেছেন ছাত্রীর মা। প্রক্রিয়া শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঈশিতার মা কুসুম দেবী বলেন, আমি মেয়ের খুনিকে চিনতে পেরেছি। দেখার পর আমি ভাবলাম একটা নিষ্পাপ মেয়েকে কীভাবে খুন করতে পারল। আমি খুনির কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি চাইছি। বাবা দুলাল মল্লিক জানান, পুলিশের তদন্তের প্রতি আমার ভরসা রয়েছে। আদালতের উপরও পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমি অভিযুক্তর ফাঁসির সাজা চাই। গত ২৫ আগস্ট কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়ার বাসিন্দা ঈশিতা মল্লিককে খুন করেন তাঁর প্রেমিক দেশরাজ সিং। তদন্তকারীদের অনুমান, প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। এই অনুমানের স্বপক্ষে বেশ কিছু তথ্যও পুলিশের হাত লেগেছে। খুনের কাণ্ড ঘটানোর পর উত্তরপ্রদেশ পালিয়ে যায় অভিযুক্ত দেশরাজ সিং। তার পরিবারের সাহায্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল দেশরাজ। তবে খুনের এক সপ্তাহ পর সোমবার ভোরে উত্তরপ্রদেশের গোপন ডেরা থেকে অভিযুক্ত দেশরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে দেশরাজের মামা। এদিকে ধৃত দেশরাজ সিংয়ের বাবা রঘুবিন্দরপ্রতাপ সিংয়ের বিরুদ্ধেও জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। পুলিশের নজরে রয়েছে দেশরাজের মাও। পুলিশ অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা করবে।

VLL

বিরাট লিসিং লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ১, ক্রকড লেন, তৃতীয় তল, রুম নং-৩২৪, কলকাতা-৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিসঃ জাজোদিয়া টাওয়ার, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, রুম নং-ডি-৮, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেলঃ info@vll.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.vll.co.in
সিআইএনঃ এল৬৫৯১০ডব্লু১৯৮৪পিএলসি০৯৮৬৮৪

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্সের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য বিরাট লিজিং লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সভা বৃহস্পতিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১.০০ টায় 'বি বি ডি ব্যাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন৪, 'কমার্স হাউস', ২এ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৮ম তলা, কক্ষ নংঃ ১, কলকাতা-৭০০০১৩-এ অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার ('বিজ্ঞপ্তি') বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, এসইবিআই (তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (তালিকাবদ্ধকরণ প্রবিধান) এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) সহ), ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি কোম্পানির ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা) / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত, এবং যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি ২২শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা) বা আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তাদের কাছে অনুমোদিত মোডে তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায় সরাসরি প্রেরণ করুন। বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রেরণ সম্পন্ন হয়। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vll.co.in, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ওয়েবসাইট (এনএসডিএল) www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালয়ের মানদণ্ডের ৪৪ (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং **সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০টা** থেকে শুরু হবে এবং **বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫.০০টা** পর্যন্ত শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা যাদের শেয়ারের মালিকানা ছিল, অর্থাৎ **১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নোটিশে দেওয়া আছে।

নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যে কোনও ব্যক্তি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করতে পারেন। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই আচরণ করা হবে। কোম্পানি সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার/ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে। তবে, যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোটদান জায়েজ হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে করা ভোটদান অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার জন্য অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব শ্রী আনন্দ খাণ্ডেলিয়া (এফসিএসঃ ৫৮৪১) কে পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর- ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ এ কল করতে পারেন অথবা এনএসডিএলের সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রেকে evoting'nsdl.co.in এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বিরাট লিসিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- মনীষা খান্দেলওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রমাণ লোপাট করতে যুবকের দেহ টুকরো করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পরিবার নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করতেই ওই বন্ধুকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বন্ধুর ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন যুবক। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। সেই ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে। জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তারপর প্রমাণ লোপাটে দেহ চপার দিয়ে টুকরো-টুকরো করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। গোটা ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চাইল পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগরা থানা এলাকায়। সেখানেই বাঁশবেড়িয়া ঝুলুনিয়া এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মণ (৩৬)। গত ২১ অগস্ট পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় মগরা থানায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এলাকায় স্নিফার ডগ এনে তল্লাশি চালানো হয়।পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফে গঙ্গাতে তল্লাশি চালানো হয়। ঘটনায় শিবনাথ সাউ ওরফে শিবুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মগরা থানার পুলিশ শিবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুইজনকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় ঘুরতে গিয়েছিলেন লক্ষ্মণ। সেখান থেকে ফিরে আসার পর শিবু তাঁকে স্থানীয় ক্লাবে ডেকে নিয়ে যান বলে দাবি করে পরিবারের। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় লক্ষ্মণকে। খুনের পর প্রমাণ লোপাট করতে দেহ চপার দিয়ে টুকরো টুকরো করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার সঙ্গে শিবু যুক্ত আছে বলে প্রাথমিক অনুমান করে পুলিশ। এরপর শিবুকে গ্রেফতার করে জেরা করতেই লক্ষ্মণকে খুনের কথা স্বীকার করে অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরোনো শত্রুতার জেরেই খুন করা হয়েছে তাঁকে। হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিত সিনহা মহাপাত্র জানান, নিখোঁজের একটা অভিযোগ দায়ের হয়.মগরা থানায়। আমরা সেই মতো শুরু করি।অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর নিখোঁজ যুবককে খুঁজে পেতে সব রকম প্রচেষ্টা চালায়.পুলিশ। অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যুবককে তারা খুন করেছে। সেই মতো আমরা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করি। খুনে ব্যবহৃত একটি ছুরি এবং গামছা উদ্ধার হয়েছে। এখনো পর্যন্ত দেহ পাওয়া যায়নি। স্নিফার ডগ নিয়ে এসেও আমরা তল্লাশি চালিয়েছি। এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ ও খতিয়ে দেখা হয়েছে। এলাকার অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। দেহ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

পোলবায় গ্রেফতার দুই ভুয়ো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পোলবায় গ্রেফতার দুই ভুয়ো পুলিশ। উদ্ধার পুলিশের পোশাক ও নকল অস্ত্রের খাপ। পুলিশের পোশাক পরে তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ। পরবর্তীতে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। পোলবা থানায় ডিএসপি-ডিএন্ডটি প্রিয়ব্রত বক্সী জানান, পুলিশ সেজে তোলাবাজির অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সৌমদীপ সাঁতরা (২৮), বাড়ি বলাগড়ের কুন্তীঘাটে, প্রতাপ ঘোষ (৩৬), বাড়ি মগরার তালান্ডু মালিপাড়া। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশের পোশাক, পিস্তল রাখার খাপ, দুটি মোবাইল ফোন,কার্তুজের ব্যাগ। মঙ্গলবার রাতে সুগন্ধার একটি কারখানা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পোলবা থানার পুলিশ। বুধবার তাদের আদালতে পেশ করে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএসপি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো পরিচয়ে এই দুই অভিযুক্ত বিভিন্ন এলাকায় প্রতারণা চালাত। তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এর পিছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না। সুগন্ধা দিল্লি রোডের পাশে কারখানা রয়েছে তপন মজুমদারের। গত বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় কয়েকবার পুলিশ সেজে গিয়েছিল অভিযুক্তরা। পুলিশের পোশাক পরে কারখানায় ঢুকে কর্মীদেরকে ভয় দেখায়। তারপর ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে। ব্যবসায়ী বলেন, হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায, সপ্তগ্রামের বিধাযক তপন দাশগুপ্তর সঙ্গে ছবি দেখিয়ে শাসক দল ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে অভিযুক্তরা। টাকা না দিলে ব্যবসা করতে পারবেন না। এরপরই পোলবা থানা বিষয়টি জানতে পারে।

জখম দুই শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ায় বাঁকড়ার নয়াবাজ এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জখম দুই শ্রমিক, ভর্তি হাসপাতালে। বুধবার দুপুরে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ করার সময় বিদ্যুপৃষ্ট হন তাঁরা। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকড়ার নয়াবাজ ফকিরপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুই শ্রমিককেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে আসা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতেরা হলেন সাহাবুদ্দিন মোল্লা (৬৩) এবং মইদুল খাঁ (৩১)। অ্যাম্বুলেন্স চালক গণেশ গুহ জানান, এদিন দুপুরে বাঁকড়ার ফকিরপাড়া এলাকায় বাথরুম সংস্কারের কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। কাজ চলাকালীন কোনও কারণে ২ জন শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। জখম হন তাঁরা। তাঁদেরকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই জখম ২ শ্রমিক চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

চলুন বেড়িয়ে আসি

পুজোর ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে যেতে চান, রইল ৪ অফবিট গন্তব্যের সন্ধান
ডুয়ার্সের কিছু জায়গা আজও প্রচারের আড়ালেই রয়ে গিয়েছে

পুজোর কলকাতার চেহারাটা প্রতি বছরই একটু একটু করে পালটাচ্ছে। বাড়ছে থিমের ঘনঘটা, আলোর রোশনাই আর সঙ্গে মানুষের ভিড়। পুজোর এই চেনা ছবিটা অনেকেই

মিস করতে চান না। তাই তাঁরা মনে করেন যে এইসময় কলকাতাই তাঁদের জন্য 'নতুন ডেস্টিনেশন'। কিন্তু যাঁদের কাছে পুজোর এই চারটে দিনের ছুটি মহার্ঘ। যাঁরা এই কোলাহল থেকে অনেক দূরে গিয়ে থাকতে চান তাঁদের জন্যও রইল। ডুয়ার্সের কিছু জায়গা আজও প্রচারের আড়ালেই রয়ে গিয়েছে। নৈসর্গিক দৃশ্যের অধিকারী হলেও একমাত্র সেরকম ভ্রমণপিপাসু না হলে পর্যটকরা খুব একটা ভিড় জমান না এসব জায়গায়। সারা বছরের শশব্যস্ত শিডিউলের ক্লান্তি থেকে রেহাই পেতে চাইলে পুজোর ছুটিতে দিন কয়েক বিশ্রামের জন্য বেছে নিতেই পারেন এই অফবিট ডেস্টিনেশনগুলি। এমন জায়গা যেখানে ঘুম ভাঙে পাখিদের কলতানে। এমন জায়গা যেখানে ভোরের বাতাস শিরশিরানি অনুভূতি জাগায় হৃদয়ে। যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকা যায়। ভাবছেন তো কোথায় মিলবে ভিড়ের দাপট এড়িয়ে এমন শান্তির আশ্রয়? তাহলে রইল দার্জিলিংয়ের অনতিদূরে চার সৌন্দর্যের খনির খোঁজ। থাকা-খাওয়া মিলিয়ে কীরকম খরচ পড়বে? রইল সেসবের সুলুকসন্ধানও।

কোলবং-দার্জিলিংয়ের খুব কাছেই পাহাড়ঘেরা অপূর্ব গ্রাম কোলবং। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত সবুজে সাজানো পাহাড়। একটু দূরেই তাকালে দেখা মেলে সুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘার। হাত বাড়ালেই মেঘ ছোঁয়া যায় এই গ্রামে। এককথায় প্রকৃতি যেন নিজহাতে সাজিয়েছে ছোট্ট এই গ্রামকে। শিলিগুড়ি থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ১০২ কিলোমিটার। এনজেপি কিংবা শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে সরাসরি একটি রিজার্ভ প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে চলে আসা যায় এখানে।

বারমেক- কালিম্পংয়ের কাছেই একটা ছোট্ট গ্রাম। যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সাধ মিটবে ঘরে বসেই। এখানকার ঠান্ডা বাতাস এক নিমিষে ভুলিয়ে দিতে পারে নিত্যদিনের কোলাহল, ব্যস্ততাকে। এখান থেকে সিকিমের একটা অংশ দেখা যায়। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন কিংবা বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নেমেই সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছে যেতে পারবেন বারমেকে। মোটে ৬৫-৭০ কিলোমিটার।

দারাগাঁও- কালিম্পং পার করে এগোলেই দারাগাঁও। রামধুরার পরই দারাগাঁও। চারিদিক ঢাকা ঘন সবুজ পাহাড়। দারাগাঁওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইন আর সিঙ্কোনা। দারাগাঁওয়ের কোলে বসে দেখা যায় দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিমের পাহাড়। দারাগাঁওতে স্টে করে সহজেই ঘুরে নিতে পারবেন ইচ্ছেগাঁও, সিলেরিগাঁও, রামধুরা।

গুরদুম- মানেভঞ্জন থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে এক ছোট্ট গ্রাম। শিলিগুড়ি থেকে সুখিয়া পোখরি হয়ে মানেভঞ্জন চলে যান। সেখান থেকে ব্রেক করে গুরদুমে পৌঁছতে হবে। দার্জিলিং থেকে যেতে চাইলে শেয়ার ক্যাব করে নিন সুখিয়া পোখরি অবধি। সেখান থেকে আবার গাড়ি নিয়ে গুরদুম। এখান থেকে টুমলিং, শ্রীখোলা, টোংলু, ধোত্রের মতো ডেস্টিনেশনগুলো কাছে।

খরচ- কোলবং, বারমেক হোক কিংবা দারাগাঁও, গুরদুম, এই প্রত্যেকটি জায়গাতেই বাগডোগরা এয়ারপোর্ট কিংবা এনজেপি স্টেশন থেকে যেতে হলে গাড়ি ভাড়া করতে হবে। চাইলে শেয়ার গাড়িও পেয়ে যেতে পারেন সেখানে। পুরো গাড়ি ভাড়া করলে খরচ প্রায় প্রায় ৪ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকার মধ্যে। শেয়ার গাড়িতে গেলে মাথাপিছু খরচ অনেকটা কম পড়বে। হোমস্টেগুলিতে মাথাপিছু খরচ ১৭০০ টাকা থেকে আড়াই হাজার নিত্যদিন। লাঞ্চ ছাড়া ব্রেকফাস্ট এবং ডিনার থাকবে প্যাকেজে। কোনও কোনও হোমস্টেতে সান্ধ্যকালীন খাবার কমপ্লিমেন্ট (বিনামূল্যে) হিসেবে পেয়ে যেতে পারেন। তবে মরশুম অনুযায়ী রেট দেবে।

বিজনবাড়ি থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে রয়েছে কোলবং নামে আরও এক পাহাড়ি জনপদ। এখানে পর্যটকদের আসা যাওয়া

পরিবর্তন হতে পারে। সব মিলিয়ে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবেন, তাতে মন চাঙ্গা হবে আলবাত! বিজনবাড়ি হল উত্তরবঙ্গে পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে থাকা একটা এমন আস্তানা যা একটু অফবিট লোকেশনের সন্ধানে থাকা পর্যটকদের পছন্দের একদম তালিকার শীর্ষে। সারাদিন নদীর পাড়ে বসে সময় কেটে যাবে আপনার। তাই পুজোর কোলাহল এড়িয়ে একান্তে নিরিবিলিতে যদি সময় কাটাতে চান তাহলে এই গন্তবে আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। কোন কোন জায়গা ঘুরে দেখবেন এই অঞ্চলের সেটাও জেনে রাখা দরকার। যেহেতু বিজনবাড়ির দূরত্ব দার্জিলিং থেকে মাত্র ২৪ কিলোমিটার। তাই যাত্রাপথে ঘুরে নিতে পারবেন চংটং, সিংথাম'র মতো টি-এস্টেটগুলি। এই যাত্রাপথেই দেখতে পাবেন বেশ কিছু লুকিয়ে থাকা জলপ্রপাত যা আপনার মন ভালো করে সেই অর্থে নেই বললেই চলে। প্রকৃতি এখানে অন্যভাবে ধরা দেয়। শুধু তাই নয় এই কোলবংয়ের পাশেই রয়েছে সিকিম ও দার্জিলিং। তাই দার্জিলিং হয়ে বিজনবাড়ি না এসে থাকলে আপনি এখান থেকে দুই জায়গাই সহজে ঘুরে নিতে পারবেন।

বিজনবাড়ি থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে পাবেন ঝেপি। রঙ্গিত নদী এখানে আপন খেয়ালে তিরতির করে বয়ে যায়। হোমস্টের সংখ্যা এখানেও বেশ তুলনামূলকভাবে কম। তবে যে কটি হোমস্টে রয়েছে সেগুলিতে পাবেন সেখানকার ফার্ম হাউজে ফলানো টাটকা সবজি। কি তাহলে কী ভাবছেন? যাবেন নাকি এই পুজোয় অফবিট বিজনবাড়িতে আপনার পুজোর ছুটিটা কাটাতে? তাহলে আর ভাবা কেন? আজই বুকিং সেরে ফেলুন আপনার এই পুজোর গন্তব্যের।

অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী পর্যটকদের কাছে এক স্বপ্নের গন্তব্য সান্দাকফু

পুজোর সময় সান্দাকফু বেড়াতে যাবেন কি করেছেন। দুর্ঘটনা রুখতে এবং পরিবেশ রক্ষায়এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত ও নেপালের যৌথ কমিটি 'নমস্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা ইকো-ট্যুরিজম'। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ ট্রেকিং রুটকে 'ওয়েস্ট ফ্রি রুট' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে শামিল হয়েছে দুই দেশের ট্যুর অপারেটর, হোটেল মালিক, হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশন, জিটিএ, রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসন। ট্রেকাররা এবার থেকে সান্দাকফুতে কোনো ধরনের প্লাস্টিক বা বর্জ্য ফেলে আসতে পারবেন না। ট্রেক শুরুর আগে এবং শেষে পর্যটকদের বহন করা সামগ্রী মিলিয়ে দেখা হবে। এর জন্য থাকবেন পর্যাপ্ত ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং নির্দিষ্ট চেকপয়েন্ট। সান্দাকফুতে অতীতে পর্বতারোহীদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবারে দুর্গম এলাকাগুলিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার, মাস্ক ও জরুরি ওষুধ রাখা হবে।

'নমস্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা ইকো-ট্যুরিজম'-এর চেয়ারপার্সন কেশরী গুরুং জানান, গত ১০-১১ জুন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক 'ক্রস বর্ডার ইকো-ট্যুরিজম' উৎসবে ভালো সাড়া মেলায়.অনেক সংস্থা পরিবেশবান্ধব পর্যটনে যুক্ত হতে আগ্রহ দেখিয়েছে। তাই এবারে পুজোর সময়ে আরও বেশি সচেতনতা ও কড়াকড়ির মাধ্যমে ট্রেক রুটকে সম্পূর্ণ বর্জ্যহীন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে শুধু ট্রেকার নয়, সাধারণ পর্যটকরাও গাড়ি করে সান্দাকফুতে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই প্লাস্টিক বোতল, চিপস বা বিস্কুটের প্যাকেট ফেলে আসছেন। এই প্রবণতা রুখতেই এবার গাড়ি চালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাঁরা পর্যটকদের বোঝাতে পারেন পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব। গাড়িতে ওঠার আগেই পর্যটকদের সতর্ক করা হবে যে, কোনও বর্জ্য সান্দাকফুতে ফেলা যাবে না, এবং তা নিজের সঙ্গেই ফিরিয়ে আনতে হবে।

রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু জানান, প্রায় দু'শো বছর ধরে এই রুট দিয়ে ট্রেকিং ও পর্বতারোহণ চলছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অতিরিক্ত পর্যটনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। সান্দাকফু ও তার আশেপাশে বর্তমানে ১৩০টিরও বেশি হোটেল ও বহু হোমস্টে গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর বর্জ্য নিষ্পত্তির কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। এবার সেইসব হোটেল ও হোমস্টেগুলোকেও নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করা হবে।

সান্দাকফু শুধু একটি ট্রেক রুট নয়, এটি এক স্বর্গীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। এখান থেকে পৃথিবীর পাঁচটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে, মাকালু ও চো ওয়ু দেখা যায়। রডোডেনড্রনের সৌরভে ঘেরা এই অঞ্চল অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী পর্যটকদের কাছে এক স্বপ্নের গন্তব্য। কিন্তু সেই স্বপ্নকে টিকিয়ে রাখতে হলে পর্যটকদেরও দায়িত্ববান হতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের একার উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, সচেতনতা চাই সাধারণ পর্যটকদের মধ্যেও। শুধু সৌন্দর্য উপভোগ নয়, সেই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও আমাদেরই। ভারত-নেপাল যৌথ কমিটির এই উদ্যোগ যদি সফল হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্য সান্দাকফু হতে পারে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের এক আদর্শ মডেল।

ভলভো কার ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিকতম BEV সংযোজন সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকভলভো EX৩০

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভলভো কার ইন্ডিয়া আজ কলকাতার SPL ভলভোডিলারশিপে তাদের সাম্প্রতিকতম BEV - EX30 উন্মোচন করেছে, যা সমস্ত বৈদ্যুতিক SUV-এর জন্য একটি উদ্ভাবনী উৎকর্ষতার নিদর্শন স্থাপন করেছে। বহু প্রতীক্ষিত সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক স্কঙ্গঙটি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যের বিবরণ সহ লঞ্চ করা হবে এবং গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ শুরু হবে ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে। কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুর হোসাকোটে কোম্পানির প্ল্যান্টে EX30 একত্রিত করা হচ্ছে।EX30 হল ভলভোর সবচেয়ে টেকসই গাড়ি যা এখন পর্যন্ত যেকোনো সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ভলভোর তুলনায় সবচেয়ে কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট ধারণ করে এবং এর আকর্ষণীয় অভ্যন্তরীণ অংশ পুনর্ব্যবহৃত ডেনিম, PET বোতল, অ্যালুমিনিয়াম, PVC পাইপ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নকশা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে, নিরাপত্তা পরীক্ষায় পাঁচ তারকা রেটিং অর্জন করেছে। EX30-এ সংঘর্ষ কমাতে ইন্টারসেকশন অটো ব্রেক, দরজা খোলার দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য দরজা খোলার সতর্কতা এবং ৫টি ক্যামেরা, ৫টি রাডার এবং ১২টি আল্ট্রাসনিক সেন্সরের সমন্বয়ে তৈরি উন্নত সেফ স্পেস টেকনোলজির মতো সক্রিয় সুরক্ষা সরঞ্জামও রয়েছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ঋতু এবং দর্শনীয় স্থান দ্বারা অনুপ্রাণিত পাঁচটি অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং খিম এবং শব্দ একটি সম্পূর্ণ নিমগ্ন অভিজ্ঞতা প্রদান করে। নতুন হারমান কার্ডন সাউন্ডবারের কনসেপ্ট এর সাথে, একটি ১০৪০চ অ্যামপ্লিফায়ার এবং নয়টি উচ্চ-পারফরম্যান্স স্পিকার সহ, এই অত্যাধুনিক সিস্টেমটি সকলের জন্য একটি অনন্য নিমগ্ন সারাউন্ড সাউন্ড সরবরাহ করে। ১২.৩-ইঞ্চি উচ্চ-রেজোলিউশন সেন্টার ডিসপ্লেটি সহজবোধ্য এবং অভিযোজনযোগ্য, গুগল বিল্ট-ইন, 5G সংযোগ, OTA আপডেট এবং আরও অনেক কিছু সহ। এই হেড-টার্নারের একটি নতুন মসৃণ নকশাও রয়েছে এবং এটি অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে। এর মধ্যে রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ রেড ডট পুরস্কারঃ সেরার সেরা পণ্য নকশা ২০২৪ এবং ওয়ার্ল্ড আরবান কার অফ দা ইয়ার ২০২৪ 1EX30 ৪ বছরের ব্যাটারি ওয়ারেন্টি সহ আসে এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট হিসাবে একটি ওয়াল বক্স চার্জার অন্তর্ভুক্ত করে। গাড়িটি কীভাবে এটির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তাও পুনর্কল্পনা করে। NFC (নিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি কার্ড) এর সাহায্যে, কেউ কেবল সেন্সরে ট্যাপ করে গাড়িটি আনলক করতে পারে। অতিরিক্তভাবে, ভলভো কার অ্যাপে ডিজিটাল কী প্লাস এর সাহায্যে, ফোনটি নিজেই একটি চাবি হিসাবে কাজ করে।

প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদার অঙ্গীকার বেলজিয়ামের

৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে বেলজিয়াম। এর আগে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কানাডা এই ঘোষণা করেছিল। এবার বেলজিয়ামও জানিয়ে দিল, এই মাসের শেষেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে তারা এই সমর্থন জানাবে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভট এমনটা জানিয়েছেন।সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ' অধিবেশনে বেলজিয়াম প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেবে! এবং ইজরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।' তিনি জানিয়েছেন, তেল আভিভের বিরুদ্ধে ১২টি নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। যার মধ্যে রয়েছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে অবৈধ ইজরায়েলি বসতি থেকে পণ্যের আমদানির উপরে নিষেধাজ্ঞা এবং ইজরায়েলি সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকারি স্তরে বাণিজ্যিক লেনদেনের মূল্যায়ন।

তবে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি শর্তের উল্লেখ করেছেন প্রিভট। জানিয়েছেন, গাজা থেকে শেষতম পণবন্দিকেও মুক্তি দিতে হবে। এবং হামাসের কোনওরকম ভূমিকাই থাকবে প্যালেস্টাইনকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে। উল্লেখ্য, গত জুলাইয়েই কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ঘোষণা করেন, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবেন তাঁরা। এর আগে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের তরফে জানানো হয়েছিল, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না হলে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে তারা। তবে ব্রিটেনও শর্ত আরোপ করেছে। জানানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে ৭ অক্টোবরে পণবন্দিদের মুক্তি, যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি ও অস্ত্রত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে হামাসকে। একইসঙ্গে তাদের জানাতে হবে, গাজার শাসন ব্যবস্থায় তাদের কোনও ভূমিকা থাকবে না।প্রসঙ্গত, হামাস

নিধন যজ্ঞে নেমে গাজাকে কার্যত 'নরকে পরিণত করেছে ইজরায়েল। গোটা গাজা হয়ে উঠেছে আস্ত ধ্বংসস্তূপ। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই জানা গেল গাজা থেকে ২০ লক্ষ বাসিন্দাকে সরানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মার্কিন আধিকারিকদের কাছে থাকা নথিপত্রের তথ্য তুলে ধরে ওই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, আমেরিকা গাজাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার নয়া পরিকল্পনা করেছে। এই প্রকল্পে সেখানকার ২০ লক্ষ বাসিন্দাকে অস্থায়ীভাবে সরানো হবে মিশর, কাতারের মতো দেশগুলিতে। যতদিন না গাজাকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে ততদিন দেশছাড়া হয়ে থাকতে হবে বাসিন্দাদের। প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে অন্তত চার বছর সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সময়কালে গাজার বাসিন্দাদের বাইরে থাকার ভাড়ার ভর্তুকি, ডিজিটাল টোকেন ও নগদ কিছু অর্থ দেওয়া হবে। এক বছর পর্যন্ত খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।মার্কিন আধিকারিকদের কাছে থাকা নথিপত্রের তথ্য তুলে ধরে ওই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, আমেরিকা গাজাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার নয়া পরিকল্পনা করেছে। যে পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে ।

সুদানে ভয়ংকর ভূমিধসে জনশূন্য গ্রাম!

ভয়ংকর ভূমিধসের কবলে আফ্রিকার সুদান। পশ্চিম সুদানের দারফুর অঞ্চলে একটি পাহাড়ি গ্রাম ধসের জেরে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনায় এক হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে দেশটির বিদ্রোহী গোষ্ঠী দ্য সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট। গ্রামের মাত্র একজন বাসিন্দা কপালজোরে প্রাণে বেঁচেছেন। সুদানের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে অতিভারী বৃষ্টির পর গত ৩১ আগস্ট ধস নামে মারা মাউন্টেনস এলাকার তারাসিন নামে ওই গ্রামে। দুর্ঘটনার পর গোটা গ্রামকে গিলে নেয় মৃত্যু। পরে একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ধসের জেরে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে দ্য সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট। উল্লেখ্য, ২০২৩ সাল থেকে গৃহযুদ্ধে উত্তপ্ত সুদান। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছেন দেশটির সশস্ত্র বাহিনীরই দুই জেনারেল- আবদেল আল ফতা আল বুরহান ও জেনারেল মহম্মদ হামদান দাগালো। প্রথম জন সুদানের সেনাপ্রধান এবং ২০১৯ থেকে দেশের সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থার জন্য ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলের প্রধান। দ্বিতীয় জন দেশের আধাসামরিক বাহিনী ' সাপোর্ট ফোর্স' (আরএসএফ)-এর প্রধান তথা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। দুজন জেনারেলের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার ভঙ্গ, লুটতরাজ, নৃশংসতা ও ধর্ষণে মদতের অভিযোগ রয়েছে। গত বছর এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে চলা লড়াইয়ে যুযুধান দুই পক্ষের কেউই সংঘর্ষবিরতি মানছে না। রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার লড়াইয়ে পশ্চিমের দারফুর প্রদেশে কয়েকশো মানুষ নিহত হয়েছেন। রাজধানী খারতুমেও প্রাণ হারিয়েছেন অনেকেই। যুদ্ধের জেরে ২০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত।

উৎসবের মরশুমে, জেবিএল নিয়ে এসেছে নতুন অডিও লাইনআপ

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত উসবের মরশুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে, জেবিএল ইন্ডিয়া.তাদের সাউন্ড অফ সেলিব্রেশনস ৩৬০-ডিগ্রি মার্কেটিং ক্যাম্পেন চালু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক সাউন্ডস্কেপ উদযাপনের একটি সঙ্গীত। এই ক্যাম্পেনটি জেবিএল পার্টিবক্স এংকর ২, এংকর এসএনশিয়াল ২, পার্টিবক্স ৫২০, চার্জ ৬, ফ্লিপ ৭ এবং জেবিএল বার ১৩০০ সহ একটি নতুন প্রোডাক্ট লাইনআপও চালু করেছে, যা একাধিক প্ল্যাটফর্ম জুড়ে শব্দ, আবেগ এবং উদ্ভাবনের মিশ্রণ নিয়ে আসে। ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেন- সাউন্ড অফ সেলিব্রেশনসএই উসবের মরশুমে, জেবিএল ইন্ডিয়া সাউন্ড অফ সেলিব্রেশনস অ্যান্থেম প্রকাশ করেছে.

Name Change

I, Ali Murtuja Molla (Old Name) S/o Md Mohasin Ali Molla Residing at Vill+P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Ali Murtuja Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-09-2025. Ali Murtaja Molla (Old Name) and Md Ali Murtaja Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Najrul Islam Mondal (Old Name) S/o Ibrahim Mondal Residing at Paschim Nadiya Uttar Para, Basirhat, Nadia, District - North 24 Parganas, Pin - 743437, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nazrul Islam Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-09-2025. Najrul Islam Mondal (Old Name) and Nazrul Islam Mondal (New Name) both are same and one identical person

Name Change

I, Rahatulla Mondal, my father's (Old Name) Obaidullah Mondal S/O–Awal Hossain Mondal resident of Shyamnagar Paschimpara , Shyamnagar , Nowda , Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my father's name from Obaidullah Mondal to Abu Obaidullah Mondal and henceforth my father's shall be known as Abu Obaidullah Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/09/2025. My father's name Abu Obaidullah Mondal & Obaidullah Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Roficul Wara (Old Name) S/O–Nezamuddin Ahmed resident of Vill- Wara House Antar Dwipa , Po-Bhasaipaikar , Ps-Samsherganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Roficul Wara to Md Roficul Wara and henceforth I shall be known as Md Roficul Wara (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Md Roficul Wara & Mohammad Roficul Wara both are same and one identical person.

Name Change

I, Prosanta Ghosh S/O- Bipulananda Ghsoh resident of Vill + P.O.- Rajoor, P.S.-Ketugram, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713129, shall henceforth be known as 'PRASHANTA KUMAR GHOSH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/09/2025. That Prosanta Ghosh and Prashanta Kumar Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, Najrul Islam Mondal (Old Name) S/o Ibrahim Mondal Residing at Paschim Nadiya Uttar Para, Basirhat, Nadia, District - North 24 Parganas, Pin - 743437, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nazrul Islam Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-09-2025. Najrul Islam Mondal (Old Name) and Nazrul Islam Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sreya Bose(old name) W/O Subhankar Mukherjee, residing at 7 Snuff Mill Street, Belgharia Kolkata PIN.700056, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shreya Bose Mukherjee (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit No 17 dated 28/08/2025. Shreya Bose Mukherjee (new name) and Sreya Bose (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anuradha Chaudhuri Nee Ghosh W/o Abhijit Chaudhuri Residing at AA 48/49 Maa Tara Apartment, FL No-3B, 2nd Floor, P.o - Prafulla Kanan, Krishnapur North, District - North 24 Parganas, Pin - 700101, West Bengal India shall henceforth be known as Anuradha Chaudhuri Ghosh. I declare that Anuradha Chaudhuri Nee Ghosh and Anuradha Chaudhuri Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-09-2025.

Name Change

I, Mahasin Ali Molla alias Md Mahasin Ali Molla (Old Name) S/o Abdul Mujit Molla Residing at Vill+P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Mohasin Ali Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-09-2025. Mahasin Ali Molla, Md Mahasin Ali Molla (Old Name) and Md Mohasin Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sudeep Kumar Agarwal (Old Name) S/o Ashok Kumar Agarwal Residing at 509, G.T Road South, P.o - Ramkrishnapur, P.s - Howrah, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sudeep Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-09-2025. Sudeep Kumar Agarwal (Old Name) and Sudeep Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Kausar alias Kousar Khan (Old Name) S/o Mohammad Baksis Ali Residing at 51/A, Golam Jilani Khan Road, Vtc - Tiljala, P.o - Tiljala, District- South 24 Parganas, Pin - 700039, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Qauser (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14 Dated 03-09-2025. Md Kausar, Kousar Khan (Old Name) and Mohammad Qauser (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Moniruzzaman my Father's (Old Name) Md Tajruddin resident of Vill-Chahya palli , Word No- 02 , Po+ Ps-Nalhati , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin- 731220 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Tajruddin to Md Tajuddin and henceforth I shall be known as Md Tajuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavid Rampurhat court on 26/08/2025. My name Md Tajuddin & Md Tajruddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Matiur Rahaman (Old Name) S/O–Injir Shaikh resident of Kulaichandipara Office Baganpara , Debagram , Kaliganj , Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Md Matiur Rahaman to Matiyur Rahaman and henceforth I shall be known as Matiyur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/09/2025. My name Matiyur Rahaman & Md Matiur Rahaman both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি SEKH ABDUL KADER (পুরাতন নাম) পিতা মৃত SK ABDUL SUKUR স্থায়ী ঠিকানা VILL - HETESOLE, P.O.-FULBERIA, P.S-GARHBETA, DIST.- P. MEDINIPUR, প ঃ বঃ পিন নং ৭২১১২৭. ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা SK ABDUL KADER (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। তারিখ ২২.০৭.২০২৫ (SL.NO 5901) এফিডেভিট বলে SEKH ABDUL KADER (পুরাতন নাম) এবং SK ABDUL, KADER (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি।

Name Change

I, TAPASHI GHOSH (OLD NAME) W/O RABI SHANKAR THAKUR , RESIDING AT4A, RAKHAL DAS AUDDY ROAD,POST + P. S - ALIPORE,DIST - KOLKATA PIN - 700027 ,STATE ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPASHI THAKUR GHOSH (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 03/09/2025 TAPASHI THAKUR GHOSH (NEW NAME) AND TAPASHI GHOSH (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SHREYA KAUSHAL (Old Name) D/O MAHENDRA PRATAP SINGH Residing at 68, Pathuria Ghat Street, P.O.- Beadon Street, District - Kolkata, Pin - 700006 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SHREYAA SINGH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 03-09-2025. SHREYA KAUSHAL (Old Name) and SHREYAA SINGH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SHABANA (Old Name) W/O ZAFAR WASIM Residing at 22/2D, Gora Chand Road, P.O.-Entally, P.S.-Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SHABANA ANJUM (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 03-09-2025. SHABANA (Old Name) and SHABANA ANJUM (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Abbas Uddin Mollah (Old Name) S/o Samser Ali Molla Residing at Vill - Purba Poali, Vtc - Poali, P.o - Poali, P.s - Nodakhali, District- South 24 Parganas, Pin - 743318, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Abbas Uddin Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13 Dated 03-09-2025. Abbas Uddin Mollah (Old Name) and Abbas Uddin Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Laquman S/o Abdur Rauf Residingm at 1/4/A, 2nd Floor, Collin Lane, P.o - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal India shall henceforth be known as Md Laquman. I declare that Mohammad Laquman and Md Laquman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-09-2025.

Name Change

That, I have Aadhaar Card being NO. 3194 4089 8601 Voter Card being NO. MHD2732808 in my name. That I have a Aadhaar card being no. 6249 8062 6905 & Birth Certificate being NO. 1475/2006 on 20/12/2006 of Champdani Municipality in my son's name. That, my name has been written and recorded in my aforesaid Birth Certificate as Asghary Anwar. That, Asgari Anwar and Asghary Anwar is one and same identical lady. Affidavit by Judicial Magistrate Chandannagar Court.

Name Change

That, I have a Aadhaar card being no: 3194 4089 8601, Voter Card Being No: MHD2732808 in my name. That, I have a Aadhaar Card being No: 4723 7234 1816 & Birth Certificate Being No: WB-BR-2012/20012/1618 no 16/06/2012 of Champdany Municipality in my daughter's name. That, my name has been written and recorded in my aforesaid Birth Certificate as Asghary Anwar. That, Asgari Anwar and Asghary Anwar is one and same identical lady. Affidavit by Judicial Magistrate Chandannagar Court.

Name Change

I, EKADASHI BISWAS W/o Kartick Chandra Biswas residing at Paschim Sikta, Makalpur, Dhaniakhali, Dist.-Hooghly, Pin-712305 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name EKADASHI BISWAS(DOB-12/06/1955) instead of ACADASI DAS(DOB-01/01/1967) which is wrongly recorded in my character certificate issued by Belpukur Girls High School vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Hooghly at Chinsurah on dated 18/07/2025. EKADASHI BISWAS and ACADASI DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, Kartick Chandra Biswas S/o Late Kunjabehari Biswas residing at Vill-Makalpur, PO-Makalpur, PS-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Kartick Chandra Biswas instead of Kartic Chandra Biswas which is wrongly recorded in my School Transfer Certificate dated 08/04/1987 issued by Dhubulia Shyamaprasad Shikshyanatan vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Hooghly at Chinsurah on dated 02/08/2025. Kartick Chandra Biswas and Kartic Chandra Biswas both are same and one identical person.

আলিপুরদুয়ারের চৌধুরী বাড়ির সদস্যরা ব্যস্ত প্রাচীন দুর্গা পুজোর আয়োজনে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ আগমনীর বার্তায় মুখর প্রকৃতি। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বর্ষার শ্যাওলা সরিয়ে রঙ চলছে ঠাকুর দালানে। আলিপুরদুয়ারের চৌধুরী বাড়ির সদস্যরা ব্যস্ত প্রাচীন দুর্গা পুজোর আয়োজনে।

পুজো আসতে আর দিন কয়েক বাকি। জেলাজুড়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে। আলিপুরদুয়ারের চৌধুরী বাড়ির পুজো প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন। সেন বংশের আমল থেকে হয়ে আসছে এই পুজো। পূর্বে অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার ফুলিয়াতে প্রথম পুজো শুরু করেছিলেন অনুপ নারায়ণ চৌধুরী। এর পর বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর জমিদারি নিয়ে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে চলে যায় চৌধুরী পরিবার। কাঁঠালগ্রামে ফের শুরু হয় পুজো। তার পর সেখান থেকে আলিপুরদুয়ারে চলে আসেন তরুণ, নবীন চৌধুরীরা। তরুণ চৌধুরী জানান, ঠাকুরদালান পরিস্কারের কাজ চলছে। নিয়ম অনুযায়ী বাড়িতেই দুর্গামূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মহালয়ার সময় চক্ষুদান করা হয় দেবীর। বিদেশ থেকে আত্মীয়-পরিজনেরা সেদিন প্রবেশ করবেন বাড়িতে। নবীন চৌধুরী জানান, বহু বছরের পুরনো কাঠামো পুজো করে দেবীর মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়। নিয়ম, উপাচার মেনে আমরা পুজো করি। ময়মনসিংহ থেকে ১৯৫০ সালে চৌধুরীরা চলে আসেন। আলিপুরদুয়ারে ১৯৫০ সাল থেকে পুজো হয়ে আসছে। অষ্টমীর দিন মৃণ্ময়ী কালীপুজো করা হয় যা এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পুজোয় সামিল হতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সস্ত্রীক এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। চৌধুরী পরিবারের অনেক সদস্য দেশে ও বিদেশে কর্মরত। কলকাতা,দিল্লি ও অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে পরিবারের সদস্যরা। পুজোর সময় সবাই মিলিত হন।

ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়িতে জগন্নাথ মন্দিরের ছোঁয়া, বাজারে হৈ চৈ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফুলিয়ার টাঙাইল শাড়িতে জগন্নাথের ছোঁয়া, পুজোর আগে বাজারে হইচই! পুজোর আগে নদীয়ার ফুলিয়া আবারও শাড়ির চমক নিয়ে হাজির! ফুলিয়া চটকাতলার খ্যাতনামা তাঁতি শিল্পী সঞ্জয় বসাক এ'বছর তৈরি করেছেন অভিনব ডিজাইনের টাঙাইল শাড়ি, শাড়ির বুননে ফুটে উঠেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া। শুধু তাই নয়, নর্তকি-সহ নানা কারুকার্য ধরা দিয়েছে শাড়িতে। শিল্পীর সৃজনশীল উদ্যোগ ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে। চারদিক থেকে আসছে অর্ডার। পরিস্থিতি এমন যে, তাঁর নেতৃত্বে থাকা প্রায় ৪০ জন তাঁতি দিন-রাত এক করে কাজ করেও চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন। শাড়ির দাম ২৩০০ টাকা। ফুলিয়ার তাঁতশিল্প বহু প্রাচীন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তবে এবার টাঙাইল শাড়িতে ব্যতিক্রমী নকশা। একদিকে জগন্নাথ মন্দিরের আধ্যাত্মিক ছোঁয়া, অন্যদিকে নৃত্যের জীবন্ত কারুকার্য- এই দুইয়ের সমন্বয় শাড়িটিকে করেছে আরও আকর্ষণীয়। প্রচুর অর্ডারের চাপে হিমশিম খেলেও, সঞ্জয় বসাক আশাবাদী, এই উদ্যোগ আগামীদিনে ফুলিয়ার তাঁতশিল্পকে নতুন মাত্রা দেবে। ইতিমধ্যেই বাংলা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেছে এই অভিনব শাড়ি। ফলে দুর্গাপুজোর মরশুমে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মিশেলে তৈরি এই টাঙ্গাইল শাড়িই হতে চলেছে উৎসবের বড় আকর্ষণ।

সারপ্রাইজ ভিজিটে কালনা মহকুমার হসপিটালে মন্ত্রী। দেখে গেলেন সদ্য চালু হওয়া মা ক্যান্টিনের খাবারের মান থেকে পরিকাঠামো। একমাস আগে মা ক্যান্টিন তৈরি করার পরিকল্পনা এক মাসের মধ্যেই চালু মা ক্যান্টিন কালনা মহকুমা হসপিটালে। ৩০০ রুগীর পরিবার পাঁচ টাকা বিনিময়ে ডিম ভাত সবজি খাবার পাবেন এইখানে। পাশে আরেকটি জায়গাতে খুব শীঘ্রই ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বড় সেড করে আরো বেশি সংখ্যক লোকের পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থাপনা করা হবে বলে তিনি জানান।

সামশেরগঞ্জে আবার ভাঙনের আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারী বৃষ্টির জেরে গঙ্গায় বাড়ছে জলস্তর। আর তার জেরেই আবারও ভাঙনের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। বুধবার সকালে আচমকাই ভাঙনে তলিয়ে গেছে একটি পাকা বাড়ির একাংশ। এছাড়াও বিপজ্জনক ভাবে বেশ কয়েকটি বাড়ি নদীর কিনারায় ঝুলছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় মুর্শিদাবাদে ব্যাপক বৃষ্টিপাত এবং একইসঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও বিহারেও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণেই বেড়েছে গঙ্গার জলস্তর।

ডিএফসিসিআইএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী প্রবীণ কুমার ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর পরিদর্শন করেছেন

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (DFCCIL)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী প্রবীণ কুমার ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরের (EDFC) নিউ দাদরি - নিউ খুরজা - নিউ চাওয়াপাইল অংশ পরিদর্শন করেছেন, করিডোরের সাথে প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন এবং কর্মকর্তাদের মাল পরিবহনের নিরাপত্তা এবং দক্ষতা আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার সফরের ধারাবাহিকতায়, শ্রী প্রবীণ কুমার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নায়েব সিং সাইনির সাথেও দেখা করেছেন, তাকে DFCCIL-এর উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং একটি কফি টেবিল বই উপস্থাপন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে, নিউ রেওয়াড়ি (হরিয়ানা) এবং কাঠুওয়াস (রাজস্থান) এর শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা লজিস্টিক খরচ হ্রাস, দ্রুত ডেলিভারি এবং উন্নত ফ্রেইট সমাধানের সুবিধা পাবেন। এটি কেবল শিল্প কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে না বরং উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উন্নয়ন, বর্ধিত কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নতির দিকে পরিচালিত করবে। নিউ তালহেরি টিএসএস পরিদর্শনকালে তিনি বলেন যে এই ট্র্যাকশন সাব-স্টেশনটি করিডোরে বৈদ্যুতিক মালবাহী ট্রেনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। উন্নত প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই সুবিধাটি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, মাল

পরিবহনে উচ্চ গতি এবং বৃহত্তর ক্ষমতা প্রদান করবে। এই ধরনের সাব-স্টেশনগুলির উন্নয়ন ডিএফসিসিআইএল-এর জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। শ্রী প্রবীণ কুমার নিউ খান্না স্টেশনে রেল গ্রাইন্ডিং মেশিন (আরজিএম) সাইডিং, নিউ আম্বালা সিটিতে নবনির্মিত স্টাফ কোয়ার্টার এবং নিউ চাওয়াপাইলে ইন্টারমিডিয়েট রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো (আইএমডি) উদ্বোধনও করেন। কর্মকর্তাদের সাথে আলাপচারিতার সময় তিনি অগ্রগতি, নির্মাণের মান এবং অন্যান্য সম্পর্কিত দিকগুলি পর্যালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে কেবল বড় প্রকল্পগুলিই নয়, স্টাফ কোয়ার্টার, সাইডিং এবং পরিচালনাগত সুবিধাগুলির মতো সহায়ক অবকাঠামোও সমানভাবে অপরিহার্য, কারণ করিডোরগুলি ছাড়া কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। পরিদর্শনের পর, শ্রী প্রবীণ কুমার কর্মকর্তাদের সাথে আলাপচারিতা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে ডিএফসিসিআইএল-এর লক্ষ্য কেবল মালবাহী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা নয় বরং ভারতের লজিস্টিক সিস্টেমকে বিশ্বমানের মান অর্জন করাও। তিনি সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মান কঠোরভাবে মেনে চলার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উন্নত নির্মাণ মান বজায় রাখার উপর জোর দেন, উল্লেখ করেন যে কোনও পরিস্থিতিতেই নিরাপত্তা এবং মানের সাথে আপস করা যাবে না। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি আগামী কয়েক দশক ধরে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে রূপ দেবে। তিনি বিশেষ করে পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তাঁর মতে, ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে, মালবাহী ট্রেনের গড় গতি, সময়মতো ডেলিভারি এবং লজিস্টিক নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদের কার্যকর সমন্বয় দ্বারা এটি সমর্থিত হবে।

হাতি-চিতার দাঁত পাচারের চেষ্টা! জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণীর দেহাংশ-সহ গ্রেপ্তার দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাতি ও চিতার দাঁত পাচারের আগে গ্রেপ্তার দম্পতি। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে তাদের ধরল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিশেষ দল। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। কী করে তাঁরা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পেল? পিছনে কোনও বড়সড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে বনদপ্তর। ধৃত দম্পতির নাম পরিমলচন্দ্র দে ও দেবযানী রায় দে। তাঁরা কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার ঝিনাইডাঙা এলাকার বাসিন্দা। বনদপ্তরের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে ওই দম্পতির কাছে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ রয়েছে। তাঁরা সেটি পাচারের চেষ্টা করছেন। চালানো হয় বিশেষ অভিযান। জঙ্গল লাগোয়া সোনাপুর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের থেকে তিন টুকরো হাতির দাঁত (ওজন আনুমানিক ২ কিলো) ৪টি চিতার দাঁত। এবং একটি ছোট গাড়ি উদ্ধার হয়েছে। ধৃত পরিমলের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম অপরাধের অভিযোগ নয়। আগেও দুষ্কৃতী আচরণের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরিমলের বিরুদ্ধে দু'টি অস্ত্র আইনে মামলা রয়েছে। জেলেও ছিলেন তিনি। সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছেন। তারপর ফের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, দেবযানী পেশায় ফিজিওথেরাপিস্ট। তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ব কোনও অপরাধের অভিযোগ না থাকলেও, তিনি এই পাচারচক্রের লিংকম্যান হিসাবে কাজ করেন বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

উৎপাদন কম, ইলিশের টান পড়তে চলেছে রান্না পুজোয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালির অন্যতম প্রিয় উৎসব রান্না পুজো। এই উৎসবে বাঙালির পাতে রসনাতৃপ্তিতে ইলিশের পদ থাকবেই। তবে এই উৎসবে ইলিশের টান পড়তে চলেছে। পাওয়া গেলেও দাম হবে অনেক বেশি। ভরা বর্ষাতেও এবারে এই রাজ্যে ইলিশ উৎপাদন কম। বাংলাদেশ সরকারও এখনো পর্যন্ত এ দেশে পাঠায়নি পদ্মার ইলিশ। তাই ঘাটতি পূরণে এবারে বাংলার ভরসা গুজরাটের ইলিশ। এ বছরে গুজরাট থেকে রেকর্ড পরিমাণ ইলিশ আমদানি করেছেন হাওড়া পাইকারি মাছ বাজারের ব্যবসায়ীরা। তাই রাজনৈতিক দূরত্ব যতই থাকুক, আপাতত বাঙালি রসনা তৃপ্ত করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য। এই পাইকারি বাজার থেকে বিভিন্ন খুচরো বাজারে সরবরাহ হয় রুপোলি শস্য। এবছর কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, দীঘা, শংকরপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইলিশের জোগান কম। তবে এবারের ছবিটা একেবারে আলাদা। ওই জায়গাগুলিতে মাছের উৎপাদন কম হওয়ায় সেভাবে আর ইলিশের ট্রাক আসছে না। তার বদলে ইলিশ মাছ সরাসরি আসছে গুজরাটের ভারুচ থেকে। প্রতিদিন সেখান থেকে গড়ে ১৫০ থেকে ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভর্তি বিশেষ ট্রাক ঢুকছে হাওড়ার পাইকারি বাজারে। ফিস ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ বলেন, এ বছরে রেকর্ড পরিমাণ গুজরাটের ইলিশ আমদানি করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৪৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানি করা হয়েছে, যা হাওড়া ছাড়াও কলকাতার সবকটি বড় বড় বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে। যেহেতু এই ইলিশের স্বাদ খুব ভালো, সেই কারণে সাধারণ ক্রেতার কাছে চাহিদা বেশ ভালো। জানা গেছে, ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম সাইজের ইলিশ মাছ পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকা দরে। ৯০০ থেকে ১১০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১০০০ থেকে ১১০০ টাকা দরে। সেই মাছ খুচরো বাজারে কেজি প্রতি ১৩০০ থেকে ১৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এই বাজার থেকেই শিয়ালদা,মানিকতলা, লেক মার্কেট, দমদম, গড়িয়াহাট, সল্টলেক, বেহালা-সহ সবকটি বাজারে মাছ যাচ্ছে। আনোয়ার মাকসুদ আরও জানান, গুজরাটের ইলিশের জোগান কয়েকদিনের মধ্যে কমে যাবে। তাই রান্না পুজোর জন্য ইলিশ পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে। আর পাওয়া গেলেও দাম হবে অনেক। এখন একমাত্র ভরসা, যদি তাড়াতাড়ি পদ্মার ইলিশ আসে রাজ্যে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সঙ্গে কথা চলছে প্রতিদিন। ব্যবসায়ীদের আশা খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ মাছ পাঠানোর অনুমতি দেবে।

৫৫০ বছরের পুরনো চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো, আজও অমলিন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ৫৫০ বছরের পুরনো চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো। মুর্শিদাবাদ জেলার আনাচকানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন জমিদার বাড়ি ও রাজবাড়ির ঐতিহাসিক দুর্গাপুজো। তবে চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর গরিমা আজও অমলিন। মুর্শিদাবাদ জেলার জজান গ্রাম। এই গ্রামে বেশ কিছু পারিবারিক ও জমিদার বাড়ির পুজো রয়েছে। প্রতিটি বাড়ির পুজোর নিজস্ব ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জানা যায়, পুজো শুরু হয় বোধনের দিন। ১৫ দিনের এই পুজো চলে যা শেষ হয় দশমীতে। চক্রবর্তী বাড়ির পুজো বংশপরম্পরায় হয়ে আসছে। এই পুজো বোধনের দিন থেকে শুরু হয়ে দশমী পর্যন্ত, ১৫ দিন ধরে চলে। চক্রবর্তী বাড়ির সদস্য বেদনা মুখোপাধ্যায় জানান, পুজোর চারদিন বহু আত্মীয়ের সমাগম হয়, পুজো দেখতে ভিড় জমান আশাপাশের এলাকার বহু মানুষ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীর অন্নভোগ হয়। চক্রবর্তী বাড়ির পুজো হয় তান্ত্রিক মতে। পঞ্চমুণ্ডির আসনে পুজো হয়। জানা যায় এখানে প্রথম দিন চাল কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। পুজোর ক'দিন চক্রবর্তী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের কেউ মাছ-মাংস, পেঁয়াজ, রসুন খান না।

বিজ্ঞপ্তি

আমি বাপ্পা দত্ত ও আমার ভাই শ্রী রাকেশ দত্ত পিতা শিশির দত্ত বারুইপারা ডোমজুড় নিবাসী ডোমজুড় সাব রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ২০১৭ সালে ৪০৪৪১৭ নং দলিল দ্বারা ভান্ডারদহ মৌজায় হাল-৪৩৬ ও ৪৩৫ দাগে ৪.২১ শতক জমি ক্রয় করি তপতি চক্রবর্তী, রাজীব চক্রবর্তী, ও জিৎ চক্রবর্তী নিযুক্ত আমমোক্তার গ্রহীতা বারুইপারা ডোমজুড় নিবাসী শ্রী সৌমেন দত্ত পিতা-ভৈরবানন্দ দত্তর কাছ হইতে, আমমোক্তার নং ০০১৮৭ তারিখ ২০১৬।

আত্মঘাতী যুবক, গ্রেফতার স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রেম থেকে পরিণয়। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হল না। তারওপর বিবাহবিচ্ছেদের জন্য খোরপোশের দাবি! আত্মঘাতী যুবক। সুইসাইটে নোটে স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরকীয়া অভিযোগ। অভিযুক্ত গৃহবধূকে গ্রেফতার করল পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির চম্পাশরীর দক্ষিণ পশালের বাসিন্দা মনোজ বর্মন। ভালোবেসে দীপিকাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। দক্ষিণ পলাশ এলাকারই মেয়ে দীপিকা। ভালোবাসার সেই বিয়েতে নেমে এল বিপর্যয়। মনোজের পরিবারের লোকেদের দাবি, বিয়ের সাত-আটমাস পর থেকে শুরু হয় তুমুল অশান্তি। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান দীপিকা। সংসার টিকিয়ে রাখতে স্ত্রীকে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন মনোজ। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। দীপিকা নাকি কোনওভাবেই আর পলাশের সঙ্গে থাকতে রাজি ছিলেন না! বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দীপিকা ও তাঁর পরিবারের তরফে লক্ষাধিক টাকা খরপোশের দাবি জানানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই খরপোশের টাকা জন্য মনোজের উপর চাপ দিচ্ছিলেন দীপিকা ও তাঁর পরিবারের লোকেরা। চাপ এতটাই ছিল যে, মঙ্গলবার রাতে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন বছর পঁচিশের ওই যুবক। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দীপিকাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৭৫-৮১-২৫, তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত **পি.ওয়ে জোনাল, পাইপলাইন এবং বিবিধ কাজের জন্য ০৭ (সাত)টি** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৭৫-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে ডিইএন (সেন্ট্রাল)/আদ্রা-র অধিক্ষেত্রে বর্তমান আটকে যাওয়া ক্ষয়প্রাপ্ত/ভগ্ন রেল স্ক্রু অপসারণ, স্লাইড চেয়ার ওয়েল্ডিং, বার অপসারণ, গার্ড রেল বসানো ইত্যাদি। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৪৪,০৭,৭০৬.২৫ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৭৬-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে চান্ডিল-এ সাহেব বাঁধ (প্রাকৃতিক হ্রদ) থেকে বর্তমান পাইপলাইনের পুনরুজ্জীবন এবং বন্ধ পাম্প হাউসের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৩৩,৯৭,৭৪২.১৫ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৭৭-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে ১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/কোটশিলা-র অধিক্ষেত্রে বিবিধ পি.ওয়ে জোনাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৪। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৭৮-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে ১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/বোকারো-র অধিক্ষেত্রে বিবিধ পি.ওয়ে জোনাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৫। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৭৯-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে ১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/মহুদা-র অধিক্ষেত্রে বিবিধ পি.ওয়ে জোনাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৬। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৮০-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে ১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/ভাগা-র অধিক্ষেত্রে বিবিধ পি.ওয়ে জোনাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৭। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৮১-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে ১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/ভোজুডী-র অধিক্ষেত্রে বিবিধ পি.ওয়ে জোনাল কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **২৬.০৯.২০২৫ বেলা ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। (PR-592)

যুবকের রহস্যমৃত্যু, তরুণীর নাম জড়াতেই ব্যাপক উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর , ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বোলপুরে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম - রোহিত সাউ (২৩)। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় এক তরুণীর নাম উঠে আসতেই বুধবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লির ক্যানেল পাড় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, মৃত রোহিতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল এলাকারই এক তরুণীর সঙ্গে। কিন্তু ওই তরুণীর বছর চারেক আগে প্রথম বিয়ে হয় দুর্গাপুরে, কিন্তু স্বামী রহস্যজনকভাবে খুন হয়। পরে ফের বিয়ে হলেও সেই সংসার টেকেনি স্থানীয়দের দাবি, দ্বিতীয় স্বামী আত্মহত্যা করে। এরপরও রোহিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই তরুণীর মায়ের সঙ্গে স্থানীয় বালি ব্যবসায়ীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে রোহিতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই তরুণীর বাড়ির সামনে মারমুখী হয়ে ওঠে জনতা। পরিস্থিতি সামলাতে বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়ালের নেতৃত্বে প্রচুর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জনতার রোষের হাত থেকে উদ্ধার করা হয় ওই তরুণী ও তাঁর পরিবারকে।

আমমোক্তার নামা

১। আভা সিং, স্বামী- ঁহরিনাথ সিং, ২। বাবলী সিং, পিতা- ঁহরিনাথ সিং, ৩। বিদ্যা সিং, পিতা- ঁহরিনাথ সিং, ৪। ওঙ্কার নাথ সিং, পিতা- সত্য নারায়ণ সিং, সর্ব্ব সাকিম- ১ এসএন ব্যানার্জী রোড, মনিরামপুর, পোঃ ও থানা- ব্যারাকপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, ৭০০১২০, ১, ২ ও ৩ নং. ব্যক্তিদের থেকে বিগত ইং. ২৫.০১.২০১৪ তারিখে ৬০৭ নং এবং ৪নং ব্যক্তির থেকে বিগত ই ২৩.০২.২০১৬ তারিখে ১২০৯ নম্বর আমমোক্তার দলিল কলকাতা এআরও থেকে রেজিষ্ট্রী মূলে ভারতবর্ষে যেখানে যা সম্পত্তি আছে তাহা আমাকে শ্রী উজ্জ্বল সিং, পিতা- ঁহরিনাথ সিং উপরি উল্লিখিত একই ঠিকানা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার বলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। ক্রেতারা স্থানীয় সরকারী দপ্তরে মিউটেশান করিবার জন্য আবেদন করিলে ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Ranadeb Mitra
Advocate
Chandannagar Court
En. No. WB/1495 of 2021

ইতি
উজ্জ্বল সিং
আমমোক্তার

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/008(e)/2025-26(2nd Call)Date : 06/08/2025. 1. Construction of Covered drain at Kanthal Bagan Bazer (North Side) near Gita Sweets to Jn. Of Rajendra Avenue in ward No-11. **The bid Submission Closing date is hereby extended up to 09-09-2025 in place of 30-08-2025. Date Corrigendum published. For Details :- wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৬২৩৪১৬ তারিখ ঃ ০১.০৯.২০২৫। ডেপুটী চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিজিবি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **আইটেম ক্যাটাগরি ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড-সি অ্যান্ড ডবলু ওয়ার্কশপ/লিলুয়া থেকে বিইএসওয়াই/বিইকিউ-তে ফেরাস স্ক্র্যাপ/ বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের নিষ্পত্তি (লোডিং, পরিবহন এবং আনলোডিং সহ)। পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড-সি অ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ/এলএলএইচ থেকে বিইএসওয়াই/বিইকিউ-তে নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ/বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের নিষ্পত্তি (লোডিং, পরিবহন এবং আনলোডিং সহ)। **অফিসের নাম ঃ** ক্যারেজ এবং ওয়াগন ওয়ার্কশপ লিলুয়া; **বিড জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা। **বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৫, সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ (দিন)। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য) ঃ** ৪২ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর ঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **এমএসই-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **স্টার্টআপ-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **বিডের ধরন ঃ** টু প্যাকেট বিড। **বিক্রয়কারীর থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার মানদণ্ড, বিডার টার্নওভার, অতিরিক্ত নথি ১ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথি ২ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। *যদি কোন বিডার অভিজ্ঞতার/ টার্নওভারের মানদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে চান, তাহলে ছাড়ের জন্য তার যোগ্যতা প্রমাণবিশিষ্ট নথিগুলি ক্রেতার দ্বারা মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের সময় প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **আনুমানিক বিড মূল্য ঃ** ₹ ৮৩,২৬,৬৪৯; **আর্থিক নথির মূল্য নির্দেশ করে ব্রেকআপ আবশ্যক ঃ** হ্যাঁ; **ইএমডির বিবরণঃ অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইএমডির পরিমাণ ঃ** ₹ ১,৬৬,৫৩০; **ইপিবিজি-এর বিবরণ ঃ অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইপিবিজি শতাংশ (%) ঃ** ৫.০০। MISC-191/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O.- Fusrabaid, Block-Para, Dist. – Purulia(W.B.)

Notice Inviting e-Tender No: (1)WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II GP/NIT(e)-02/2025-26, (2) WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II GP/NIT(e)-03/2025-26 Dated – 01/09/2025

E-tender are invited from the bonafide contractors having experience in similar nature of works under 15 th FC/2024-25 &15 th FC/2025-26, 05 (Five) nos. of Schemes. Last date of submission of(Online) **05.09.2025 at 5.00 PM.** Date of Opening of Technical Proposal (online): **09.09.2025 at 01.00 P.M**. For details visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর, মিজোরাম সারা দেশের সাথে রেলপথে যুক্ত হবে! উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

আইজল, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় রেলওয়ের কর্মকর্তারা ২৯, আগস্ট সারাদেশের সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের নির্বাচিত সাংবাদিকদের জন্য মিজোরামের প্রথম রেললাইনে (সাইরাং থেকে বেরোবি পর্যন্ত) ট্রেনের একটি ট্রায়াল রান পরিচালনা করেন। তারা দেখিয়েছিলেন কীভাবে দেশের স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর শুরু হওয়া এই প্রথম রেললাইনটির নির্মাণ আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত আধুনিক প্রযুক্তির একটি অসাধারণ উদাহরণ। চ্যালেঞ্জিং পাহাড়ি এবং গভীর রুটে বিশ্বের উচ্চতম সেতু হিসাবে বিবেচিত স্তম্ভ স্থাপন করে ট্র্যাক স্থাপন ভারতীয় রেলের জন্য একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি বোন রাজ্যের একটি মিজোরামে স্থাপিত এই প্রথম রেললাইনটি মোট ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। বর্তমান সরকার ২০০৮-০৯ সালে এটির নির্মাণের কল্পনা করেছিল, কিন্তু এটি আসলে ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সহযোগিতায় এটি শুরু করেছিলেন। যাইহোক, বিভিন্ন অসুবিধার কারণে, এটি সম্পূর্ণ করতে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল এবং ১ মে, ২০২৫ তারিখে, এটি প্রথম ট্রায়াল পরিচালনা করে একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপন করে। এই রেললাইনটি তৈরি করতে প্রায় ১৫ বছর সময় লেগেছে। এর সংশোধিত খরচ ছিল প্রায় ৫০২১.৪৫ মিলিয়ন, যা এখন বেড়ে হয়েছে মাত্র ৮ বিলিয়ন। চার ধাপে এই লাইনের প্রকল্প শুরু হয়। বেরাবি থেকে হোরাটাকি পর্যন্ত কাজটি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়েছিল, প্রায় ১৬.৭২ কিলোমিটার জুড়ে। এরপর, হোরাটাকি থেকে কানপুই পর্যন্ত মোট ৯.৭১ কিলোমিটার এবং তারপর কানপুই থেকে মুয়ালখাঙ্গা পর্যন্ত মোট ১২.১১ কিলোমিটার এবং অবশেষে মুয়ালখাঙ্গা থেকে সাইরাং পর্যন্ত ২০২৫ সালের জুন মাসে মোট ১২.৮৪ কিলোমিটার সম্পূর্ণ হয়েছে। এই লাইনটি ভবিষ্যতে শিলছার পর্যন্ত বাড়ানো হবে। প্রকৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণঃ আধুনিক প্রযুক্তি এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কারিগরি কর্মীদের উল্লেখযোগ্য অবদান এর নির্মাণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। পাহাড় কেটে প্রায় ৪৮ টি টানেল (মোট দৈর্ঘ্য ১২,৮৫৩ মিটার) এবং ৫৫ টি বড় সেতু এবং ৮৭টি ছোট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫টি রোড ওভারব্রিজ ও ৬টি আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে ১৯৬ নম্বর সেতুটি নির্মাণের জন্য, ১১৪ মিটার উচ্চতার স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল, যা দিল্লির কুতুব মিনারের উচ্চতা থেকে ৪২ মিটার লম্বা। রেললাইন দেশ ও মিজোরামকে উপকৃত করবেঃ এই রেললাইনের কাজ শেষ হলে এটি প্রথমে আসামের সঙ্গে যুক্ত হবে। সড়কপথে শিলচরে পৌঁছতে যা ৭ ঘন্টা লাগত তা এখন ট্রেনে মাত্র ৩ ঘন্টায় অর্জন করা যাবে। এটি পরিবহনকে আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং সস্তা করে তুলবে। ১.২ মিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যার সাথে, মিজোরাম এই রেললাইনের জন্য উন্নয়নের পথ ধরে দৌড়াবে। যেখানে রাজ্যের আনুমানিক গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP) হল ২৫,০০০ কোটি, সেখানে ২ বৃদ্ধি প্রতি বছর অর্থনীতিতে প্রায় ৫০০ কোটির অতিরিক্ত রাজস্ব দেবে। রেলওয়ের এই পদক্ষেপটি মিজোরামের প্রধান ফসল যেমন বাঁশের অঙ্কুর, লেবু, আদা এবং বিশেষ করে আনারসকে শক্তিশালী করবে, যাতে তারা কম খরচে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছতে পারে এবং মিজোরামের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। এই রেললাইন আসার ফলে পর্যটনের

প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থান বাড়বে। এতে প্রায় ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই রেল সংযোগ শুধু মিজোরামকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে নয়, মিয়ানমারের সঙ্গেও সংযুক্ত করবে। এটি মিয়ানমারের বন্দরের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এটিকে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতে, আগামী ১০ বছরে ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য দেখতে পাবে। বর্তমানে, মিজোরামের জনসংখ্যার ৮০ ছোট রাজধানী আইজলে বসতি স্থাপন করেছে। পাহাড়ি এই শহরের ওপর নির্ভরতাও কমবে। কৃষিতে উন্নতির সাথে সাথে, রাজধানী আইজলের উপর বোঝা কমবে, এবং সরু রাস্তাগুলি উন্নত করা যেতে পারে। এই রেললাইনের আগমন মিজোরামের জন্য একটি লাইফলাইন হয়ে উঠবে, এটিকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি অগ্রগতি করতে সক্ষম করবে।

নোটিস

আমার মক্কেল, শ্রীমতী মৌসুমী মণ্ডল, স্বামী- শ্রী ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, বিগত ইংরাজী ২০২২ সালে শ্রীরামপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৭১৮ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে, মৌজা- দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নম্বর ৪, আর.এস. দাগ নম্বর ১৯৯১/ ২২৫৪, এল.আর. ২৪৯০ নম্বর দাগে ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০৪ বর্গফুট বাস্তু জমি খরিদ করিয়াছেন যাহার বিক্রেতা শ্রী জীবন সরকার দীং গণ। উক্ত দলিলে শ্রী জীবন সরকার দীং গণ, শ্রী টিঙ্কু সিংকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহার নম্বর ৩৬৯৯/২০২১, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুরে রেজিষ্ট্রীকৃত হয়।

উক্ত আমমোক্তারনামাটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলটির নাম পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

Prasun Kumar Gupta
Advocate
F/998/8275/99
Serampore Court

লি এণ্ড নী সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

CIN: L70102WB1988PLC045587
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
টেলিফোন নং. ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮
ই-মেইলঃ **investors@lnsel.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.lnsel.co**

৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে লি অ্যান্ড নী সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে কোম্পানি কর্তৃক সাধারণ ও বিশেষ প্রস্তাব পাসের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ সম্পর্কিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এর সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ /২০২০ এবং ১৭/ ২০২০ এর অধীনে পঠিত নিয়ম অনুসারে, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে উপস্থিতি ছাড়াই, ৫ মে, ২০২০ এর সাধারণ সার্কুলার নং ২০ /২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলির প্রযোজ্য বিধান মেনে, সর্বশেষটি ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ভিসিও/ এভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে স্পষ্টীকরণ, যা সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪ অনুসারে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) কর্তৃক জারিকৃত ২০২৪ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/ CFD /CFDPoD-2 /P1 CIR/ 2024/133 (SEBI সার্কুলার) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে SEBI কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি, যা ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। কোম্পানির ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com -এ পাওয়া যাবে এবং এ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন BSE লিমিটেড, www.bseindia.com, www.cse-india.com এবং NSDL এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য আইনগতভাবে পরিদর্শন করতে চান নোটিশে উল্লেখিত নথিপত্র অথবা প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) তারিখ পর্যন্ত investors@lnsel.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারবেন। কোম্পানির যেসব সদস্যের শেয়ার ভৌগোলিক আকারে রয়েছে অথবা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি, তারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন যা সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা ১ টা) থেকে বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা ১ টা) পর্যন্ত চলবে। বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর নোটিশে দেওয়া আছে। নিবন্ধনের পদ্ধতি -ক) ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। খ) ভৌগোলিক আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে লিখিত অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা ই-মেইলে পাঠিয়ে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। investors@lnsel.com-কে তাদের ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে।

এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি রুলস অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত প্রাসঙ্গিক প্রবিধান এবং SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪২ নম্বরের বিধান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মহাত্রে-কে evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা সদস্যরা লিখতে পারেন। কোম্পানি সচিবের কাছে investors@lnsel.com ঠিকানায়।

লি অ্যান্ড নী সফটওয়্যারস এক্সপোর্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
প্রীতিকা গুপ্ত
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৫

ফ্রিটজকে হারিয়ে রেকর্ড গড়ে ইউএস ওপেনের শেষ চারে জকোভিচ, এবার সামনে আলকারাজ!

নিউ ইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বরঃ ফের একবার ইতিহাস লিখলেন নোভাক জকোভিচ। টেলর ফ্রিটজকে হারিয়ে পৌঁছে গেলেন ইউএস ওপেনের শেষ চারে। স্কোরলাইন ৬-৩, ৭-৫, ৩-৬, ৬-৪। ওপেন এরা-য় ৫৩তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনাল। যা এতদিন কোনও টেনিস তারকা হাসিল করতে পারেননি! ফ্লাশিং মেডোয় ১৪তম সেমিফাইনালও কিংবদন্তি জিমি কনরসের রেকর্ডের সমান। আর এই কৃতিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে হারালেন যাঁকে, সেই ফ্রিটজকে একপেশে কায়দায় পরাস্ত করাটাও যেন 'জোকারের' অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে ১১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন সার্বিয়ান মহাতারকা। যদিও এবারের দ্বৈরথ একতরফা হয়নি। দ্বিতীয় সেটে জকোভিচ একাধিক ব্রেক পয়েন্ট বাঁচিয়েছেন। যে কারণে ম্যাচ শেষে নিজেই স্বীকার করলেন, ''ম্যাচটা সত্যিই খুব টানটান ছিল। যে কেউ জিততে পারত। দ্বিতীয় সেটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক পয়েন্ট বাঁচাতে পেরেছি, ভাগ্যও সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় সেটের

বেশিরভাগ সময় ও-ই (ফ্রিটজ) ভালো খেলছিল।'' লড়াইয়ের অন্তিম পর্বে সত্যিই চাপ বাড়ে। কিন্তু ফ্রিটজ শেষ গেমে ডাবল ফল্ট করে বসতেই জয় ছিনিয়ে নেন জকোভিচ। লড়াই জিতে প্রতিপক্ষকে সহানুভূতিও জানাতে ভোলেননি। বলেছেন, ''শেষ গেমটা নার্ভাস করে তুলেছিল। টেলরের পক্ষে খুব কঠিন ওভাবে শেষ হওয়া। ওর প্রাপ্য সেটা ছিল না!'' এই পরাজয়ের জেরে মার্কিনি দর্শকদের দুঃখজনক রেকর্ড বদলাল না। ২০০৩ সালে অ্যান্ডি রডিকের পর কোনও মার্কিন পুরুষ খেলোয়াড় আর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতেননি। সেই খরা জারি রইল। যদিও সেমিফাইনালেই অপেক্ষা করছে আসল পরীক্ষা। জকোভিচ মুখোমুখি কার্লোস আলকারাজের। অলিম্পিক ফাইনাল আর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কোয়ার্টারে টানা দু'বার হারিয়েছেন স্প্যানিশ তরুণকে। হেড-টু-হেড রেকর্ডে জকোভিচ এগিয়ে ৫-৩। তবে এ বার আলকারাজ ইউএস ওপেনে এখনও পর্যন্ত একটি সেটও হারেননি। কোয়ার্টারে ২০ নম্বর বাছাই জিরি লেহেকাকে পরাস্ত করেছেন ৬-৪, ৬-২, ৬-৪ ফলে। মোট কথা, গ্র্যান্ড স্ল্যামের অন্যতম সেরা মঞ্চে ফের টেনিস দুনিয়ার দুই প্রজন্মের দ্বৈরথ। একদিকে রেকর্ড-মানব, অন্যদিকে আগামীর সম্রাট। কে থামাবেন কাকে? উত্তর মিলবে ফ্লাশিং মেডোয়।

আশঙ্কাই সত্যি হল!

আসন্ন এশিয়া কাপে 'ফাঁকা' জার্সিতে মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন এশিয়া কাপে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের জার্সিতে হয়তো থাকবে না কোনও প্রধান স্পনসরের নাম। বিনা লোগোর জার্সিতেই মাঠে নামবেন শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদবরা। প্রধান কারণ ড্রিম ১১-এর মাঝপথে চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া। যা সামাল দিতে বিসিসিআইকে নতুন স্পনসরের সঙ্গে পাকা কথা সেরে ফেলতে হত। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বোর্ড। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, সময় বড্ড কম। টুর্নামেন্ট শুরু হতে মাত্র কয়েকদিন বাকি। তার আগে খাতায়-কলমে কাজ গুছিয়ে ফেলাটা কার্যত অসম্ভব। গত মাসেই কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে অনলাইন গেমিং অ্যাক্ট। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, অনলাইন মানি গেমিং পরিষেবা চালানো বা তার বিজ্ঞাপন দেওয়া বেআইনি। ড্রিম ১১-এর মূল ব্যবসাই ছিল এই নিয়ে। যে কারণে নতুন আইন কার্যকর হওয়ামাত্র তারা বোর্ডকে জানায়-সম্পর্ক রক্ষা করা অসম্ভব। চুক্তিপত্রে এ-ধরনের অবস্থার জন্য এক্সিট ক্লজও রাখা ছিল। ফলে ২০২৬ সাল পর্যন্ত, প্রায় ৩৫৮ কোটি টাকা মূল্যের চুক্তি, বছরখানেক আগেই ভেঙে গেল। মঙ্গলবারই বোর্ড নতুন টাইটেল স্পনসরের জন্য দরপত্র চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেনা যাবে নথি, ১৬ সেপ্টেম্বর জমা দিতে হবে বিড। অথচ এশিয়া কাপ শুরু ৯ সেপ্টেম্বর, শেষ ২৮ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতা চলাকালীনও স্পনসরশিপের প্রশ্ন ঝুলে থাকার ষোলো আনা সম্ভাবনা! প্রসঙ্গত, বিসিসিআই স্পষ্ট করেছে-অ্যালকোহল, তামাক, ক্রিপ্টো, অনলাইন মানি গেমিং, বেটিং বা কোনওরকম 'অশোভন' পরিষেবা দেওয়া সংস্থা নিলামে অংশ নিতে পারবে না। পাশাপাশি যেসব ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই বোর্ডের সঙ্গে স্পনসরশিপে যুক্ত-যেমন অ্যাথলিজার ও স্পোর্টসওয়্যার, ব্যাংকিং, বীমা, সফট ড্রিঙ্কস-সেই ক্যাটাগরিও কালো তালিকাভুক্ত (ব্লকড) হয়েছে। এর আগে ২০১৯-এও মাঝপথে চুক্তি ভেঙেছিল ওপো। সেবার ফাঁক ভরাট করেছিল বাইজু'স। তারপর ২০২৩ সালে জয়ী বিডার হিসেবে হাতে ধরে ড্রিম ১১। দু'বছর পেরোতে না পেরোতেই একই পরিণতি! টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতীয় দল রওনা দেয় ৪ সেপ্টেম্বর। গ্রুপ এ-তে রয়েছে পাকিস্তান, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ১০ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে ভারতের প্রথম ম্যাচ ইউএইয়ের বিরুদ্ধে, ১৪ তারিখ পাকিস্তান, ১৯ তারিখ আবুধাবিতে প্রতিপক্ষ ওমান। সুপার ফোরে উঠলে আরও কঠিন লড়াই, ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনাল। এই পরিস্থিতিতে বোর্ড চাইছে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই একটা সমাধান হোক। তবে বাজারের বাস্তবতা বলছে, এশিয়া কাপে হয়তো কোনও সংস্থার লোগো খোদাই ছাড়া ফাঁকা জার্সিতে মাঠে দেখা যাবে সূর্যকুমার ব্রিগেডকে!

সবাই এলেন বেঙ্গালুরু, একা বিরাট কোহলি ফিটনেস টেস্ট দিলেন লন্ডনে! বোর্ডের অনুমতি নিয়ে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটে ফিটনেস এখন ধর্মের মতো। বিশেষত, গৌতম গম্ভীরের জমানায় খেলোয়াড়দের শারীরিক কসরতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সহজতর 'ইয়ো ইয়ো টেস্টে' যবনিকা টেনে আনা হয়েছে কঠিনতর 'ব্রঙ্কো টেস্ট'। নিয়ম একটাই-বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। রোহিত থেকে বুমরাহ, গিল থেকে সিরাজ-সবার ক্ষেত্রেই এক বিধি অক্ষরে অক্ষরে মানা হয়েছে। কিন্তু এক ব্যতিক্রম একজন। বিরাট কোহলি। আর তাঁকে নিয়েই যাবতীয় বিতর্ক ঘনিয়ে উঠেছে। লন্ডনে সপরিবারে রয়েছেন, অনেক দিন হল। ঠিক তখনই পরীক্ষায় অংশ নেন। তিনিই একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি বিদেশে বসে বাধ্যতামূলক ফিটনেস টেস্ট দিলেন। বিসিসিআইয়ের অনুমতিতে। আর এখানেই দানা বেঁধেছে প্রশ্ন-নিয়ম সবার জন্য আদৌ সমান? নাকি সিনিয়রের জন্য 'বিশেষ ছাড়পত্র' গোছের কোনও বর্গ খুলে গেল? এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন মতে, কোহলি আগেভাগে অনুমতি চান। বোর্ড তাতে সায়-ও দেয়। এক সিনিয়র আধিকারিকও ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'কোহলি নিশ্চয়ই আগাম অনুমতি নিয়েছিলেন!' কিন্তু আড়ালে নীরব প্রশ্ন খোঁচা মারছে-এমন ব্যতিক্রম যখন সম্ভব, তখন অন্য ক্রিকেটাররাও কি ভবিষ্যতে একই দাবি তুলতে পারেন না? এর আগে আগস্টের ২৯ তারিখ বেঙ্গালুরুর মাঠে হাজির ছিলেন রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, শুভমান গিল,

মহম্মদ সিরাজ, হার্দিক পাণ্ডিয়া, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ শামি, সঞ্জু স্যামসন, রুতুরাজ গায়কোয়াড, অভিষেক শর্মা, ঋষভ সিংহ। বেশিরভাগই ন্যূনতম মানদণ্ড ছুঁয়েছেন। কেউ কেউ চোট বা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে আংশিক পরীক্ষা দিয়েছেন। সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় ধাপে বসবেন কেএল রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ, নীতিশ রেড্ডির মতো ক্রিকেটাররা। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানানোর পর বিরাট কোহলি এই মুহূর্তে ওয়ান ডে খেলছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আসন্ন সিরিজে তাঁর নাম পাকা। কিন্তু ফিটনেস টেস্ট বিদেশে দেওয়ার অনুমতি আদৌ নিয়মসঙ্গত কি না, সেই নিয়েই সংশয়। বোর্ড বলছে-এটা নিছকই ব্যতিক্রম। কিন্তু সমালোচকরা মনে করছেন, এর মধ্যেই বিসিসিআইয়ের নিয়ন্ত্রণগত ফাঁক স্পষ্ট। ক্রিকেটের বাইরে অন্য খেলাতেও ফিটনেস টেস্ট সাধারণত নির্দিষ্ট কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবল, রাগবি বা হকি-যেখানে নিয়ম এক, সেখানে ভারতীয় ক্রিকেটে ভৌগোলিক নমনীয়তা কতটা গ্রহণযোগ্য? বোর্ড এতদিন জোর দিয়ে আসছিল, ফিটনেস টেস্ট বাধ্যতামূলক ও অভিন্ন। এখন হঠাৎ ব্যতিক্রম নজির তৈরি করলে ভবিষ্যতে নীতি প্রণয়ন কি আদৌ কঠোর থাকবে? ইয়ো-ইয়ো টেস্ট থেকে শুরু করে নিয়মিত মূল্যায়ন-ফিটনেস নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল। এখন সিনিয়রদের জন্য ভিন্ন নিয়ম চালু হলে তা জুনিয়রদের অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু করতে পারে। ধরতে পারে খেলোয়াড়-বোর্ড সম্পর্কে ফাটলও।

কাফা কাপের মাঝপথে সংসার ভাঙল জামিলের! ছিটকে গেলেন রক্ষণের স্তম্ভ

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেমম্বঃ কাফা নেশন্স কাপে ভারতের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। বৃহস্পতিবার ভারতের মুখোমুখি হতে চলেছে আফগানিস্তান। এই ম্যাচ কার্যত 'ডু অর ডাই'। কারণ এই ম্যাচ জিততে পারলেই পরের রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ থাকবে ব্লু টাইগার্সদের। কিন্তু তার আগে বড়সড় ধাক্কা খেল খালিদ জামিলের শিবির। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন দলের অন্যতম স্তম্ভ এবং অধিনায়ক সন্দেশ ঝিঙ্গান। গত সোমবার ইরানের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন মুখে আঘাত পান সন্দেশ। চোট পেয়েও তিনি ম্যাচের পুরো ৯০ মিনিট খেলেন। ম্যাচ শেষে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই স্ক্যানে ধরা পড়ে তাঁর চোয়াল ভেঙে গিয়েছে। ফলে আর মাঠে নামা সম্ভব নয়। বুধবার সর্ব ভারতীয়ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, সন্দেশ দেশে ফিরে আসছেন এবং তিনি টুর্নামেন্টের বাকি অংশে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই চোট ভারতের রক্ষণভাগে বড় ফাঁক তৈরি করল। সন্দেশ ছিলেন রক্ষণদৈত্যের মতো। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে জিতেছিল, যেখানে গোলও করেছিলেন তিনি। ইরানের বিরুদ্ধে ০-৩ ব্যবধানে হারলেও, দীর্ঘ সময় রক্ষণ আগলে রেখেছিলেন তিনি। সন্দেশের না থাকা মানে ভারতের রক্ষণে অনভিজ্ঞতা এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এই দুর্বলতা মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় কোচ খালিদ জামিলকে ভাবতে হচ্ছে বিকল্প রক্ষণ গঠনের কথা। সম্ভবত আনোয়ার আলির সঙ্গে সেন্টার ব্যাক জুটিতে দেখা যাবে রাহুল ভেকেকে। বিকল্প হিসেবে থাকছেন চিংলেনসানা সিং, যিনি সন্দেশের জায়গা নিতে পারেন। তবে সন্দেশের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের অভাব কোনওভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্য, খালিদ জামিলের অধীনে এটি ভারতের প্রথম বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। তাঁর নেতৃত্বে ভারত দল নতুনভাবে গড়ে উঠছে। তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ে আশার আলো দেখিয়েছিল দল, কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে হার এবং সন্দেশের চোট সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিতে পারে। ভারত

এখনও গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারাতে পারলেই তৃতীয় স্থান নির্ধারক ম্যাচে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। ড্র করলে কিছুটা সুযোগ থাকলেও সেটা নির্ভর করবে অন্য ম্যাচের ফলাফলের উপর। এই ম্যাচ ভারতের জন্য শুধু টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াই নয়, ভবিষ্যতের আত্মবিশ্বাস গড়ার মঞ্চও। সব মিলিয়ে ভারতের সামনে এখন শুধুই চ্যালেঞ্জ। একদিকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ, অন্যদিকে দলে বড়সড় অনুপস্থিতি। এবার দেখার, সন্দেশ-হীন ভারত দল শেষ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে কীভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখে। গত সোমবার কাফা নেশনস কাপের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল শক্তিশালী ইরান। যাদের এশিয়ান ফুটবলের অন্যতম পাওয়ার হাউস বলা চলে। তাঁদের বিপক্ষে লড়াইটা যে কঠিন হবে সেটা জানা ছিল সকলের। তবুও সীমিত শক্তি নিয়েই দল সাজিয়েছিলেন নব নিযুক্ত কোচ খালিদ জামিল। জাতীয় দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে না পেলেও নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ দলকে আটকাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন কোচ। যারফলে প্রথমার্ধের শেষে বজায় ছিল অমীমাংসিত ফলাফল। একাধিকবার চাপ সৃষ্টি করে ও গোলের মুখ খুলতে পারেননি ইরানের ফুটবলাররা। অপরদিকে, সুযোগ পেয়েই পাল্টা আক্রমণে উঠে আসতে শুরু করেছিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা। যদিও গোলের মুখ খোলা সম্ভব হয়নি। যদিও ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের দাপট দেখাতে শুরু করেছিল শক্তিশালী ইরান। শেষ পর্যন্ত তিনটি গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল ভারতীয় ফুটবল দল। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। তবে এখনও রয়ে গিয়েছে আশা।

ভারতে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ খেলবে না পাকিস্তান

লাহোর, ৩ সেপ্টেম্বরঃ নভেম্বরেই ভারতে বসছে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের আসর। আয়োজক শহর চেন্নাই আর মাদুরাই। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বেঁকে বসেছে পাকিস্তান। শোনা যাচ্ছে, ভারতের মাটিতে নামতেই চাইছে না তারা। দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনা-নিরাপত্তা ইস্যুর জেরে ফের খেলার ময়দানে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট তারিক বুগতি খোলাখুলি বলেছেন, ''পাকিস্তান জুনিয়র হকি দল বিশ্বকাপে খেলবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ভারতে যেতে পারি না।'' মঙ্গলবার লাহোরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বুগতি জানান, দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনই প্রধান বাধা। ঠিক এই ইস্যুতে বিহারে চলতি এশিয়া কাপ থেকেও শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায় পাকিস্তান। 'যুক্তি' ছিল সেই নিরাপত্তা। বুগতির কথায়, ''ভারতের সঙ্গে যে কায়দায় মতান্তর চলছে, তাতে ওখানে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। দু'পাশেই যুদ্ধ পরিস্থিতি। আমাদের দল এই মুহূর্তে কিংবা ভবিষ্যতেও ভারতে গিয়ে খেলবে না। যদি ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে আসতে না পারে, তবে পাকিস্তান হকি দলও ভারতে যেতে বাধ্য নয়!''

আইএসএল নিয়ে আশাবাদী ওডিশা, পুরনো ছন্দে ফিরতে মরিয়া ম্যানেজমেন্ট

ভুবনেশ্বর, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বিগত কয়েক মাস ধরেই ধোঁয়াশার মধ্যে ছিল দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ। উল্লেখ্য, শেষ কয়েক বছরে দলের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি ফুটবলারদের পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেজন্য, গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুটবলারদের আসার সংখ্যা বেড়েছিল ব্যাপকভাবে। প্রত্যেকটি মরসুমে নতুন নতুন ফুটবলারদের পারফরম্যান্স যথেষ্ট নজর কাড়তে শুরু করেছিল সকলের কাছে। কিন্তু এবার এই টুর্নামেন্ট আয়োজন ঘিরে রয়েছে জটিলতা। আসলে আয়োজক সংস্থা তথা এফএসডিএলের সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এমআরএ নবীকরণ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। যারফলে আগামী সিজনে আদৌ এই টুর্নামেন্ট আর আয়োজিত হবে কিনা সেই নিয়ে রয়ে গিয়েছে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন। যার ফলে দল গঠন নিয়েও ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল টুর্নামেন্টের একাধিক ফুটবল ক্লাবকে। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বিরাট সিদ্ধান্তের পথে হেঁটেছিল জগন্নাথের রাজ্যের ফুটবল ক্লাব তথা ওডিশা এফসি। গত ৫ই আগস্ট থেকে দলের সকল ফুটবলার এবং কর্মীদের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে কার্যত স্থগিতাদেশ নামিয়ে এনেছিল ম্যানেজমেন্ট। এমনকি আরও বলা হয়েছিল যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে দলের ফুটবলাররা যদি অন্যত্র কোনও ক্লাবে যোগদান করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে বাধা দেবে না সার্জিও লোবেরাদের ক্লাব। এমন পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল সকল সমর্থকদের। ফোর্স ম্যাজিউয়ের মধ্যে দিয়ে এই গোটা বিষয়টি চালিত হলেও এবার এই নিয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে খবর, বর্তমানে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএল নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের গতিবিধি নজরে রেখেই আবারও পুরনো ছন্দে ফিরতে চলেছে সুপার কাপ জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। যারফলে আবার ও দলের খেলোয়াড়দের পাশাপাশি অন্যান্য সকল সাপোর্টিং স্টাফেদের বেতন দিতে শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। যেটা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক হতে পারে সকলের কাছে। তবে শুধুমাত্র ওডিশা নয়, আরও জানা গিয়েছে, দল গঠনের কাজ পুনরায় শুরু করেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দুইটি ক্লাব। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ডিসেম্বরে শুরু হতে পারে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের নতুন মরসুম। যদিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি দিনক্ষণ।

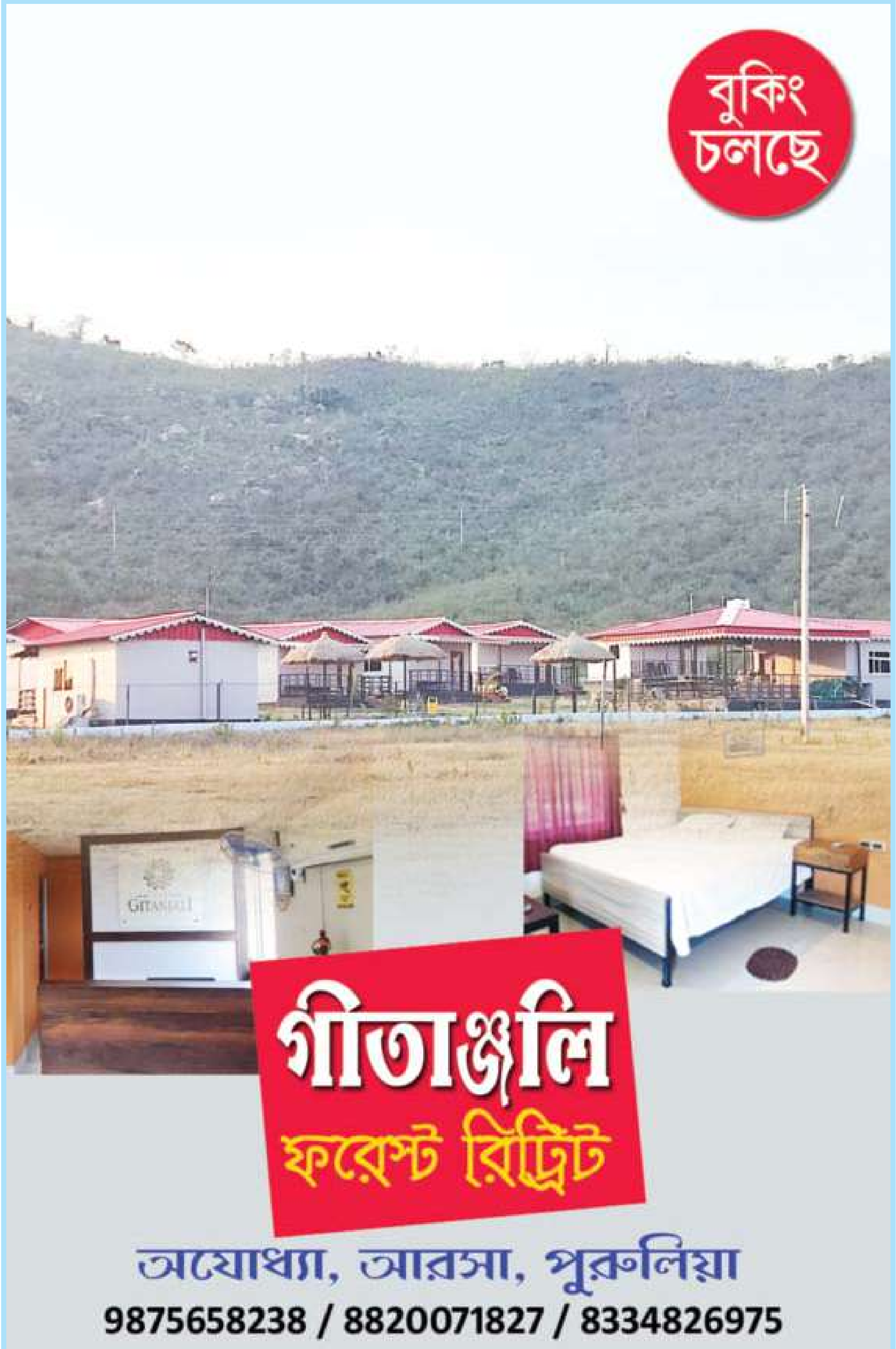

বাবা-মা, ভাই-বোন, বউ-বাচ্চা, সবাই থাকবেন মেসির শেষ ম্যাচে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শেষের খুব কাছে চলে এসেছেন লিওনেল মেসি। শেষ মানে, আর্জেন্টিনার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়। তবে আর্জেন্টিনাজুড়ে কান পাতলে এটাও শোনা যাবে, আরেকটু থেকে গেলে ক্ষতি কী! তাঁর সাবেক ও বর্তমান সতীর্থদের অনেকেই বলছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যেন আরেকটু ভেবে দেখেন মেসি। কারণ, এমন সিদ্ধান্তের জন্য অন্তত আর্জেন্টিনায় কেউই প্রস্তুত নয়। ২০০৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেক মেসির। এরপর কেটে গেছে বিশ বছর। এই দুই দশকে মেসি জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ১৯৩টি ম্যাচ, গোল করেছেন ১১২টি। আটবার জিতেছেন ব্যালন ডি'অর। বিশ্বকাপ, দুইটি কোপা আমেরিকা, ২০০৮ সালে অলিম্পিক স্বর্ণপদক-সবই আছে তাঁর ঝুলিতে। আর্জেন্টিনা ও বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায়টা তিনি লিখেছেন নিজ হাতে। এখন বয়স ৩৮। কিংবদন্তির বিদায়ের সময়টা খুব বেশি দূরে নয়। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে

বিদায় জানাতে পারেন মেসি। ভারতীয় সময় ৫ সেপ্টেম্বর ভোরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি হতে পারে দেশের মাটিতে তাঁর শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। নিজেই বলেছেন, ''এই ম্যাচটা আমার জন্য খুব, খুব বিশেষ। কারণ, এটা বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ (আর্জেন্টিনায়)।'' বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ ভারতীয় সময় ১০ সেপ্টেম্বর ভোরে ইকুয়েডরের বিপক্ষে। তবে সেটা প্রতিপক্ষের মাঠে। দেশের মাটিতে শেষ ম্যাচটা তাই মেসির কাছে খুবই আবেগের, ''এরপর আর কোনো প্রীতি ম্যাচ বা অন্য কিছু হবে কি না, জানি না। তবে এই ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাই-বোন-সবাই থাকবে আমার সঙ্গে। আমরা একসঙ্গে উপভোগ করব। এরপর কী হবে, জানি না।'' তবে এত জলদি মেসির বিদায় দেখতে তৈরি নন তাঁর একসময়ের সতীর্থ ও আর্জেন্টিনার সাবেক গোলরক্ষক ফ্রাঙ্কো আরমানি। ৩৮ বছর বয়সে আরমানি নিজেও খেলে যাচ্ছেন ক্লাব পর্যায়ে। রিভার প্লেট ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে আরমানি বলেছেন, ''আশা করি, মেসি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। ও ভালোভাবে ভেবে দেখুক। কারণ, কেউই এই বিদায়ের জন্য প্রস্তুত নয়। বৃহস্পতিবারের পর যেন আরও একবার ভাবে সে সবকিছু নিয়ে।'' তবে আপাতত এটুকু আশা করা যায়, আগামী বছর বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলো চালিয়ে যাবেন মেসি। সেখানে আর্জেন্টিনার হয়ে শিরোপা ধরে রাখাই হবে তাঁর লক্ষ্য। এরপর কী করবেন, সেটা শুধু মেসিই জানেন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com